পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 201 Sunday, 22 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২০১ সংখ্যা ❋ ৭ আষাঢ়, ১৪৩২ রবিবার, ২২ জুন, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

দমদমে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু এক ছাত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ শনিবার দমদম পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মনজেন্দ্র দত্ত রোডের বাসিন্দার এক কিশোরীর মৃত্যু ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে। বৈদ্যনাথ গার্লস হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রীর মৃতের ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গির কথা উল্লেখ রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতার নাম সারণী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩)। পরিবার সূত্রে খবর, গত ১৯ জুন কলকাতার তপসিয়া এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল এই নাবালিকা। আজ সকাল ৫টা বেজে ৪৫ মিনিট নাগাদ মৃত্যু হয় ওই ছাত্রীর। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বস্তুত, স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে দমদমে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা দুই।

মৃতের মা গীতিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রথমে আমাদের ওইখানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম। কিন্তু সেখানে চিকিৎসা হয়নি ভাল। অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরেই ওকে সব কিছু দিতে দিতে নিয়ে আসা হয়েছিল ওইখানে। এরপর ওই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর জানানো হল ওকে ভেন্টি লেশনে রাখতে হবে। কিন্তু ওইখানে বাচ্চাদের জন্য ভেন্টিলেশন নেই। ওরা বলল, অন্য জায়গায় নিয়ে যান। আইডি-তে নিয়ে যাব ঠিক করলাম। কিন্তু ওর শরীরের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে মাঝ রাস্তায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। ওরা খুব ভাল পরিষেবা দিচ্ছিল। কিন্তু ডাক্তাররা বললেন, মেয়ের ফুসফুসে জল জমেছে। সেইটা আগের বেসরকারি হাসপাতাল দেখেইনি। এই হাসপাতাল কিন্তু সেই চিকিৎসা শুরু করেছিল। তবে পুরো জলটা ফুসফুস থেকে বের করতে পারেননি। সেই কারণে শ্বাসকষ্ট প্রবল হচ্ছিল। আর আজ তো শেষ খবর দিয়ে দিল। দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান হরেন্দ্র সিং বলেন, যে কোনও মৃত্যুই দুঃখের। আমরা খবর পাওয়ার পরই দেখছিলাম পরীক্ষা করে। কিন্তু মশার লার্ভা পাইনি। ওরা দিঘা ঘুরতে গিয়েছিল শুনলাম। এখন কোথা থেকে মশা কামড়াল দেখতে হবে।

অমিত মালব্যকে নোটিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ এক মৃত নাবালিকার পরিচয় সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করে জুভেনাইল জাস্টিস আইন ভাঙ্গার অপরাধে পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা অমিত মালব্য কে কারন দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছে। কমিশনের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই পদক্ষেপ গ্রহন করে দলের আইটি সেলের ভারপ্রাপ্ত এই নেতাকে তিন দিনের মধ্যে নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য সম্প্রতি দক্ষিন চব্বিশ পরগনার ক্যানিং এর এক নাবালিকার মৃত্যু হলে ছবি, নাম, পরিচয় সহ তাকে ধর্ষন করে খুন করা হয়েছে বলে গত বৃহস্পতিবার তিনি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

অরাজকতার মাঝেই মমতা-সাক্ষাতে বাংলাদেশ হাইকমিশনার

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে অরাজকতা চলছে। সেই

পরিস্থিতিতে বিশেষত সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতন থেকে শুরু করে মনীষীদের অপমান, স্থাপত্যকীর্তি ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটেছে। সেই তালিকায় সদ্য যুক্ত হয়েছে সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত কাছারি বাড়ি ভাঙচুর। বিষয়টি আন্তর্জাতিক হওয়ায় তার যথাযথ তদন্তের দাবিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি লিখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। বাংলাদেশের সঙ্গে কথা বলে যাতে ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। জানা গিয়েছে, এসবের মাঝেই এবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লা। আগামী সোমবার নবান্নে সেই সাক্ষাতের সম্ভাবনা। যা অত্যন্ত তাৎপযপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে। তথ্য বলছে, ৯ বছর পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন প্রতিবেশী দেশের দূত। এর আগে ২০১৬ সালে তৎকালীন ঢাকার হাইকমিশনার মোয়াজ্জেম আলির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তারপর থেকে আর এই প্রোফাইলের কোনও ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়নি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর। এবার আগামী সোমবার, ২৩ জুন নয়াদিল্লির হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লা আসছেন নবান্নে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। সূত্রের খবর, সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্রনাথের বাড়ি ভাঙচুর নিয়ে 'ভুল তথ্য' তুলে ধরবেন তাঁর কাছে। এছাড়া সীমান্ত সমস্যা নিয়েও কথা হতে পারে। এছাড়া হামিদুল্লার বঙ্গ সফরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে। প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকারের সঙ্গে একান্ত বৈঠকের সম্ভাবনা। শোনা যাচ্ছে, পরেরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার প্রাতরাশে জহর সরকারের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি, দু'জনের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বাংলাদেশ হাইকমিশনারের আসন্ন সফরে রাজ্যপালের সঙ্গে আলাদা বৈঠক রয়েছে কি না, তা এখনও অজানা। তবে নিঃসন্দেহে মমতা এবং হামিদুল্লার বৈঠকই এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

ভোটের ভিডিও-ছবি মাত্র ৪৫ দিন সংরক্ষণ, কমিশনের সিদ্ধান্তে সংশয়ে বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ নির্বাচনের সময়কালে ভারতের নির্বাচন কমিশন যেসব ভিডিও ও ফোটোগুলি সংগ্রহ করে, সেগুলি এখন থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হবে। তারপর সেগুলি ডিলিট করে দেওয়া হবে। এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। ইতিমধ্যেই রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।কমিশন বলেছে, যদি কোনও কেন্দ্রের ভোট নিয়ে মামলা হয় সে ক্ষেত্রে সেখানকার ভিডিও এবং ছবি সংরক্ষণ করা হবে। উল্লিখিত সিদ্ধান্তকে বিরোধী দলগুলি অবশ্য সন্দেহের চোখে দেখছে। তাদের বক্তব্য, কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মামলা করতে হলে তা দেড় মাসের মধ্যে করতে হবে। তাছাড়া, ভোট প্রক্রিয়ার নানা পর্বে কমিশন যে সব ভিডিও এবং ছবি করে থাকে সেগুলি পর্যালোচনা করে অনেক

অনিয়ম চিহ্নিত করা সম্ভব। নয়া নির্দেশিকায় সেই সুযোগ আর থাকছে না। বিরোধী দলগুলি মনে করছে, যত দিন গড়াচ্ছে কমিশন তাদের কাজকর্মের উপর নাগরিক নজরদারিতে ইতি টেনে দিচ্ছে। গত বছর ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি সংশোধন করে ভোটের পর ভিডিও এবং ছবি দেখার সুযোগ কেড়ে নিয়েছে। ভোট সংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষণ নিয়ে কমিশন গত বছর ২৪ সেপ্টেম্বর এক নির্দেশিকা জারি করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, ভিডিও, ছবি-সহ অন্যান্য নথিপত্র তিন মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হবে। তাতে ভোটের দিন ঘোষণা অর্থাৎ আদর্শ আচরণবিধি চালুর দিন থেকে মনোনয়ন পেশ পর্যন্ত সময়ের নথি তিন মাস সংরক্ষণের কথা বলা হয়। মনোনয়ন থেকে গণনা ও ফল প্রকাশ পর্যন্ত সময়ের নথি সংরক্ষণ করা হবে এক বছর। সবটাই কমিয়ে ৪৫ দিন করে দেওয়া হল।

শক্তি হারিয়ে বিহারে নিম্নচাপ, বঙ্গে ফের বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ নিম্নচাপ হারিয়েছে শক্তি। আপাতত বিহারের দিকে অভিমুখ তার। বঙ্গে অবশ্য বর্ষার অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও সামান্য কমবে বৃষ্টি। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যু!-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। সোমবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি জেলায় হতে পারে ঝড়বৃষ্টি। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। বুধ ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে শনিবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার দার্জিলিং, কালিম্পং,

আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। সোমবার বাড়তে পারে বৃষ্টি। মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়া উন্নতির সম্ভাবনা। এদিকে, মৌসুমী অক্ষরেখার অনুকূল পরিবেশ। দ্রুত এগোচ্ছে বর্ষা। উত্তর আরব সাগরের বেশিরভাগ এলাকায় ঢুকে পড়েছে মৌসুমী বায়ু।

কলকাতার শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.৪ ডিগ্রি কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৯০-৯৫ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা ২৬-৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকার কথা। বৃষ্টি হতে পারে ০.১ মিলিমিটার। তাপমাত্রা কমলেও ক্রমশ বাড়তে আর্দ্রতা। তার ফলে বজায় থাকবে অস্বস্তি।

রাহুল গান্ধীর অভিযোগ মানলো না নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ স্বচ্ছতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হলে মহারাষ্ট্রের সব বুথে পাঁচটার পর কী হয়েছিল, সেটার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করুক নির্বাচন কমিশন। সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুলের সেই চ্যালেঞ্জের জবাবে সুপ্রিম কোর্টকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করল কমিশন। নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের রায়েই বুথের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা যায় না। কমিশন বলছে, বুথের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করলে কে কাকে ভোট দিচ্ছে সেটা না জানা গেলেও কে কে ভোট দিল সেটা জানা যাবে। অর্থাৎ কারা কারা ভোট দিচ্ছে না সেটাও স্পষ্ট হয়ে যাবে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী, ভোট দেওয়া যেমন নাগরিকদের অধিকার, তেমনই ভোট না দেওয়াটাও তাঁর ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে পড়ে। ফলে কারা কারা ভোট দিচ্ছে না, এটা স্পষ্ট করে দেওয়া যায় না। তাছাড়া কোনও ব্যক্তির অনুমতি না নিয়ে তাঁর কোনও ফুটেজ প্রকাশ্যে আনা যায় না। রাহুলের দাবি মানতে হলে সেই নিয়মও ভঙ্গ করতে হয়। রাহুলের সঙ্গে কমিশনের এই 'লড়াইটা দীর্ঘমেয়াদি। ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব লোকসভার বিরোধী দলনেতা। চলতি মাসের শুরুতেই মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে 'ম্যাচ ফিক্সিং'য়ের অভিযোগ এনে একাধিক সংবাদমাধ্যমে প্রবন্ধ লেখেন রাহুল। ২০২৪ সালের ভোটে কারচুপি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। ভুয়ো ভোটার তালিকা, জাল ভোট এমনকী ভোটের বুথেও দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। রাহুল দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন নিযোগের জন্য প্যানেল গঠন, তালিকায় ভুয়ো ভোটার ঢোকানো, ভোটারদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ঠিক যেখানে বিজেপির জয় প্রয়োজন, সেখানে জাল ভোট এবং সর্বশেষ এই কর্মকাণ্ডের প্রমাণ লোপাট করা, সবটাই হয়েছে শাসকদলকে সাহায্য করতে। রাহুলের সেই অভিযোগের পর পাল্টা দেয় নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগকে রীতিমতো কড়া ভাষায় খণ্ডন করে নির্বাচন কমিশন। মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে রাহুল গান্ধীর দাবি অস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে দাবি করে তারা। কমিশনের যুক্তি, সমস্ত রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্ট ভোটের সময় উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের অনুমোদিত এজেন্টরা কখনও অস্বাভাবিক ভোটগ্রহণ সম্পর্কে কোনও আপত্তি বা অভিযোগ করেনি। তাহলে এখন কেন অভিযোগ করা হচ্ছে? কিন্তু নির্বাচন কমিশন বিবৃতি প্রকাশের পরও রাহুল গান্ধী থামেননি। এবার সুর আরও চড়িয়ে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তিনি। বিরোধী দলনেতার চ্যালেঞ্জ ছিল, নির্বাচন কমিশনের যদি কিছু লুকোনোর না থাকে তাহলে স্বচ্ছতার স্বার্থে ডিজিটাল ভোটার লিস্ট, মহারাষ্ট্রের সব বুথে পাঁচটার পর কী হয়েছিল, সেটার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা হোক। সেটারই এবার জবাব দিল কমিশন।

যোগ সমগ্র বিশ্বকে সংযুক্ত করেছে ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

বিশাখাপত্তনম, ২১ জুন ঃ শনিবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বিশাখাপত্তনমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমগ্র বিশ্ববাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, আজ ১১তম বছর, যখন সমগ্র বিশ্ব একসঙ্গে যোগব্যায়াম করছে। যোগের অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। যোগ কীভাবে সমগ্র বিশ্বকে সংযুক্ত করেছে, তা দেখে আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমি গর্বিত বোধ করি যখন দেখি আমাদের দিব্যাঙ্গ বন্ধুরা যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। বিজ্ঞানীরা মহাকাশে যোগব্যায়াম করেন। প্রতিটি গ্রামের তরুণ বন্ধুরা যোগ অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। তিনি বলেন, বিশাখাপত্তনম শহর প্রকৃতি এবং অগ্রগতি উভয়েরই সঙ্গমস্থল। দুই কোটিরও বেশি মানুষ যোগন্দ্র অভিযানের সঙ্গে যুক্ত। জনগণের অংশগ্রহণের এই অনুভূতিই বিকশিত ভারতের মূল ভিত্তি। তিনি বলেন, বিশ্বে যোগব্যায়ামের বিস্তারের জন্য ভারত আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে যোগবিজ্ঞানকে আরও শক্তিশালী করছে। দেশের প্রধান চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি যোগব্যায়ামের উপর গবেষণায় নিয়োজিত। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় যোগব্যায়ামের বৈজ্ঞানিক প্রভাব যাতে স্থান পায় তার প্রচেষ্টা অব্যাহত। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বিশাখাপত্তমে যোগ দিবসের প্রধান কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন। যোগ দিবস উদযাপন বঙ্গ বিজেপিরও। 'অস্থির বিশ্বে শান্তির দিশা দেবে যোগ', আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। তিনি বললেন, যোগ একাত্মতার বার্তা দেয়। ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বিশাখাপত্তনমে ২৬ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যোগে

অংশ নেন ৫ লক্ষ মানুষ। সেই যোগ মহোৎসবে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও যোগে অংশ নেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, রাজ্যপাল এস আব্দুল নাজির, উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ এবং সেই রাজ্যের আইটি মন্ত্রী নারা লোকেশ। ২০১৪ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণার জন্য রাষ্ট্রসংঘে আবেদন করে ভারত। মোদির সেই আবেদন স্বীকৃতি পায়।

বিশ্বের ১৭৫টি দেশ আজ যোগ দিবস পালন করছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। এবছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম হল 'এক পৃথিবী ও এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যোগ একাত্মতার বার্তা দেয়। মোদির কথায়, যোগ হল জীবনের শৃঙ্খলা। যোগই বোঝায় আমরা প্রকৃতির অংশ। বিচ্ছিন্ন নই। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, বিশ্বজু।ে এখন যে অস্থিরতা, চাপানউতোর চলছে, সেসবের মধ্যে আমাদের শান্তির দিশা দেয় যোগ।

লখনউতে যোগ ব্যায়ামে অংশ নেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বিজেপির প্রথম সারির সব নেতামন্ত্রীই এদিন যোগাসনে অংশ নিয়েছেন। দিল্লিতে যোগে মগ্ন বাঁশুরি স্বরাজ। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও যোগে অংশ নিলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী মন্ত্রী রাজনাথ সিং, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরও যোগে যোগ দেন। বিজেপির উদ্যোগে যোগ দিবস পালিত হল বঙ্গেও। তুলসী পুজো করে যোগে অংশ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা। আলাদা কর্মসূচিতে যোগ দিবসে অংশ নিলেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষও।

জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র, কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ রাজ্য সরকার জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র জালিয়াতির ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে । এবার থেকে জেলার কোনও রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রার কে এই কাজে নিযুক্ত করে আগে স্বাস্থ্য দফতরের অধীন রাজ্যের মুখ্য রেজিস্ট্রারের অনুমোদন নিতে হবে বলে সমস্ত জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে । সম্প্রতি একাধিক জেলায় ভুয়ো জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরির ঘটনা সামনে আসার পরই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র নথিবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রারদের নাম, মোবাইল নম্বর ও ইউজার আইডি মুখ্য রেজিস্ট্রারের দফতরে জমা দিতে হবে। রাজ্য সরকার জালিয়াতি বন্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই নানান ভাবে সরকার এই জালিয়াতি রুখতে প্রতি জেলায় পুলিসের হাতে আরও বেশি করে ক্ষমতা দেওয়ার কথা চিন্তা করছে। এখন পুলিসের কাজ কড়া হাতে তা দমন করা। দেখা যাক পুলিস কি করে। রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই এই বিষয়ে পুলিসকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নির্দেশ করেছে। কোনও রকম সন্দেহ হলেই তাদের বা তার বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা পুলিস করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

নিরাপত্তায় বড়সড় গাফিলতি! ৩ উচ্চপদস্থ আধিকারিককে অপসারণ এয়ার ইন্ডিয়ার

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পর কড়া পদক্ষেপ করল ডিজিসিএ। নিরাপত্তার গাফিলতিতে এয়ার ইন্ডিয়ার তিন উচ্চপদস্থ আধিকারিককে সরানোর নির্দেশ দিয়েছে অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। সূত্রের খবর, বিমানের 'ক্রু'দের 'রস্টারিং' সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব থেকে ওই তিন আধিকারিককে অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবারই ডিজিসিএ বিলম্ব না করে তাঁদের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়াকে। তার একদিন পরই তাঁদের অপসারণের নির্দেশ দিল অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এই তিন আধিকারিকের নাম হল চুরা সিং (ডিভিশানাল ভাইস প্রেসিডেন্ট), পিঙ্কি মিত্তাল (প্রধান ব্যবস্থাপক-ডিওপিএস,ক্রু শিডিউলিং) এবং পায়েল অরোরা

(ক্রু শিডিউলিং-পরিকল্পনা)। শনিবার ডিজিসিএ একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, বিমান এবং বিমানকর্মীদের নিরাপত্তায় এই তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে একাধিক গাফিলতির প্রমাণ মিলেছে। তাই এয়ার ইন্ডিয়াকে অবিলম্বে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, আগামী ১০ দিনের মধ্যে বিমান সংস্থাকে একটি রিপোর্টও জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ডিজিসিএ। বিবৃতিতে ডিজিসিএ আরও জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওই তিন আধিকারিককে সংস্থার কোনও পদে রাখা যাবে না। প্রসঙ্গত, গত ১২ জুন দুপুরে টেক অফের খানিকক্ষণের মধ্যেই আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি যাত্রীবাহী বিমান। লন্ডনগামী উড়ানের দুর্ঘটনায় অন্তত ২৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। জীবিত অবস্থায় ১জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এর মঝেই এয়ার ইন্ডিয়ার তিন আধিকারিকের অপসারণ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

আবাসেও সংখ্যালঘুদের জন্য ১৫ শতাংশ সংরক্ষণ! কর্নাটকের কংগ্রেস সরকারের সিদ্ধান্তে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ সরকারি টেন্ডারে মুসলিমদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণের পর এবার আবাস যোজনাতেও সংখ্যালঘু সংরক্ষণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কর্নাটকের কংগ্রেস সরকারের। যা নিয়ে প্রবল বিতর্ক কন্নড় রাজ্যে। এমনিতেই কর্নাটকে সরকারি টেন্ডারের ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণ রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার কর্নাটক বিধানসভায় কর্নাটকের আবাসন মন্ত্রী জামির আহমেদ খান বিধানসভায় একটি বিল পেশ করেন। ওই বিলে বলা হয়, রাজ্যের সংখ্যালঘুদের জন্য বিভিন্ন আবাস নির্মাণ প্রকল্পে সংরক্ষণ ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হবে। ভোটাভুটিতে বিলটি পাশ হয়ে যায়। মুসলিম, খ্রিস্টান-সহ অন্য সব সংখ্যালঘু ওই বিলের সুবিধা পাবেন। কর্নাটকের

উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের কথায়, এই বিল গরিব মানুষের কথা ভেবে আনা। রাজ্যের সংখ্যালঘুরা অনেকাংশে পিছিয়ে পড়া। তাই তাঁদের এর আওতায় আনা হয়েছে। এর আগে গত ২১ মার্চ কর্নাটক বিধানসভায় পাশ হয়েছে মুসলিম সংরক্ষণ বিল। যার ফলে কর্নাটকে সরকারি চুক্তির ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ সংরক্ষণ পাবে সংখ্যালঘুরা। প্রথামাফিক বিলটি যায় রাজ্যপালের দরবারে। যদিও বিলটিতে সই করেননি রাজ্যপাল। সেটিকে তিনি পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রপতির দরবারে। এই বিলের ক্ষেত্রেও তেমনটা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপি ইতিমধ্যেই বিলটির প্রতিবাদে সরব হয়েছে।

মুসলিম ইস্যুতে কর্নাটকে কংগ্রেস ও বিজেপির অবস্থান সম্পূর্ণ উল্টো মেরুতে। বিজেপি শাসনে কর্নাটকে সরকারি বরাতে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ তুলে দেওয়া হয়। পাল্টা কংগ্রেস জানায়, ক্ষমতায় এলে ফের সংরক্ষণ ফিরিয়ে আনা হবে। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস। এর পরই সংখ্যালঘুদের মনজয়ে উঠেপড়ে লাগে সরকার। এখনও সেই চেষ্টায় চালিয়ে যাচ্ছেন সিদ্দারামাইয়ারা। আর বিজেপি প্রতিবাদ করছে। বিজেপি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য এই বিলটি নিয়েও প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, এভাবে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ অবৈধ। সংবিধান বিরোধী।

ইজরায়েলের হামলা একতরফা, আইনবিরুদ্ধ
'নীতিভ্রষ্ট' মোদি সরকারকে তোপ সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ ইজরায়েল-ইরান সংঘাতে এখনও কমবেশি নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছে ভারত সরকার। শুধু শান্তির বার্তা ছাড়া মোদি সরকার কারও পক্ষ নিয়েই কোনওরকম বার্তা দেয়নি। কিন্তু কেন্দ্রের এই মৌন অবস্থানকে 'নীতি বিরুদ্ধ' এবং 'কাপুরুষোচিত' বলে তোপ দেগে দিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। সোনিয়া সাফ বলে দিলেন, ইজরায়েল ইরানের সাধারণ জনগণের উপর যে হামলা চালাচ্ছে সেটা একতরফা ও আইনবিরুদ্ধ। ভারত সরকারের উচিত এ নিয়ে নীরবতা ভঙ্গ করা। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আবহে সরকার নীরব থাকলেও কংগ্রেস যে ইরানের পক্ষে সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন সোনিয়া। কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন এক পত্রিকায় লেখা একটি প্রবন্ধে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ইরান আমাদের পুরনো বন্ধু। শুধু কূটনৈতিক সম্পর্কই নয়, ইরানের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক যোগও রয়েছে। সোনিয়া মনে করিয়েছেন, অতীতে একাধিকবার কাশ্মীর ইস্যুতে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান। এই লড়াইয়ে কংগ্রেস যে ইরানেরই পাশে সেটা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন সোনিয়া। কংগ্রেস নেত্রীর দাবি, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারেরও উচিত মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিরক্ষার জন্য সরব হওয়া। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে নিষ্ঠুর দেগে দিয়ে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রীর বক্তব্য, ইজরায়েল যেভাবে ইরানে হামলা চালিয়েছে সেটা ইরানের সার্বভৌমত্বে আঘাত। এটা বেআইনি, একতরফা এবং আঞ্চলিক শান্তি বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা। কংগ্রেস এই হামলার নিন্দা করছে। ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে যখন কথাবার্তা শুরু হচ্ছিল, তখন হামলা কেন? সোনিয়ার দাবি, মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গাবার্ডই জানিয়েছেন, ইরান কোনওরকম পরমাণু অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে না। ২০০৩ সালে সেই চেষ্টা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেই সেটার অনুমতিও দেননি। তারপরও ইরানে কেন ইজরায়েল হামলা চালাল, প্রশ্ন তুলছেন সোনিয়া। আর শুধু ইরান নয়, ইজরায়েল যেভাবে গাজা ভুখণ্ডে লাগাতার 'হামলা চালাচ্ছে, সেটারও তীব্র নিন্দা করেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী। এরপরই মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে ভারত সরকারের অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেন সোনিয়া। তিনি বলেন, গাজা এবং ইরানের এই মানবিক সংকটে নয়াদিল্লির নীরবতা আমাদের নৈতিক এবং কূটনৈতিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এতে শুধুই মধ্যপ্রাচ্যে ভারত কণ্ঠস্বর হারাবে তাই নয়, এটা আমাদের নৈতিকতার সঙ্গেও আপস করা। যদিও কংগ্রেস সভানেত্রী বলছেন, এখনও দেরি হয়ে যায়নি। নয়াদিল্লির উচিত এখনই মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে অবস্থান বদলানো।

যোগের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়েছেঃওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ শনিবার ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে দিল্লির সংসদ প্রাঙ্গণে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা অংশগ্রহণ করেন। তিনি সংসদ প্রাঙ্গণে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন। সাংসদ, লোকসভা ও রাজ্যসভা সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরা সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত যোগ অনুশীলনে অংশগ্রহণ করেন। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে আমি শুভেচ্ছা জানাই। যোগ এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্বেও যোগের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। যোগ ভারতের ঐতিহ্য। বিশ্বও এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব স্বীকার করেছে।

গাড়ি চালক দের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করে দুর্ঘটনা কমানোর প্রয়াস হাসনাবাদ ট্রাফিক গার্ডের

হাসনাবাদঃহাসনাবাদ থানা এলাকার বিভিন্ন রুটের অটো ও টোটো চালকদের নিয়ে এক বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হলো টাকীতে। হাসনাবাদ ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে শনিবার টাকী দীঘির অভিষেক চক্ষু সেবা কেন্দ্রে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। পথ দুর্ঘটনা কমাতে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের অঙ্গ হিসাবে গাড়ি চালকদের দর্শন শক্তি পরীক্ষা করতেই এই আয়োজন। প্রথম পর্যায়ে এদিন মোট পঞ্চাশ জন গাড়ি চালকের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত হয়ে বসিরহাটের ডি.এস.পি ট্রাফিক সুব্রত কুমার বারিক জানান, পথ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সারা বছর সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। তারই অঙ্গ হিসাবে এই ক্যাম্প। তার কথায়, দৃষ্টি শক্তি র দিক থেকে অক্ষম ব্যক্তি যদি রাস্তায় গাড়ি চালায় ও কোন দুর্ঘটনা ঘটে সেটি ট্রাফিকের দিক থেকে খামতি থেকে যায়,এই খামতি যাতে না থাকে তাই ই প্রথম পর্যায়ে এই আয়োজন। হাসনাবাদের ট্রাফিক ও.সি পুলক সাহা বলেন,দুর্ঘটনা এ।াতে নিজেকে ও গাড়িকেও সুস্থ রাখতে হবে।নিজেকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে গাড়ি চালকদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ চোখ, সেই চোখ যাতে সুস্থ থাকে তা নিশ্চিত করতেই এদিনের এই প্রয়াস।হাসনাবাদ ট্রাফিক গার্ডের এই উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়ে হাসনাবাদ লেবুখালি রোডের অটো চালক নারায়ন দাশ,রফিকুল গাজীরা জানান এই উদোগে তারা উপকৃত হচ্ছেন বলে মনে করাহয়।

রাজগড়ঃমহিলার কাছ থেকে উদ্ধার মাদক, মামলা দায়ের

রাজগড়, ২১ জুন ঃ গোপন সূত্রের খবর পেয়ে মধ্যপ্রদেশের গ্রামীণ ব্যাভারা থানার পুলিশ ইন্দিরানগরের বাসিন্দা এক মহিলার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ কেজি ২৩০ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে, এর মূল্য ১৫ হাজার টাকা বলে জানা গেছে। শনিবার পুলিশ অভিযুক্ত মহিলার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে ইন্দিরানগরের বাসিন্দা মোহন কুশওয়াহার স্ত্রী মমতার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ কেজি ২৩০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে

প্রধানমন্ত্রী মোদী যোগকে সর্বজনীন করেছেনঃপবন কল্যাণ

বিশাখাপত্তনম, ২১ জুন ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ বলেন যে, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ভারতের জন্য মহান সম্মানের বিষয়। শনিবার সকালে বিশাখাপত্তনমে আয়োজিত যোগান্ধ্র অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে চন্দ্রবাবুর প্রচেষ্টায় আমরা (ভারত) একটি নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। ঋগ্বেদে যোগের অনন্যতার কথা বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী যোগকে সর্বজনীন করে তুলেছেন।বিশাখাপত্তনমে এদিন সকালে ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপস্থিতিতে যোগাসন করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ সমুদ্র সৈকতে জড়ো হন। রাজ্যপাল আব্দুল নাজির, চন্দ্রবাবু নাইডু, পবন কল্যাণ, নারা লোকেশ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ এবং বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন এদিন।অন্যদিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বিশাখাপত্তনমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমগ্র বিশ্ববাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, ১১তম বছর, যখন সমগ্র বিশ্ব একসঙ্গে যোগব্যায়াম করছে। যোগের অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। যোগ কীভাবে সমগ্র বিশ্বকে সংযুক্ত করেছে, তা দেখে আনন্দিত।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমি গর্বিত বোধ করি যখন দেখি আমাদের দিব্যাঙ্গ বন্ধুরা যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। বিজ্ঞানীরা মহাকাশে যোগব্যায়াম করেন। প্রতিটি গ্রামের তরুণ বন্ধুরা যোগ অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। তিনি বলেন, বিশাখাপত্তনম শহর প্রকৃতি এবং অগ্রগতি উভয়েরই সঙ্গমস্থল। দুই কোটিরও বেশি মানুষ যোগন্ধ্র অভিযানের সঙ্গে যুক্ত। জনগণের অংশগ্রহণের এই অনুভূতিই বিকশিত ভারতের মূল ভিত্তি।তিনি বলেন, বিশ্বে যোগব্যায়ামের বিস্তারের জন্য ভারত আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে যোগবিজ্ঞানকে আরও শক্তিশালী করছে। দেশের প্রধান চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি যোগব্যায়ামের উপর গবেষণায় নিয়োজিত। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় যোগব্যায়ামের বৈজ্ঞানিক প্রভাব যাতে স্থান পায় তার প্রচেষ্টা অব্যাহত। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বিশাখাপত্তমে যোগ দিবসের প্রধান কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন।অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে শনিবার সকালে ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপস্থিতিতে যোগাসন করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ সমুদ্র সৈকতে জড়ো হন। রাজ্যপাল আব্দুল নাজির, চন্দ্রবাবু নাইডু, পবন কল্যাণ, নারা লোকেশ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ এবং বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন।অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু বলেছেন যে ১.৪৪ লক্ষ যোগ প্রশিক্ষক এই কর্মসূচির জন্য নিবন্ধন করেছেন। গত শুক্রবার ২২ হাজার জনজাতি শিক্ষার্থী সূর্য নমস্কার করে গিনেস রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। প্রতিদিন এক ঘন্টা যোগব্যায়াম করলে খুব ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। যোগ কেবল ব্যায়াম নয়। যোগ শৃঙ্খলা এবং একাগ্রতা বৃদ্ধি করে। ১৩০টি দেশে যোগ দিবস পালিত হচ্ছে।এদিন রামকৃষ্ণ বিচ থেকে ভিমিলি পর্যন্ত একযোগে যোগাসন করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় ৩.২৬ লক্ষ মানুষ যোগাসন করেন এদিন। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাউন্ড, গল্ফ ক্লাব, ক্রিকেট স্টেডিয়াম, পোর্ট স্টেডিয়াম, রেলওয়ে প্রদর্শনী গ্রাউন্ড এবং স্বর্ণ ভারতী ইন্ডোর স্টেডিয়াম সহ ১৮টি ক্রীড়াপ্রাঙ্গনেও যোগাসন করার আয়োজন করা হয় এদিন। অন্যদিকে কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি, রাজ্যপাল বন্দারু দত্তাত্রেয় এবং যোগগুরু স্বামী রামদেব কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্ম সরোবরে ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের সূচনা করেন। যোগ গুরু স্বামী রামদেবের নির্দেশনায় ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে যোগাভ্যাস করেন তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ নবীন জিন্দাল, আচার্য বালকৃষ্ণ।যোগগুরু রামদেব বলেন, যোগ আমাদের ডিএনএ-তে রয়েছে। এটি একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি অর্জন করা সম্ভব। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি বিকশিত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন। এর ভিত্তি হল যোগ। আমি সকলের কাছে আবেদন করব যে, শুধুমাত্র ২১ জুন নয়, প্রতিদিন কমপক্ষে ১০-২০ মিনিটের জন্য যোগব্যায়াম করার অঙ্গীকার করুন সবাই। যোগব্যায়াম আমাদের জীবনের একটি অঙ্গ হয়ে উঠুক।অন্যদিকে ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে দিল্লির সংসদ প্রাঙ্গণে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা অংশগ্রহণ করেন। তিনি সংসদ প্রাঙ্গণে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন। সাংসদ, লোকসভা ও রাজ্যসভা সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরা সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত যোগ অনুশীলনে অংশগ্রহণ করেন। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে আমি শুভেচ্ছা জানাই। যোগ এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্বেও যোগের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। যোগ ভারতের ঐতিহ্য। বিশ্বও এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব স্বীকার করেছে।অন্যদিকে রিয়াসিতে১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলা প্রশাসন বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু চেনাব (চন্দ্রভাগা) রেল সেতুতে একটি বিশেষ যোগ অনুশীলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই যোগ অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসন, উত্তর রেলওয়ে, সিআরপিএফ, স্থানীয় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।উল্লেখ্য, মোদী সরকারের উদ্যোগে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এবার তার দশ পেরিয়ে এগারোয় পা। যোগব্যায়ামের নানাবিধ উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই দিবস পালন হয়।অন্যদিকে ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস টোকিওতে এক অনুপ্রেরণামূলক উদযাপনের সাক্ষী রইল। জাপানের ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে পালন করা হলো আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জাপানের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ইয়োশিকো ইশিবা। উপস্থিত ছিলেন বিদেশমন্ত্রীর স্ত্রী সাতোকো ইওয়ায়া।এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আধ্যাত্মিক নেতা, কূটনীতিক, রাষ্ট্রদূত, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রায় ২০০০-এরও বেশি উৎসাহী মানুষ সেখানে যোগ অনুশীলনে অংশ নেন এদিন।উল্লেখ্য, মোদী সরকারের উদ্যোগে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এবার তার দশ পেরিয়ে এগারোয় পা। যোগব্যায়ামের নানাবিধ উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই দিবস পালন হয়।অন্যদিকে কলকাতাতে, শনিবার যোগ দিবসে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে ক্রীড়া ভারতীর যোগ কর্মসূচিতে সামনের সারিতে দেখা মিললো বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের।আর এদিনই যোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণে যোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আমি আমার সহকর্মী বাংলার বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে ভারতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণে যোগ অনুশীলনে অংশ নিয়েছিলাম। তিনি যোগকে দৈনন্দিন জীবনযাপনে অন্তর্ভুক্ত করার আহবান জানান।অন্যদিকে শনিবার যোগ দিবসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার কলকাতার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে যোগ অনুশীলন করেন তিনি।তিনি এদিন বলেন, এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি কলকাতার প্রাঙ্গণে সহ-নাগরিকদের সঙ্গে যোগ অনুশীলনে অংশ নিলাম। যোগব্যায়াম কেবল ব্যায়াম নয় - এটি মন, আত্মা এবং জাতীয় জাগরণের একটি যাত্রা। ভারতীয় চেতনার এই চিরন্তন বার্তা বিশ্বজুড়ে প্রতিধ্বনিত হোক।অন্যদিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেরাদুনে একটি যোগ অনুশীলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন যে, যোগ হল সুস্থ জীবনযাপনের মন্ত্র। যা গ্রহণ করলে একজন মানুষের শরীর, মন এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের উপকার হয়।এদিন তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' উপলক্ষে বিশ্বজুড়ে যোগব্যায়াম অনুশীলনে সকল অংশগ্রহণকারীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি কামনা করি যে, যোগব্যায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের মানুষ সুস্থ ও সুখী থাকুক। ' অর্থ ' যোগব্যায়াম অনুশীলন একজন ব্যক্তির শরীর, মন এবং আত্মাকে সংযুক্ত করে এবং তাকে সুস্থ করে তোলে। সকলেই বিশ্বাস করেন যে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধের নীতি বেশি কার্যকর। প্রতিরোধের জন্য যোগব্যায়াম খুবই কার্যকর বলে মনে করা হয়।অন্যদিকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রণব মন্দিরে শনিবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয়। শ্রীম স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ভাবাদর্শ, ভারতীয় দর্শনের স্থায়িত্ব এবং নীরোগ মানবদেহ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির মন্মথপুর, কানমারির ছাত্র - ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ভক্তবন্দদ এবং শিষ্যরা এদিন সকালে যোগচর্চায় সামিল হন। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা মেনে সেখানে সকলে যোগ চর্চা করেছেন। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে অমৃতসরের আটারি সীমান্তে যোগব্যায়াম করলেন বিএসএফ জওয়ানরা। এদিন ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনে বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অংশগ্রহণ করেন।বিএসএফ পঞ্জাব ফ্রন্টিয়ারের আইজি অতুল ফুলজেলে বলেন, ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আমরা জেসিপি আটারি প্রাঙ্গণে যোগব্যায়াম অনুশীলন করেছি। বিএসএফ জওয়ান, জওয়ানদের পরিবার, সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা এবং শিশুরাও যোগ অনুশীলনে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় এক হাজার মানুষ এই যোগ অনুশীলনে অংশগ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি নিকেতনের উদ্বোধন দ্রৌপদী মুর্মুর

দেরাদুন, ২১ জুন ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে রাষ্ট্রপতি নিকেতন এবং রাষ্ট্রপতি তপোবনের উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রপতি তপোবন এমাসের ২৪ তারিখ থেকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।এদিন তিনি সেখানে দর্শনার্থী সুবিধা কেন্দ্র, ক্যাফেটেরিয়া এবং স্যুভেনির শপ উদ্বোধন করেন এবং রাষ্ট্রপতি নিকেতনে রাষ্ট্রপতি উদ্যানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। রাষ্ট্রপতি নিকেতন ১ জুলাই থেকে উন্মুক্ত থাকবে।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের জন্মদিনে স্মরণে সুজন চক্রবর্তী

কলকাতা, ২১ জুন ঃ প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের জন্মদিন সামাজিক মাধ্যমে স্মরণ করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, একুশে জুন, ১৯৭৭ সালের আজকের দিনটিতে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে একটি স্বর্ণযুগের সূচনা হয। কমরেড জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার পথ চলা শুরু করে।শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সকল শহীদ, কমরেডস এবং বাংলার শ্রমজীবী মানুষকে যাঁরা বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ হয়েছে বলে মনে করা হয়েছে জানান।

বলিরাম হেডগেওয়ারকে সুকান্তর শ্রদ্ধা

কলকাতা, ২১ জুন ঃরাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের প্রয়াণদিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।সুকান্তবাবু শনিবার এক্সবার্তায় ছবি-সহ লিখেছেন, পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারজী-র প্রয়াণদিবসে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই। তাঁর জাগ্রত করা জাতীয়তাবোধ, শৃঙ্খলা ও নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জনের আদর্শ আমাদের চেতনায় আজও সমানভাবে দীপ্তিমান - পথ দেখায়, প্রেরণা জোগায় বলে মনে করা হয়েছে।

সঙ্গীত দিবস উপলক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা

কলকাতা, ২১ জুন ঃ সঙ্গীত দিবস উপলক্ষে সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। শনিবার এই বার্তা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, সুরের মূর্ছনায় প্রাণবন্ত হোক সকলের হৃদয়। সঙ্গীত শিল্পী জি-এর কণ্ঠে, আমার কথা ও সুরে 'সঙ্গীত দিবসের গান'। এর সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন, বাংলার নিজস্ব নানা লোকসঙ্গীত, বিভিন্ন সংবর্ধনা সভায় শিল্পীদের ছবি, নিজের ছবি প্রভৃতি-সহ ৩ মিনিট ৩ সেকেন্ডের ভিডিয়ো।

বিহারে বার্ধক্য, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা নীতীশ কুমারের

পটনা, ২১ জুন ঃ ভোটের আগে বড় চমক বিহারে। বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০০ টাকা করার কথা ঘোষণা করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। জুলাই মাস থেকে তা কার্যকর হবে বলে জানা গেছে। এই ঘোষণায় ১ কোটি ৯ লক্ষের বেশি মানুষ উপকৃত হবেন বলে দাবি।এদিন সমাজমাধ্যমে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেন, জুলাই মাস থেকে উপভোক্তারা বর্ধিত হারে ভাতা পাবেন। প্রতি মাসের ১০ তারিখে তাঁদের অ্যাকাউন্টে ভাতা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৫৫ জন উপভোক্তা উপকৃত হবেন।

কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার সূচনা

গ্যাংটক, ২১ জুন ঃবার্ষিক কৈলাশ মানস সরোবর যাত্রা শুক্রবার সিকিমের নাথুলা থেকে শুরু হয়েছে। রাজ্যপাল ওম প্রকাশ মাথুর পতাকা নাড়িয়ে যাত্রার সূচনা করেন। কৈলাশ - মানস সরোবরের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য ৩৬ জন পুন্যার্থীর প্রথম দলটি এদিন তিব্বত স্বশাসিত অঞ্চলে প্রবেশ করে।নাথুলা পাস থেকে যাত্রা শুরু করার আগে রাজ্যপাল তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের যাত্রার সফলতার পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। ৫ বছরের বিরতির পর আনুষ্ঠানিকভাবে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার সূচনা হয়। রাজ্যপাল এই ঐতিহাসিক পথের পুনঃসূচনাকে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব এবং বৌদ্ধ, হিন্দু এবং জৈন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে এমন ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেন।

ছত্তিশগড়ে ডায়রিয়ার প্রকোপ, মৃত এক যুবক, আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৪ জন

বালোদ, ২১ জুন ঃছত্তিশগড়ের বালোদ জেলাতে ডায়রিয়ার সংক্রমণে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম মোহিত নিসাদ। জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শনিবার জেলার সিএমএইচও ডাঃ মহেশ সূর্যবংশী নিশ্চিত করেছেন, ডায়রিয়ার সংক্রমণের ফলে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও গ্রামের আরও ১৫ জন বাসিন্দা ডায়রিয়ার প্রাথমিক উপসর্গে আক্রান্ত, যাদের স্থানীয় স্বাস্থ্য শিবিরে পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে।গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সম্প্রতি বৃষ্টির কারণে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেই সময় পানীয় জলের পাইপলাইনে নোংরা জল মিশে যাওয়ায় এই সংক্রমণের সূত্রপাত হয় বলে আশঙ্কা। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে একটি শিবির স্থাপন

মধ্যপ্রদেশে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

রাজগড়, ২১ জুন ঃ মধ্যপ্রদেশে শনিবার সকালে বোদা থানা এলাকার নিপানিয়াগড়ি গ্রামে জমিতে মোটর পাম্প চালানোর সময় এক যুবকের বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়। যুবকের নাম রামেশ্বর (৩৭)।যুবকের পরিবারের সদস্যরা তাকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যান।

কোরবাঃএক দেশ এক রেশন কার্ড প্রকল্পের অধীনে ৩০ জুনের মধ্যে ই-কেওয়াইসি বাধ্যতামূলক

কোরবা, ২১ জুন ঃ ভারত সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের নির্দেশ অনুসারে, এক জাতি এক রেশন কার্ড প্রকল্পের আওতায় জেলার সকল উপভোক্তাদের আধার লিংকের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।জেলা শাসক অজিত বসন্ত সমস্ত মহকুমাশাসক, খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ই-কেওয়াইসির কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন।খাদ্য দফতরের অধিকর্তা ঘনশ্যাম সিং কানওয়ার বলেন, বর্তমানে জেলায় খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার অধীনে মোট ১১,৬৬,৩১৪ জনের নাম নথিভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ১০,৬৫,৩২৭ জন সদস্যের ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন হয়েছে। যেখানে ১,০০,৯৮৭ জন সদস্যের ই-কেওয়াইসি এখনওবাকি রয়েছে। সমস্ত ন্যায্য মূল্যের দোকানে মেশিনের মাধ্যমে ই-কেওয়াইসি সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। এর মাধ্যমে, মেরা ই-কেওয়াইসি অ্যাপের মাধ্যমে এখন ঘরে বসেই ই-কেওয়াইসি করা যাবে। অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপটি প্লে স্টোর থেকে লিঙ্কের মাধ্যমে ডাউনলোড করা যাবে।

ডিমডিমা নদীতে পাকা সেতু গড়ার দাবি শাসক দলের বিধায়কের

কলকাতা, ২১ জুন ঃ ডিমডিমা নদীতে পাকা সেতু গড়ার দাবি করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো গত বৃহস্পতিবার বিধানসভায় উল্লেখ পর্বে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলেন, ৬ টি চা - বাগানের প্রায় ৫০ হাজার মানুষের বসবাস। সেইসঙ্গে রয়েছে প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা। বান্দাপানি চা - বাগান, ঢেকলাপাড়া চা - বাগান, জয়বীর পাড়া চা বাগান, নিপানিয়া ডিভিশন, কালাপানি চা - বাগান, গরুচিরা চা - বাগান এবং সেখানে একটি ব। বস্তিও রয়েছে। চা বাগানের শ্রমিকদেরও বসবাস রয়েছে। বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। ভূটান সংলগ্ন এলাকায় নদীতে আচমকা জল বৃদ্ধি পেলেই বিপত্তি। স্কুলে যাতায়াত ও হাসপাতালে রোগীদের আনাগোনা সম্পূর্ন বন্ধ হয়ে পড়ে। বর্ষাকালে অবস্থা ভয়াবহ। উল্লেখ্য, এ জন্যই তো ইন্দো - ভূটান যৌথ নদী কমিশনের দাবি। জল ছাড়ার বিষয়টি আগে জানতে পারলে তো রেহাই মেলে। পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি জানান, অবিলম্বে সেখানে পাকা সেতু গড়ে তোলা দরকার। এই দাবির স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট বিধায়ক এর বক্তব্য জয় বীরপাড়া টি - এস্টেট ও ডিমডিমা'তে নাংডালপাড়া টি এস্টেট এই দুই চা - বাগানের মধ্যবর্তী জায়গায় দীর্ঘদিনের দাবি রয়েছে পাকা সেতু গড়ে তোলার। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন।

রাইস মিলে ভয়াবহ আগুন, লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি

বলোদাবাজার, ২১ জুন ঃগত শুক্রবার গভীর রাতে ছত্তিশগড়ের লাভান থানা এলাকার লাহোদ গ্রামে গণেশ রাইস মিলে এক বিধ্বংসী আগুন লাগে। এই আগুনে লক্ষ লক্ষ টাকার ধান ও চাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনীর চারটি ইঞ্জিন পৌঁছে বেশ কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে, শনিবার সকালে আগুন নেভানো সম্ভব হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাইস মিলে আগুন কীভাবে লেগেছে তা এখনও জানা যায়নি। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বনদুয়ারে সড়ক অবরোধ বেআইনি দখলদারদের

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ২১ জুন ঃ খাস জমি বেআইনিভাবে দখল করে তৈরি করা ঘর ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ। ঘটনা গোমতী জেলার বনদুয়ারে। দীর্ঘ সময় অবরোধ চলার পর শাসক দলের নেতার আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়েছে।৫১ পীঠের অন্যতম পীঠস্থান মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরকে সাজিয়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে ত্রিপুরা সরকার নানা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। তারমধ্যে উদয়পুর মহকুমার বনদুয়ারস্থিত বেশ কিছু জায়গা নিয়ে সরকার ৫১ পীঠের রেপ্লিকা তৈরীর জন্য নির্ধারিত সরকারি জায়গায় কাজ শুরু করেছে।ইতিমধ্যে উদয়পুর - অমরপুর সড়কে বনদুয়ার এলাকায় বেশ কয়েক কিলোমিটার রাস্তায় প্রায় একশত পরিবার জায়গা দখল করে টিনের ছাউনি বা বাঁশের ছাউনি দিয়ে দখল করে ঘর তোলার কাজ শুরু করেছে। যারা দখল করেছে তাদের বক্তব্য, বাংলাদেশিরা জায়গা দখল করে বাড়ি ঘর তৈরি করেছে তাদের তুলে না দিলে তারাও দখল করা জায়গা ছাড়বে না।শুক্রবার গভীর রাতে তাদের দখল করা জায়গায় ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগে শনিবার সকাল থেকে দখলদাররা অমরপুর - উদয়পুর সড়কের বনদুয়ার এলাকায় অবরোধ করে। খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা পৌঁছেন ঘটনাস্থলে।কয়েক ঘন্টা অবরোধ চলার পর শাসক দলের এক নেতা গিয়ে প্রতিশ্রুতি দেন পরবর্তী সময়ে এলাকার বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন। এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

রাশিফল

মেষঃ সঙ্গীর কটু কথায় আপনি কষ্ট পেতে পারেন। তবে, আপনার সংবেদনশীল ক্ষমতার কারণে এটি কাটিয়ে উঠতে পারেন। আপনারা কিছুটি ভালো সময় কাটিনোর কারণে মিষ্টি-মধুর রোম্যান্টিক কথাবার্তায় আপনাদের মধ্যেকার দূরত্ব কেটে যেতে পারে। ।

বৃষঃ আজ আপনি সম্ভবত অলস এবং ধীর স্থির থাকবেন এবং ফলে আপনার প্রয়াসের প্রভাব কমে যেতে পারে। গুরুতর কোন স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও, কাজের জায়গায় অনেকটা সময় দেওয়ার ইচ্ছে আপনার থাকবে না। আপনি আরাম করতে চাইবেন। প্রয়োজনীয় বিরতি ও আরাম নিয়ে, আপনি আপনার শক্তি ও উদ্যম ঠিক করতে চাইবেন। আজকে আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করবেন।।

মিথুনঃআপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে, অন্যদের কাজকর্ম নিয়ে. চিন্তা করার বদলে, আপনাকে নিজের ভাবমূর্তি এবং সমাজে নিজের অবস্থানের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। খুচরা ব্যবসায়ীরা মুনাফার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি দেখতে পাবেন।।

কর্কটঃ আপনি নিজেই উন্নতির রাস্তা তৈরি করবেন। লোকজনের থেকে আপনি শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতি পাবেন। ব্যাবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অসুস্থতা আপনাকে বিব্রত করবে। শত্রুর কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।।

সিংহঃ বিশাল পরিশ্রম করা বা কোনও কাজ না করা, এই দুটির মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে। আজকে, কঠোর পরিশ্রম করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বিশেষত, আপনি যদি সাফল্য চান। মনে রাখবেন, কঠোর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। এবং যত তাড়াতাড়ি আপনি তা বুঝতে পারবেন, ততই ভালো হবে।

কন্যাঃ আজকে আপনি ধীর স্থির ও শান্ত থাকবেন এবং প্রায় কোনকিছুই আপনার মানসিক শান্তি ব্যাহত করতে পারবে না।

তুলাঃভবিষ্যতে সুযোগ পাওয়ার জন্য আপনাকে হয়তো অতীতের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করতে হবে। আপনার কাছের জিনিসগুলোর প্রতি হয়তো আপনার মালিকানাবোধ জন্মাবে। ।

বৃশ্চিকঃ লোকজন যখন আপনার সাফল্যে উদাসীন থাকেন, তা বোঝা কখনো কখনো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ধনুঃ আজ আপনি ভালো মেজাজে থাকবেন এবং উচ্ছাসের অনুভূতি আপনাকে ঘিরে থাকবে। আপনি কাজ করতে ভালোবাসেন এবং যে কাজ হাতে নেবেন তাতেই আপনার সেরাটা দেবেন।।

মকরঃদিনের বেলা, প্রবল কাজ ও দায়িত্বের চাপ আপনার শক্তি নিঃশেষ করে দেবে ঠিকই, কিন্তু উৎসাহ কমবে না। দিনের দ্বিতীয়ার্ধ ক্লান্তিকর হবে, কেননা আপনাকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে কঠিন লড়াই লড়তে হবে। শুভ দিন হবে ।

কুম্ভঃআপনি চারদিকে শান্তি ও আনন্দ ছড়িয়ে দিতে চান, আর আজকে হয়তো আপনি তা করতে পারবেন। যদিও সকল সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করতে গিয়ে, আপনাকে নিজের পছন্দ ও শখের বলিদান দিতে হতে পারে।

মীনঃ যে ব্যক্তিরা আপনার মনের কাছাকাছি আছেন, তাদের সম্বন্ধে আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন। আপনাকে যারা চেনেন, তারা আপনার এই গুণের জন্যই আপনাকে ভালোবাসেন। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন, যাদেরকে আপনি আপনার আবেগের কারণে মনের কাছাকাছি

আবহাওয়া

গাঙ্গেয় বঙ্গের উপরে থাকা সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চল কিছুটা শক্তি হারিয়ে সাধারণ নিম্নচাপ অঞ্চল হিসাবে অবস্থান করছে দক্ষিণ বিহার এবং সংলগ্ন এলাকার উপরে। পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখাটি রয়েছে রাজস্থান থেকে মেঘালয় পর্যন্ত। তা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়েই গিয়েছে। রাজ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে বর্ষা প্রবেশ করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অবস্থান এবং এই নিম্নচাপ অঞ্চলের কারণেই বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে।

পূর্বাভাস বলছে, সারা সপ্তাহ ধরেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। তবে আপাতত দু'দিন বৃষ্টির দাপট কিছুটা কম থাকবে।৩ দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আবহাওয়ার নতুন কোনও সতর্কতা নেই। সর্বত্র মোটের উপর শুকনো আবহাওয়া থাকবে। দু'একটি জায়গায় মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হতে পারে। তবে রবিবার থেকে আবার বৃষ্টির দাপট বাড়বে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। কিছু জায়গায় হতে পারে ভারী বর্ষণও।

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫১মিনিট। ভাটা-সকাল ১১টা৫২মনিট এবং রাত ১০টা ৫২মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হবেই।

জমি জটে খিদিরপুর মেট্রো, ক্ষতিগ্রস্ত কলকাতা মেট্রো প্রকল্প

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরেও নির্মাণ শুরু হল না কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইনের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন খিদিরপুরে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীন কলকাতা মেট্রো রেলের উদ্যোগে যখন একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে, তখন খিদিরপুর স্টেশনের কাজ আটকে রইল মূলত জমি সমস্যার কারণে। অভিযোগ, রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ছাড়তে চাইছে না, যার ফলে পুরো পরিকল্পনা থমকে গিয়েছে। পার্পল লাইন তথা জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো প্রকল্প শহরের দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রচনা করতে চলেছে। এর আওতায় জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত বহু যাত্রী প্রতিদিন যাতায়াতের সুযোগ পাবেন। ইতিমধ্যেই এই লাইনের একাংশ অর্থাৎ জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। কিন্তু এই লাইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন খিদিরপুর এখনও শুধুই নকশার খাতায় সীমাবদ্ধ। খিদিরপুর অঞ্চলের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাগুলিকে মেট্রোর মাধ্যমে শহরের মূল কেন্দ্রে যুক্ত করতে এই স্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন পরিবহণ বিশেষজ্ঞরা। এখান থেকে মেট্রো যাত্রা শুরু হলে জোকা, নিউ আলিপুর, মোমিনপুর, এসপ্ল্যানেড; সব জায়গার সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব হত। কিন্তু কেন্দ্রীয় মেট্রো কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, খিদিরপুর স্টেশনের জন্য যে জমির প্রয়োজন, তা এখনও রাজ্য সরকার মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে দিচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে চিঠি চালাচালি হয়েছে। বৈঠকও হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। রেলের আধিকারিকদের বক্তব্য, খিদিরপুর স্টেশনের জন্য মাত্র এক শতাংশ জমি প্রয়োজন। সেটি পেলে দ্রুততার সঙ্গে স্টেশনের নির্মাণকাজ শুরু করা সম্ভব। কিন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেই জমি ছাড়ার বিষয়ে আপত্তি তোলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জমিটি রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন হলেও বর্তমানে তা দখল করে রেখেছে একাধিক ব্যক্তি ও সংস্থা। কর্তৃপক্ষের দাবি, এই জমি ছাড়তে গেলে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই দিক থেকে কোনও দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। ফলে খিদিরপুর স্টেশন থমকে আছে পরিকল্পনার স্তরেই। রাজ্যের তরফে এখনও পর্যন্ত এই প্রসঙ্গে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জমি সংক্রান্ত কিছু জটিলতা ও বসবাসকারী সংস্থার সঙ্গে জটিলতা রয়েছে, যার ফলে জমি হস্তান্তর সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে ভবিষ্যতে গোটা পার্পল লাইন প্রকল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কারণ খিদিরপুর স্টেশন শুধু একটি স্টেশন নয়, এটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে এই জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো প্রকল্পের শিলান্যাস হয়। তখন থেকেই ধাপে ধাপে কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রাথমিকভাবে জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত অংশ উদ্বোধন হয় ২০২২ সালের শেষে। এরপর তারাতলা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত নির্মাণের কাজ জোরকদমে শুরু হলেও খিদিরপুরে এসে তা থমকে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, বহু বছর ধরেই তাঁরা শুনে আসছেন খিদিরপুরে মেট্রো আসবে। কিন্তু এখন তাঁরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কোনও কাজ দেখা যাচ্ছে না। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, যখন মেট্রোর অন্যান্য অংশে দ্রুত কাজ হচ্ছে, তখন খিদিরপুর কেন পিছিয়ে থাকছে? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দ্বন্দ্ব এই প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে কেন্দ্র চাইছে দ্রুত কাজ শেষ করতে, অন্যদিকে রাজ্য সরকার জমি সংক্রান্ত জটিলতার যুক্তি তুলে সময় ক্ষেপণ করছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের এক আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, 'আমরা বারবার রাজ্য প্রশাসনকে জানিয়েছি, খিদিরপুর স্টেশনের জন্য যত দ্রুত জমি পাওয়া যাবে, তত দ্রুত নির্মাণকাজ শুরু করা যাবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া নেই।' এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে; যাত্রীদের স্বার্থে কি কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ ভুলে গিয়ে যৌথভাবে সমাধানের পথে এগোনো হবে না? না কি রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির ফাঁদে আরও একবার পিছিয়ে পড়বে কলকাতার শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনা? সমস্যা যতই জটিল হোক না কেন, শহরের বাসিন্দারা চাইছেন বাস্তবিক উন্নয়ন। খিদিরপুরের মেট্রো স্টেশন কবে বাস্তব রূপ পাবে, তার উত্তর এখনও অধরা। শুধু ফাইলচালাচালি আর বৈঠকের চক্রে ঘুরছে শহরের স্বপ্ন।

২১ শে জুলাই এর সমাবেশের প্রস্তুতি সভায় তৃণমূলে যোগদান বসিরহাটে

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাস, বসিরহাটঃ শনিবার, বসিরহাট রবীন্দ্রভবনে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ২১ সে জুলাইয়ের সমাবেশের এক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। বসিরহাটের বিভিন্ন বিধানসভার বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব, কর্মী সমর্থকরা। এই প্রস্তুতি সভায় বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বি.জে.পি., আই.এস.এফ., সি.পি.এম. সহ বিরোধী দল থেকে কর্মী সমর্থক যোগ দেন তৃণমূলে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম।

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে দেবকে নিশানা শীতলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ফের চড়ছে। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ দপ্তর থেকে ফের চিঠি আসার পরও দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এই আবহেই তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী তথা দেবের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। দেবকে উদ্দেশ্য করে তাঁর তীব্র প্রশ্ন, তিনি কি আদৌ নেতা, নাকি শুধুই অভিনেতা?দ এই মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে ফের নতুন উত্তাপ তৈরি করেছে। দেব দীর্ঘদিন ধরে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানকে ঘিরে সক্রিয় থেকেছেন, এবং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে সংসদে বারবার এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবিতে সরব হয়েছেন। কিন্তু শীতল কপাটের অভিযোগ, দেব কেবল ক্যামেরার সামনে আবেগপ্রবণ বক্তব্য রাখেন, বাস্তবে কোনও প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক উদ্যোগ নেই তাঁর। ঘাটাল এবং সংলগ্ন এলাকায় বর্ষার সময় জলবন্দি পরিস্থিতি রীতিমতো নিয়মিত চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য বহুদিন ধরে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা, প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিরা। ১৯৭৭ সালে এই মাস্টারপ্ল্যান প্রথম তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ দপ্তর থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে তার বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রকল্প কার্যকর হয়নি। এই অবস্থায় ফের সম্প্রতি ঘাটালের জলযন্ত্রণা নিয়ে একটি আবেগঘন ভিডিও প্রকাশ করেন দেব। যেখানে তিনি বলেন, 'আমরা ৫০ বছর ধরে প্রতিশ্রুতি পাচ্ছি, কাজ হচ্ছে না। কতদিন এভাবে চলবে?' এই ভিডিও দেখে অনেকে আবেগাপ্লুত হন এবং বিপুল প্রশংসা পায়। অনেকেই এটিকে একজন সাংসদের দায়বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ বলে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু শীতল কপাটের দাবি, এইসব কথায় কোনও বাস্তব কাজ নেই। তাঁর কথায়, 'ঘাটালবাসী বর্ষায় ডুবে থাকে, আর আমাদের সাংসদ শুধু ক্যামেরার সামনে কাঁদেন। সমস্যা হয়ে ওনার কী কাজ? তিনি কি শুধু আবেগ দেখিয়ে দায় এড়াতে চান?' শীতল আরও বলেন, সাংসদ হিসেবে ওনার কি কোনও দায়িত্ব নেই কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলার? উনি কী উদ্যোগ নিয়েছেন এই প্রকল্প বাস্তবায়নে? দিল্লিতে গিয়ে কি কখনও জলসম্পদ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেছেন? শুধু ভিডিও পোস্ট করে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করলে চলবে না।এইসব কথা বলে ঘাটালের মানুষকে আর ঠকানো যাবে না।দ এই প্রসঙ্গে তৃণমূল শিবির যদিও পাল্টা কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি এখনও। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শীতল কপাটের এই মন্তব্য ঘাটাল প্রসঙ্গে আবারও রাজনৈতিক সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ দেব শুধুমাত্র জনপ্রিয় অভিনেতা নন, রাজনীতির ময়দানেও ঘাটালবাসীর 'লোকের সাংসদ' হিসেবে পরিচিত। তাঁর জনপ্রিয়তা অনেকাংশে তাঁর সাংসদীয় কাজে নয়, বরং মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংস্কৃতি জগতের পরিচিতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তবে রাজনীতি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে বিজেপি ঘাটালে দেবের জনপ্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাইছে। শীতল কপাট নিজেও ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক হওয়ায়, নিজের রাজনৈতিক অবস্থান আরও মজবুত করতেই তিনি দেবের বিরুদ্ধে এই সুর চড়াচ্ছেন। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের টানাপোড়েন চলছেই। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একাধিকবার রাজ্য সরকারকে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু বাজেট, বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জটিলতা এবং কেন্দ্র-রাজ্য দ্বন্দ্বের কারণে কাজ এগোয়নি। জলবন্দি পরিস্থিতিতে প্রতি বছর ঘাটালের মানুষ ক্ষতির মুখে পড়েন। রাস্তাঘাট ডুবে যায়, চাষের জমি জলমগ্ন হয়, নৌকা চলার দৃশ্য, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকা, সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ;সবকিছু মিলে ঘাটালের চিত্র যেন এক দুর্যোগপূর্ণ। দেবের ভিডিও-বার্তা কিংবা শীতল কপাটের রাজনৈতিক আক্রমণ;দুটিই হয়তো জনস্তুতি আকর্ষণ করে, কিন্তু বাস্তব সমস্যার সমাধান এখনও অধরা। জলযন্ত্রণার কোনও সুরাহা হয়নি আজও। রাজনীতি, দোষারোপ আর আবেগের ঘাটে পড়েই প্রকৃত সমাধান বারবার অধরা থেকে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ঘাটালবাসীর একটাই প্রশ্ন; কে করবেন এই প্রকল্পের কাজ? রাজনৈতিক দলগুলি আর কতকাল দোষারোপের রাজনীতি খেলবে? আর কত বছর ধরে তাঁরা বর্ষায় জলের তলায় তলিয়ে থাকবেন? সমস্যা যত পুরনো, তার সমাধানও তত জরুরি। শুধু বক্তব্য বা ভিডিও নয়, বাস্তব পদক্ষেপই প্রমাণ দিতে হবে; কে আসল নেতা, আর কে কেবল ক্যামেরার চরিত্র।

বাঁকুড়ার মদনমোহনপুর প্রাথমিকে যোগ দিবস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক ২১ শে জুন শনিবার বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব যোগ দিবস পালন করা হয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা স্লোগান তোলে- যদি সব করা হয় যোগ, তবে দূর হয় সব রোগ।এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ফিরে আসে। বিদ্যালয়ের ছাত্র -ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা সুন্দরভাবে যোগ ব্যায়াম প্রদর্শন করে। এতে অভিভাবকরাও খুব খুশি হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় বিশ্ব যোগ দিবস পালন সম্পর্কে জানান যে, ২০১৪ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দেওয়ার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একুশে জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব দেন। সেই ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৫ সালের ২১ শে জুন সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়।২০২৫ সালের বিশ্ব যোগ দিবসের থিম হল-এক পৃথিবী-এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ। এই অনুষ্ঠানে যোগ ব্যায়াম অনুশীলনের উপকারিতা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বিশ্ব যোগ দিবসে মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাইল্ড ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের কণ্ঠে শোনা গেল-

আমরা করবো যোগ
আমরা রুখবো কঠিন রোগ।।

কলেজের অফিস রুম উদ্বোধনে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুরঃ উন্নয়নের ধারা থেমে নেই। বোলপুর কলেজে বৃহৎ আকারে অফিস রুমের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। মন্ত্রী তথা বোলপুর কলেজের প্রেসিডেন্ট জানান, আগে ছাত্র-ছাত্রীদের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ করতে অসুবিধা হতো। সে কথা মাথায় রেখে বড় আকারের অফিস রুম করা হলো। এবার থেকে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন রুমে ঘুরতে হবে না। এক ছাতার তলায় সমস্ত কাজ অনলাইনে হবে। বর্তমানে চারটে কাউন্টার করা হয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য ছটি কাউন্টারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ওখানে হেডক্লার্কের টেবিল থাকবে। যেকোনো সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে। ছাত্রীদের কোন অসুবিধা হবে না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করার কথা বলেন। সেই মোতাবেক টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে বোলপুর কলেজের বিভিন্ন রকম উন্নয়ন হয়ে চলেছে। বোলপুর কলেজের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উদযাপন চলছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এছাড়াও স্থানীয় মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিবিএ কোর্স চালু করা হচ্ছে। বর্তমানে কলেজের স্টাফ কম আছে। তাই এই কোর্সটি প্রাইভেটে চালু করা হচ্ছে আমরা মুখ্যমন্ত্রী কে জানিয়েছি। স্টাফ বাড়ানোর অনুরোধ করেছি। বোলপুর কলেজের প্রিন্সিপাল জানান, আজকে কলেজের অফিস রুমের উদ্বোধন করেন আমাদের প্রেসিডেন্ট তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।

জলপ্রকল্পে গতি! সাংবাদিক বৈঠকে শিলিগুড়ির মেয়র

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমে শনিবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করেন শহরের মেয়র গৌতম দেব। আলোচনার মূল বিষয় ছিল অম্রুত ২.০ প্রকল্পের আওতায় শিলিগুড়িতে জল সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ। পুরনিগমের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য স্তরের একাধিক আধিকারিক। কলকাতা থেকে আগত অম্রুত ২.০ প্রকল্পের স্টেট মিশন ডিরেক্টর বৈদি নারায়ন কর, অ্যাডিশনাল এসএমডি রনজয় চক্রবর্তী, চিফ ইঞ্জিনিয়ার পার্থ প্রতিম কর সহ অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকরা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। মেয়র গৌতম দেব জানান, তশহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থঞ্জার পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অম্রুত ২.০-এর অধীনে যে পরিকল্পনাগুলি নেওয়া হয়েছে, তা দ্রুত বাস্তবায়নের পথে রয়েছে।দ তিনি আরও বলেন, তপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, রাজ্য সরকার এবং শিলিগুড়ি পুরনিগম একযোগে কাজ করছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং দ্রুততার সঙ্গে কাজ এগোচ্ছে।দ এই প্রকল্পের মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলসংকট দূর করে স্থায়ী ও আধুনিক পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও বৈঠক ও পর্যবেক্ষণ চলবে, যাতে সময়মতো প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করা যায়। মেয়রের আশ্বাস, 'শিলিগুড়ির নাগরিকদের আর জল নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, উন্নত পরিষেবা নিশ্চিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

এসএসসি প্রার্থীদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত, শুরু পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়া

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ এসএসসি দুর্নীতিকাণ্ডে চাকরি হারানো বা নতুন পদের নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়া একাধিক প্রার্থী তাঁদের পুরনো চাকরিতে ফিরতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের সেই আবেদনকে গুরুত্ব দিয়েই এবার বড় পদক্ষেপ নিল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাদপ্তর। যাঁরা পূর্বে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েও আদালতের নির্দেশে সেই চাকরি হারিয়েছেন বা বদলি হয়ে অন্যত্র গিয়েছেন, আবার পুরনো চাকরিতে ফিরে যেতে চাইছেন, তাঁদের জন্য পুনর্বিবেচনার রাস্তা খুলে দিল সরকার। সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া একাধিক প্রার্থী, যাঁরা পরে চাকরি হারান বা উচ্চ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে চাকরি পাল্টাতে বাধ্য হন, তাঁদের মধ্যে বহুজনই ফের আগের পদের জন্য আবেদন করেছেন। তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে স্কুল শিক্ষা দপ্তর এক বৈঠকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে আবেদনকারীদের বিষয় পুনর্বিবেচনা করা হবে। প্রসঙ্গত, এসএসসি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় বহু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। কেউ কেউ আদালতের নির্দেশে এক পদের বদলে অন্য পদে স্থানান্তরিত হন। এমন অনেকেই আছেন, যাঁদের পছন্দের জায়গা ছিল না বা যাঁরা পূর্বতন কর্মক্ষেত্রে থাকতে চেয়েছিলেন। সেই পরিস্থিতিতেই তাঁরা পুরনো চাকরিতে ফিরে যেতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। এবার তাঁদের সেই ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে সরকার নতুন করে এক ধরনের 'আপসেলিং' বা পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া চালু করছে, যা আইনি ও প্রশাসনিক দিক থেকে ন্যায্যতা বজায় রেখে পরিচালিত হবে। শিক্ষা দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ কর্তা জানান, তাঁরা নিজেদের পুরনো চাকরিতে ফেরার অনুরোধ করেছেন, তাঁদের বিষয় যথাযথ বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে। তবে এটি কোনও সাধারণ বদলির মত নয়। প্রতিটি কেস পৃথকভাবে খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।দ এই পদক্ষেপে স্বস্তি ফিরেছে বহু প্রার্থীর মধ্যে। অনেকেই জানিয়েছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমান পদের কাজের ধরন, অবস্থান অথবা পরিবেশ তাঁদের পক্ষে মানিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। অনেকে আবার পেশাগতভাবে দুর্বলতাও অনুভব করছিলেন নতুন জায়গায়। এই অবস্থায় তাঁদের জন্য পুরনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ একরকম আশার আলো। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, এই সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন প্রশাসনিক সংবেদনশীলতার পরিচয়, তেমনই এটিকে শিক্ষাক্ষেত্রে স্থিতাবস্থার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। কারণ, শিক্ষকতার মত গুরুত্বপূর্ণ পেশায় বারবার পরিবর্তন শিক্ষার মান ও ধারাবাহিকতার ক্ষতি করে। পুরনো অভিজ্ঞতায় যাঁরা দক্ষ ছিলেন, তাঁদের আবার সেই জায়গায় ফিরিয়ে আনা মানে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষেও উপকার হবে। তবে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে করা হবে বলেই জানানো হয়েছে দপ্তরের তরফে। আবেদনকারীদের প্রাসঙ্গিক নথি যাচাই, আদালতের নির্দেশনামা, পদের প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রশাসনিক প্রয়োজন;সব মিলিয়ে সামগ্রিকভাবে খতিয়ে দেখার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছে। বিরোধীরা একে দেরিতে হলেও সঠিক পদক্ষেপ বলে স্বীকার করছে, কেউ বলছে, দীর্ঘদিন আন্দোলন, গণআন্দোলন ও আইনি লড়াইয়ের ফলেই সরকারকে মাথা নোয়াতে হয়েছে। তবে সাধারণ চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ এই সিদ্ধান্তে খুশি। এক প্রাক্তন শিক্ষক বলেন, 'আমার নিজের স্কুলে ফিরে যেতে পারলে আমি আবার নিজের জায়গায় মন দিয়ে কাজ করতে পারব। এটা যেন পুরনো জীবনে ফেরার সুযোগ।' বর্তমানে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নানা ধরনের প্রশ্নচিহ্ন উঠছে, বিশেষত এসএসসি নিয়োগ ও দুর্নীতি সংক্রান্ত ঘটনায়। এর মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত এক আশার বার্তা দিতে পারে, যদি তা বাস্তবায়িত হয় নিরপেক্ষ ও যথাযথ নিয়ম মেনে। সরকারি সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে, দ্রুত এই বিষয়ে একটি গাইডলাইন প্রকাশ করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারীদের বিষয় নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে। যদিও এই প্রক্রিয়ার সফলতা অনেকটাই নির্ভর করবে তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির উপর। যেন এতে নতুন করে কোনও পক্ষপাতিত্ব বা প্রশাসনিক গাফিলতি না ঘটে, সেদিকে কড়া নজর রাখার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষাজগতের বিশিষ্টরা। শেষমেশ, শিক্ষকদের ফের নিজ নিজ স্থান ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা জেগে ওঠায় আপাতত স্বস্তি পেয়েছে এক বড় অংশের প্রার্থী ও তাঁদের পরিবার।

বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী ধামে সবুজ গালিচায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, উলুবেড়িয়া ঃ উলুবেড়িয়ার বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী ধামের উদ্যোগে আজ প্রকৃতির কোলে সবুজ গালিচায় একাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপিত হয়। সবুজ ঘাসের মাঝে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং অভিভাবকরা একত্রিত হয়ে যোগাভ্যাসের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রশান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেন। সকালে প্রার্থনা ও মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ব্রতচারী ধামের প্রধান যোগ প্রশিক্ষক শ্রী বাসুদেব মাইতির নির্দেশনায় অংশগ্রহণকারীরা প্রাণায়াম, সূর্য নমস্কার, ভুজঙ্গাসন, ধনুরাসন এবং ত্রিকোণাসনের মতো যোগাসনের অনুশীলন করেন। শিশুদের জন্য সহজ ও আনন্দদায়ক যোগ ব্যায়ামের আয়োজন করা হয়, যা তাদের মধ্যে উৎসাহ জাগায়। তওঁদ ধ্বনি, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র এবং গায়ত্রী মন্ত্রের সমবেত উচ্চারণ পরিবেশকে আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র করে তোলে। অভিভাবকদের জন্য আয়োজিত বিশেষ প্রাণায়াম সেশন মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়। অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি করে কপি উপহার দেওয়া। এই উদ্যোগ যোগের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক দিকের সমন্বয়কে তুলে ধরে এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গীতার শিক্ষা গ্রহণের প্রতি উৎসাহ জাগায়। ব্রতচারী ধামের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রনজিৎ পাল বলেন, 'যোগ শরীর ও মনের মেলবন্ধন ঘটায়। আমাদের উদ্দেশ্য শিশুদের ছোটবেলা থেকেই যোগের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, যাতে তারা সুস্থ ও সচেতন জীবনযাপন করতে পারে।' জাতীয় যোগ বিচারক শ্রী অমলেন্দু মন্ডল যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'নিয়মিত যোগাভ্যাস নিরোগ ও সুস্থ জীবনের একমাত্র পথ।' অংশগ্রহণকারী অভিভাবক শ্রীমতী মালবিকা মন্ডল জানান, 'আমার ছেলে প্রথমবার যোগ করল এবং খুব উৎসাহী। আমরা এখন বাড়িতেও যোগ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি।' দশ বছরের রাজশ্রী দাস উচ্ছ্বাসে বলে, 'ঘাসের উপর যোগ করতে খুব মজা লাগল। আমি আবার আসব!' পরিবেশবান্ধব যোগ ম্যাট ব্যবহার এবং প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশ বজায় রেখে ব্রতচারী ধামের স্বেচ্ছাসেবীরা অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। স্থানীয় সম্প্রদায় এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী ধামের এই আয়োজন শুধু যোগ দিবসের উদযাপনই নয়, সুস্থ জীবনযাপন ও আধ্যাত্মিক সচেতনতার প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে সমাজে যোগের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়াবে বলে আশা করা যায়।

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইনোভেশন সেন্টারের উদ্যোগে রেডিও ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম

দুরন্তবার্তা, অপরাজিতা ভট্টাচার্য্য, কলকাতা ঃ বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইনোভেশন সেন্টারের উদ্যোগে রেডিও প্রোডাকশনের উপর ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম চলছে ১৫ দিন ধরে। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে এসে কলকাতা দূরদর্শনের প্রাক্তন অডিয়েন্স রিসার্চ অফিসার ডঃ রাজীব কর চৌধুরী রেডিও ও তার শ্রোতা নিয়ে নানান কথা বললেন কি করে শ্রোতা সমীক্ষা করতে হয় তার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ ছাত্র ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন। নিউ আলিপুর কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের বিভাগীও প্রধান এবং ফ্রেন্ডস এফ. এম. এর প্রাক্তন রেডিও জকি ডঃ অমর্ত্য সাহা হাতে কলমে ছাত্র ছাত্রীদের ইংরেজি সংবাদ পাঠের প্রশিক্ষণ দেন। কিভাবে রেডিও জকি হওয়া যায় রেডিও জকিদের কাজ কি ইত্যাদি নানান বিষয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কামরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও রেডিও কলকাতার অনুষ্ঠান প্রযোজক চন্দ্রানী চক্রবর্তী ব্যানার্জি বিভিন্ন ধরণের রেডিও স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনা করেন। কিভাবে স্ক্রিপ্ট রচনা করতে হয় সে সম্পর্কে তিনি ছাত্র ছাত্রীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন। এই প্রসঙ্গে বাংলা উচ্চারণ বিধি ও কণ্ঠস্বর ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ভোলাবেরিয়া এমডি বি.এন. শিক্ষাসদন স্কুলের শিক্ষিকা ও আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠান সঞ্চালিকা চিত্রা মুখোপাধ্যায় সংবাদ পাঠ এবং সঞ্চালনা নিয়ে আলোচনা করেন বিস্তারিত ভাবে। এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে আকাশবাণী কলকাতার বেতার উপস্থাপিকা অম্বালিকা রায় ছাত্র ছাত্রীদের হাতে কলমে রেডিও টক শো-র নানান দিক তুলে ধরেন। রেডিওয় বাংলায় সংবাদপাঠ ও সঞ্চালনার বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন। আকাশবাণী ও কলকাতা দূরদর্শনের উপস্থাপক সৌম্য দেব বন্দ্যোপাধ্যায় রেডিও সাক্ষাৎকার কিভাবে নিতে হয়, কি করে একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে সে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের শেখান। হাতে কলমে রেডিও এডিটিং, প্রোগ্রাম প্রমোশনের প্রশিক্ষণ দেন অর্পিতা সরদার, বেবী সরদার, তনুশ্রী দে, শ্রুতি মজুমদার প্রমুখ।

ছাত্রী আবাসের চাঙর ভেঙে পড়ায় আতঙ্কিত ছাত্রীরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বিডন রো এর, কলকাতা হোস্টেলের ছাত্রী আবাসের ১৭ নম্বর রুমে গতকাল ভোরব সাড়ে পাঁচটা নাগাদ, চাঙর ভেঙে পড়ে। আতঙ্কিত হোটেলের ছাত্রী আবাসিকরা। অভিযোগ দীর্ঘদিন সংস্কার এবং মেরামতির কাজ হয় না হোস্টেলে। এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তবে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ এবং ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও মেলেনি কোন সুরাহা। তারা জানান, সামনে তাদের পরীক্ষা এই ঘটনা ঘটায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তারা। গতকাল ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন এবং জানিয়েছেন এই হোটেল খালি করে দেওয়া উচিত। ছাত্রীরা জানছেন তাদের হোস্টেল থেকে জানানো হয়েছে শহর কলকাতায় কলকাতায় ইউনিভার্সিটি'র অন্য হোস্টেলে তাদের স্থানান্তরিত করে দেওয়া হবে, আগামী সপ্তাহের থেকে পরীক্ষা শুরু আর এই সময়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ায় পড়াশোনার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে বলে মনে করছেন আবাসিকরা।

দিঘার মহাপ্রসাদে রাজনীতি ভুলে একত্রিত আলিপুরদুয়ার, খুশি বিজেপি ও বাম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দলীয় বিভেদ ও রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে একপাশে সরিয়ে রেখে সম্প্রীতির এক নজির গড়ল আলিপুরদুয়ার জেলা। শাসক দলের উদ্যোগে দিঘার পূণ্যভূমি থেকে আনা মহাপ্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানে শামিল হলেন শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরাই নন, হাজির ছিলেন বিজেপি ও বাম শিবিরের নেতাকর্মীরাও। সবাই মিলে ভাগ করে নিলেন মহাপ্রসাদের স্বাদ, আর তার সঙ্গে দেখা গেল এক অনন্য সামাজিক সমন্বয়ের ছবি। সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশাল মহাযজ্ঞ। সেই যজ্ঞে প্রস্তুত মহাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক উদ্যোগে। আলিপুরদুয়ারে আয়োজিত হয় এক মহাপ্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠান, যেখানে রাজনৈতিক পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে বহু মানুষ এই আধ্যাত্মিক ভোজন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। আয়োজকদের দাবি, দিঘার পূণ্য ভূমিতে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিশেষ বৈদিক পদ্ধতিতে এই প্রসাদ তৈরি হয়েছে, যা স্বয়ং 'ভগবানের আশীর্বাদ' হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই মহাপ্রসাদ বিতরণকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে যে কোনও ধরনের বিতর্ক তৈরি হতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করলেও, বাস্তব চিত্র ছিল একেবারে উল্টো। শাসকদলের কর্মীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপি ও বামপন্থী নেতৃত্বের কিছু মুখও, যাঁরা নিঃসংকোচে প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ্যে প্রশংসাও করেন এমন উদ্যোগের। স্থানীয় এক বিজেপি নেতা জানান, 'আমি এখানে একজন ধর্মবিশ্বাসী নাগরিক হিসেবে এসেছি, রাজনৈতিক পরিচয় এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। ভগবানের প্রসাদ নিতে কোনও দল দেখে আসা যায় না।' বামফ্রন্টের এক কর্মী আবার বলেন, 'আমরা ধর্মের নামে রাজনীতি করি না। তবে সমাজে শান্তি ও ঐক্যের বার্তা দিতে যদি এমন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয়, তাতে কোনও বাধা নেই।' এই ঘটনার পরে তৃণমূল নেতৃত্ব স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত। তাঁদের দাবি, রাজনীতির বাইরেও সামাজিক বন্ধন ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়ানো তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য। জেলা তৃণমূল সভাপতি বলেন, 'এই আয়োজন শুধুমাত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নয়, মানুষের মধ্যে একাত্মতার বোধ জাগানোর প্রয়াস। আমরা চাই সমাজে ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকুক, মতপার্থক্য থাকলেও হৃদয়ের সংযোগ যেন অটুট থাকে।' অনুষ্ঠানে হাজারেরও বেশি মানুষ একত্রে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। থাকল নিরামিষ খাবারের ব্যপ্ত আয়োজন; খিচুড়ি, সবজি, লাড্ডু ও ফলমূল। পরিবেশ ছিল একেবারে মেলার মতো, যেখানে সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক বিভেদ নয়, গুরুত্ব পেয়েছে মিলন ও বিশ্বাসের আবহ। উপস্থিত মানুষদের মুখে সন্তুষ্টির হাসি ছিল স্পষ্ট। এই দৃশ্য সাধারণ মানুষের মধ্যেও সাড়া ফেলে দেয়। অনেকেই বলেন, তআমরা চাই এই ধরণের আয়োজন আরও হোক। রাজনীতি ছাড়াও মানুষ যে একসঙ্গে থাকতে পারে, তা এই অনুষ্ঠানে প্রমাণিত হল। কারও মতে, 'এইভাবে সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা ছড়ালে রাজনীতির কদর্যতা কিছুটা হলেও কমবে।' তবে এই ঘটনাকে শুধুই ধর্মীয় ভাবাবেগে ভাসা বলা ঠিক হবে না। অনেকেই বলছেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যেখানে বিরোধীদের মধ্যে তীব্র সংঘাত, সেখানে এই ধরণের মিলন অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনের পরে যখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক হিংসা ও উত্তেজনার খবর সামনে এসেছে, তখন এমন দৃশ্য নিঃসন্দেহে এক শান্তিপূর্ণ বার্তা বহন করে। রাজনীতির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও, মানুষের মধ্যে মানবিকতা, বিশ্বাস এবং মিলনের বার্তা যে এখনও শক্তিশালীভাবে অবস্থান করছে, আলিপুরদুয়ারের এই ঘটনাই তার উদাহরণ। রাজনৈতিক মত আলাদা হলেও, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক সম্প্রীতির এই দৃশ্য ফের একবার দেখিয়ে দিল, বাংলার মাটিতে সৌহার্দ্য ও মানবিকতার চর্চা এখনো জ্যান্ত। এই আয়োজন শুধুমাত্র একদিনের ঘটনা নয়, বরং এটি ভবিষ্যতে রাজনীতির বাইরেও একটি বৃহত্তর সামাজিক উদ্যোগ হয়ে উঠতে পারে। আজ যখন দেশজুড়ে রাজনৈতিক মেরুকরণের ঢেউ চলছে, তখন এমন এক উদ্যোগ মানুষের মধ্যে এক অন্য বার্তা ছড়িয়ে দেয়; 'ধর্ম, রাজনীতি নয়, একে অপরের প্রতি সম্মান ও সহানুভূতিই হোক প্রকৃত পথ।'

অবৈধ অনুপ্রবেশ, ৩৫ বছর কলকাতায় বসবাস, গ্রেপ্তার বাংলাদেশি নাগরিক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর্দাফাঁস করল কলকাতা পুলিশ। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে অবৈধভাবে কলকাতায় বসবাস করছিলেন এক বাংলাদেশি নাগরিক, যিনি চুপিসারে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছিলেন। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন ওই ব্যক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশ, ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি ও প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও শহরের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ধৃতের নাম আবদুল মজিদ শেখ, বয়স আনুমানিক ৬১ বছর। জানা গিয়েছে, তিনি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার বাসিন্দা। অভিযোগ, তিনি ১৯৮৯ সালে চোরাপথে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন এবং তারপর থেকেই কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় পরিচয় গোপন রেখে বসবাস করতে থাকেন। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে গোপন সূত্রে খবর আসে কলকাতা পুলিশের কাছে। তারপর থেকেই তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে তিনি পরিচয় বদল করে থেকেছেন। কখনও নির্মাণ শ্রমিক, কখনও অটোচালক, কখনও ছোটখাটো ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এই সময়কালে তিনি ভুয়ো ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও রেশন কার্ড তৈরি করেন। এমনকি ভারতীয় নাগরিক সেজে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবাও গ্রহণ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। আবদুল মজিদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হলো;তিনি সরকারি নথিপত্র জালিয়াতি করেছেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, কোনো একটি অসাধু চক্রের সাহায্য নিয়েই তিনি এতদিন ধরে ভুয়ো নথি ব্যবহার করে ভারতের নাগরিক পরিচয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এমনকী তাঁর সন্তানদেরও ভারতীয় নাগরিকত্বের সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন বলেও তদন্তকারীদের দাবি। তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য শহরের বিভিন্ন স্থানে বাস করছেন কি না, সে বিষয়েও অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। গ্রেপ্তারের পরে আবদুল মজিদকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, তিনি নিয়মিতভাবে বাংলাদেশে তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। সীমান্ত অঞ্চলে গিয়ে লোক মারফত চিঠি, টাকা ও জিনিসপত্র পাঠাতেন। যদিও তিনি কখনোই নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করেননি এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নে চতুরতার সঙ্গে এড়িয়ে গেছেন। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরে শহরজুড়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে একজন বিদেশি নাগরিক এত দীর্ঘ সময় ধরে শহরের বুকে থেকে গিয়েছেন, অথচ প্রশাসনের নজরে পড়েননি? বিশেষ করে বর্তমানে যখন সীমান্তপথে চোরাপথে প্রবেশ ও সন্ত্রাসের আশঙ্কা বারবার উঠে আসছে, তখন এই ঘটনা নিঃসন্দেহে বড় বিপদের ইঙ্গিত বলে মনে করছে গোয়েন্দা মহল। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, 'এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুতর। আমরা এখন তাঁর সঙ্গে যুক্ত অন্য কারা রয়েছে, কাদের সাহায্যে এতদিন তিনি এখানে লুকিয়ে ছিলেন, তার খোঁজ করছি। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্যও নেওয়া হবে।' অন্যদিকে এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছেন, সীমান্ত অঞ্চলে ও শহরের মধ্যে এই ধরনের নজরদারির অভাব কি প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি নয়? কেউ কেউ দাবি তুলেছেন, এই ধরণের ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। আপাতত আবদুল মজিদকে কোর্টে পেশ করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট, ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রতারণা সংক্রান্ত ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ তাঁর পরিচয় যাচাই করার পাশাপাশি ভুয়ো নথি তৈরি করার জন্য কারা সাহায্য করেছিল, সে সম্পর্কেও খোঁজখবর শুরু করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কঠোর করা হবে বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। বাসিন্দাদেরও অনুরোধ করা হয়েছে, যদি তাঁদের আশপাশে সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তি বা কার্যকলাপ চোখে পড়ে, তবে তা যেন অবিলম্বে পুলিশকে জানান। এই ঘটনা ফের একবার স্পষ্ট করে দিল যে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করতে হলে শুধু সীমান্তে নজরদারি বাড়ালেই হবে না, শহরের মধ্যেও ততটাই সক্রিয় নজরদারি ও সচেতনতা প্রয়োজন। নাহলে বিদেশি অনুপ্রবেশকারী কিংবা জালিয়াত চক্রদের বিরুদ্ধে লড়াই যে কঠিন হয়ে পড়বে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২০১ সংখ্যা, রবিবার ৭ আষাঢ় ১৪৩২

শীর্ষ সম্মেলনে নেতাদের অদূরদর্শিতা বৈশ্বিক সংকটে ঐক্যের অভাব স্পষ্ট

কানাডায় সদ্যসমাপ্ত জি-৭ সম্মেলন একবার আরও প্রমাণ করে দিল, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতির নেতারা যখন একত্র হন, তখনও বহু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা এক অলীক কল্পনা হয়ে দাঁড়ায়। একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে, যখন গোটা বিশ্ব একের পর এক জটিল সমস্যায় জর্জরিত, তখন এই গোষ্ঠী নেতৃবৃন্দের তরফে বড় কোনও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত না আসা গভীর উদ্বেগের বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক নিরাপত্তা, যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট;প্রতিটা ইস্যুই এই সম্মেলনে আলোচনার তালিকায় থাকলেও, তার সমাধানের লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপের খতিয়ান বড়ই হতাশাজনক। জি-৭ জোট বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশগুলির সমন্বয়ে গঠিত হলেও, তাদের মধ্যে মতবিরোধ এখন এতটাই প্রকট যে, যৌথ বিবৃতিতে একাধিক বিষয়ে দ্ব্যর্থতা ও অস্পষ্টতা স্পষ্ট। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে গাজা সংকট কিংবা জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়ে কোনও সুসংহত কণ্ঠ শোনা যায়নি। বরং প্রতিটি দেশ নিজেদের কূটনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় এতটাই ব্যস্ত যে, একত্রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের প্রয়াসও ছিল না বললেই চলে। বিশ্ব এখন একাধিক দিক থেকে সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ দুই বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখ নো তার কোনো স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান দৃষ্টিগোচর নয়। এই পরিস্থিতিতে জি-৭ নেতারা ইউক্রেনকে আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেও, সেই সহায়তা কীভাবে কার্যকর হবে বা তার ফলাফল কী হতে পারে; তা নিয়ে

নিশ্চয়তা নেই। ৫০ বিলিয়ন ডলারের 'ফ্রোজেন রাশিয়ান অ্যাসেট' থেকে সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা শুনতে যতটা দৃষ্টিনন্দন, বাস্তবায়নে ততটাই জটিল। এই ধরনের প্রতিশ্রুতি যুদ্ধ থামাতে পারবে না, বরং দীর্ঘমেয়াদে এই অঞ্চলে আরও অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে। একইভাবে, গাজার যুদ্ধাবস্থা নিয়েও নেতারা কোনও সুস্পষ্ট অবস্থান নিতে পারেননি। যুদ্ধবিরতি বা দুটি রাষ্ট্রের সমাধানের পক্ষে মৌখিক সমর্থন জানানো হয়েছে, তবে সেই সমর্থনের সঙ্গে কোনও রূপরেখা জুড়ে দেওয়া হয়নি। একদিকে ইজরায়েলের প্রতি সমর্থনের ঝোঁক, অপরদিকে ফিলিস্তিনের মানবিক পরিস্থিতি;এই দুইয়ের টানাপোড়েনে পড়ে জি-৭ নেতারা নিজেরাই দ্বিধান্বিত। ফলে, ফিলিস্তিনি জনগণের বাস্তব চাহিদা বা শান্তির দাবি আজও কূটনীতির আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের মতো জ্বলন্ত বিষয়েও কোনও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে একের পর এক দুর্যোগ ঘটছে, কিন্তু তার প্রতিরোধে যে ধরনের ত্বরিত পদক্ষেপ দরকার ছিল, তা নেওয়ার বদলে জি-৭ দেশগুলি আরও ২০৩৫ সালের লক্ষ্যমাত্রার কথা বলছে। উন্নত বিশ্ব আজও তাদের ঐতিহাসিক দায় স্বীকার করে এগিয়ে আসছে না। নবায়নযোগ্য শক্তির উপর নির্ভরতা বাড়ানোর ঘোষণা যতটা আশাব্যঞ্জক, তার বাস্তব পরিকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে নেতাদের অনীহা পরিলক্ষিত। এই বৈশ্বিক নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতা শুধু নীতি নির্ধারণেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এদের রাজনৈতিক সংকীর্ণতাকেও নগ্ন করে দিয়েছে। প্রত্যেক দেশ এখন নিজেদের ঘরোয়া রাজনীতির কথা মাথায় রেখেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভূমিকা নিচ্ছে। ফলে কোনও সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য বা কানাডা; প্রতিটি দেশেই ঘরোয়া রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আগামী নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে তাই ইউক্রেনকে আরও সমর্থন জানাতে আগ্রহী, আবার চীনের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেওয়ার চেষ্টাও করছেন। অথচ এইসব সিদ্ধান্তের পেছনে আদৌ কোনও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল আছে কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন থেকে যায়। এখানে সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, এই সম্মেলনের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে শূন্যতা তৈরি হচ্ছে, তা আরও ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলির উত্থানকে উসকে দিচ্ছে। যখন নেতারা নিজেদের স্বার্থেই একতাবদ্ধ হতে ব্যর্থ হন, তখন গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ, বাণিজ্য যুদ্ধ কিংবা রাজনৈতিক হিংসা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। বিশ্ব যখন একটি সুসংহত নেতৃত্বের অপেক্ষায়, তখন এই নেতারা একে অপরের বিরোধিতায় ব্যস্ত। এ যেন এক বেহাল অর্কেস্ট্রার মতো;যেখ ানে প্রত্যেকে বাজাচ্ছে নিজেদের সুরে, অথচ সঙ্গীত রচনার সামগি ্রক চিত্রটাই অনুপস্থিত। এবারের সম্মেলন থেকে একাধিক সংকেত স্পষ্ট হয়েছে। প্রথমত, জি-৭ জোট আর আগের মতো অভিন্ন অবস্থান নিতে সক্ষম নয়। দ্বিতীয়ত, এদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বড় অভাব রয়েছে। এবং তৃতীয়ত, বৈশ্বিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি নীতিহীনতা এবং দিশাহীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্ত রণের একমাত্র উপায় হল, শক্তিশালী কৌশলগত নেতৃত্ব এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সংহতির বার্তা। এই সম্মেলন আরও একবার প্রমাণ করে দিল যে, শুধুমাত্র মুখের ভাষণে বা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিতে সমস্যা সমাধান হয় না। প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কার্যকর উদ্যোগ এবং সর্বোপরি একটি মানবিক মানসিকতা। যেসব দেশ নিজেদের উন্নত, শক্তিশালী এবং দায়িত্বশীল বলে দাবি করে, তাদেরই যদি এত বড় সংকটেও একজোট হয়ে কাজ করতে না দেখা যায়, তাহলে ভবিষ্যতের পৃথিবী কোন পথে এগোবে তা নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যায়। এই বাস্তবতায় বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের কাছে এটাই প্রশ্ন; এই নেতাদের সম্মেলন যদি সমস্যার মূলে হাত দিতে না পারে, যদি তারা কেবল রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তাহলে আসলে এই শীর্ষ বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? বিশ্ব আজ নতুন নেতৃত্ব, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন সংহতির সন্ধান করছে। এ যুগের চাহিদা সেই সাহসী নেতৃত্বের, যারা কেবল কথায় নয়, কাজে দেখাতে পারে; কীভাবে বিশ্বকে এক সুস্থ, নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। আফসোস, জি-৭ সম্মেলনের পর সেই নেতৃত্বের অভাব আরও প্রকট হল।

সংগীত শুধু শিল্প নয়, মানবিক সংহতির সেতুবন্ধন

বিশ্ব সংগীত দিবস বা 'ফেট দে লা মিউজিক' আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সংগীত কেবলমাত্র বিনোদন নয়, এটি সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান, যা যুগে যুগে মানুষের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের অন্যতম ভাষা হয়ে উঠেছে। ১৯৮২ সালে ফ্রান্স থেকে শুরু হওয়া এই আন্তর্জাতিক উদ্যোগ আজ বিশ্বের অসংখ্য দেশে পালিত হয়, যেখানে পেশাদার শিল্পী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও সংগীতের মাধ্যমে নিজেদের অনুভূতি ভাগ করে নেন। কিন্তু আজকের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই দিবস শুধু উৎসবের আয়োজন নয়;বরং মানবিক সংহতি, আন্তঃসাংস্কৃতিক বন্ধন, সামাজিক মানসিকতা এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধের এক বিকল্প ভাষাও বটে। সংগীত এমন এক অভিব্যক্তি, যা কোনও নির্দিষ্ট ভাষা বা সংস্কৃতির গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। যখন একজন জার্মান পিয়ানোবাদক, এক ভারতীয় সারেঙ্গি বাদক এবং এক মালির কোরা শিল্পী একই মঞ্চে একত্রে সংগীত সৃষ্টি করেন, তখন সেটি কেবল সুরের নয়;মানবিক অনুভূতির এক মিলিত বিস্তার। আজকের সমাজে, যেখানে জাতি, ধর্ম, ভাষা, ভূগোল নানা ভেদরেখা তৈরি করছে, সেখানে সংগীত একমাত্র যা বিভেদের প্রাচীর ভেঙে সংযোগের পথ দেখায়। বলা হয়, ভাষা যদি মানুষকে যুক্ত করে, সংগীত তখন আত্মা ছুঁয়ে দেয়। বিশেষ করে দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সামাজিক সংকটের সময় সংগীত মানুষের আত্ম প্রকাশ হয়ে ওঠে। যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে শান্তির গান, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী র‍্যাপ, অথবা বৈষম্যের বিরুদ্ধে ফোক গান;সংগীত সর্বদাই মুক্তির ভাষা হয়ে থেকেছে। বিশ্ব সংগীত দিবসের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য এখানেই যে, এটি 'জনগণের সংগীত'; উন্মুক্ত মঞ্চে, উন্মুক্ত শ্রোতার জন্য। সংগীত তখন আর কেবল মঞ্চ বা অডিটোরিয়ামের চার দেয়ালে আটকে থাকে না, বরং গলি, পার্ক, রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও বিভেদ থাকে না, শ্রোতা হয়ে ওঠেন অংশীদার। এই উন্মুক্ততা, এই পরস্পর সংলাপই আজকের সমাজে খুব জরুরি। আজ যখন মানুষ প্রযুক্তির জালে আটকে ক্রমে একাকিত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে, তখন সংগীত তাকে আবার জনসমক্ষে নিয়ে আসে। পথসঙ্গীত, কমিউনিটি কনসার্ট, মেট্রো স্টেশনে গান গাওয়া, ফ্ল্যাশ মব পারফরম্যান্স;এসব শুধু মনোরঞ্জন নয়, এগুলো সামাজিক সমাগমের নতুন মাধ্যম। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে সংগীত শুধু বিনোদন নয়, পরিচয় নির্মাণের একটি প্রক্রিয়া। তাঁরা সংগীতের মাধ্যমে নিজেদের মতামত, মানসিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক অবস্থান প্রকাশ করেন। TikTok বা YouTube-এর যুগে সংগীত এখন সামাজিক সংলাপেরও অংশ। বিশ্ব ইতিহাসে বহু সময়েই সংগীত প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়েছে। আমেরিকায় নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সময় 'We Shall Overcome', দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ বিরোধী গান, বা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গণসংগীত; এসব কেবল আন্দোলনের সুর ছিল না, বরং আত্মবিশ্বাস ও ঐক্যের শক্তিও ছিল। সংগীত প্রতিবাদের ভাষাকে সহজ করে তোলে, স্পষ্ট করে তোলে, এবং বহু মানুষের মনে একসঙ্গে প্রবেশ করার পথ তৈরি করে। ভারতের সমকালীন সমাজেও গান প্রতিবাদে, প্রতিরোধে ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষক আন্দোলন হোক বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ;কবিতার পাশাপাশি গানও ছিল এক বিকল্প যুদ্ধ। এই সংগীত শুধু সাহস যোগায় না, আন্দোলনের ভাষা ও আবেগকে ধারালো করে তোলে। সংগীত আজকের দিনে শুধু সামাজিক বা রাজনৈতিক মাধ্যম নয়, এটি মননের গভীর পর্যায়েও কাজ করে। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বহু আগে থেকেই জানেন, সংগীত মানুষের মনকে শান্ত করতে পারে, উদ্বেগ কমাতে পারে এবং ট্রমা থেকে মুক্তি দিতেও সহায়ক হতে পারে। তাই সংগীত থেরাপি এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা শাখা। করোনা মহামারির সময় এই বাস্তবতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। বিশ্বজুড়ে মানুষ যখন গৃহবন্দি, আতঙ্কিত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, তখন বিভিন্ন দেশে বারান্দায় গান গেয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা, অনলাইন কনসার্টে অংশগ্রহণ;এসব কিছু এক অন্যরকম সামাজিক চিকিৎসা হয়ে উঠেছিল। বিশেষত প্রবীণ নাগরিক, একাকী বাসিন্দা ও শিশুদের জন্য সংগীত ছিল এক মানসিক আশ্র য়। গবেষণায় দেখা গেছে, সংগীত স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, মনঃসংযোগ বাড়ায় এবং শারীরিক অবসাদ কমায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, সংগীত শুধু অভিজাত শিল্পচর্চা নয়; এটি একটি জরুরি সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবা। তবে সংগীতের এই বিপুল সম্ভাবনার মধ্যেও রয়েছে প্রবেশাধিকারের সংকট। ভারতের মতো দেশে সংগীত শিক্ষা এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শহরকেন্দ্রিক এবং মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গ্রামীণ ও প্রান্তিক শিশুদের জন্য সংগীত শিক্ষার সুযোগ সীমিত, অবকাঠামো দুর্বল এবং প্রশিক্ষকের অভাব প্রকট। সরকারি স্কুলগুলিতে সংগীত শিক্ষাকে বরাদ্দ বাজেট ও সময় দুই-ই কম। এই অব্যবস্থা একটি বড় সামাজিক বৈষম্য তৈরি করে, যেখানে কিছু শ্রেণির হাতে সংগীত থাকে একচেটিয়া, আর অন্যদের কাছে তা পৌঁছায় না। অথচ, এই সৃজনশীল চর্চাই হতে পারে শিক্ষার বিকল্প পথ, যা শিশুর মনের বিকাশে অপরিহার্য। বিশ্ব সংগীত দিবস তাই শুধু উৎসব নয়, এই প্রবেশাধিকারের দাবিও তুলে ধরে। সংগীত সবার অধিকার, শুধু প্রতিভার নয়; প্রতিটি মানুষের আবেগ ও অস্তিত্বের অভিব্যক্তি হিসেবেই এর গুরুত্ব থাকা উচিত। ডিজিটাল যুগ সংগীতকে যেমন ছড়িয়ে দিয়েছে, তেমনই অনেক প্রশ্নও তুলেছে। স্ট্রিমিং অ্যাপ, AI জেনারেটেড মিউজিক, অ্যালগরিদম-নির্ভর জনপ্রিয়তা; এইসব নিয়ে আজ শিল্পীদের মধ্যে দ্বিধা ও দোটানা কাজ করছে। শিল্প ও বাজারের সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। একটি গান কতটা হৃদয় থেকে আসছে আর কতটা মার্কেটিং-এর ফল, তা বোঝা কঠিন। তবু, এই প্রযুক্তিই আবার বহু নতুন শিল্পীকে সুযোগ দিয়েছে, যারা মূলধারায় স্থান পেতেন না। সোশ্যাল মিডিয়া, লোকসংগীত, রিজিওনাল ফিউশন আজ সংগীতকে এক নতুন বৈচিত্র্যে পৌঁছে দিয়েছে। তাই প্রযুক্তিকে পুরোপুরি বিরোধিতা না করে, তাকে মানবিক শিল্পচর্চার সহায়ক করে তোলাই এখন সময়ের দাবি। সংগীত আমাদের জীবনের রক্তস্রোতের মতো। এটি শুধু এক ধরনের শিল্প নয়; মানবিকতার প্রকাশ, সমাজের দর্পণ এবং ভবিষ্যতের আশার বার্তা। বিশ্ব সংগীত দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, এই শিল্পচর্চা একা বা নির্জন নয়; এটি সমবেত অভিজ্ঞতা, যা মানুষকে সংযুক্ত করে, জাগ্রত করে এবং মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আজকের দুনিয়ায়, যেখানে যুদ্ধ, বিদ্বেষ, বিভাজন ও নির্জনতার ছায়া ঘন হচ্ছে, সংগীত যেন সেই আলো, যা আবার মানুষের পাশে দাঁড়াতে শেখায়। এই সংগীতের ভাষা যেন প্রতিটি শিশুর কাছে পৌঁছয়, প্রতিটি শ্রমিকের দিন শেষে আশ্রয় হয়ে ওঠে, এবং প্রতিটি মানুষ বুঝতে শেখে;আমরা আলাদা হলেও, সুরের বাঁধনে বাঁধা পড়ে এক হয়ে যাই।

গন্ডার সংরক্ষণের উদ্যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দুধওয়া জাতীয় উদ্যানে আরও দুটি গন্ডার পুনর্বাসন অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। ১.৫ কোটি টাকার বাজেটের এই উদ্যোগটি দীর্ঘমেয়াদী আবাসস্থল এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে গন্ডার এবং অন্যান্য বিপন্ন প্রজাতির সুরক্ষা প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং সম্প্রদায়ের সচেতনতা। তহবিলের একটি অংশ সম্প্রদায়ের সচেতনতার জন্য ব্যয় করা হবে, যা প্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় জনসংখ্যার গুরুত্ব তুলে ধরে। এর মধ্যে সংরক্ষণ দক্ষতা উন্নত করার জন্য ওষুধ এবং পর্যবেক্ষণ সরঞ্জামের মতো গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ ক্রয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। দুধওয়া জাতীয় উদ্যানের উপ-পরিচালক এই উদ্যোগের লক্ষ্যগুলি তুলে ধরেন। যার মধ্যে রয়েছে গন্ডার এবং অন্যান্য বিপন্ন প্রাণীর জন্য টেকসই পরিবেশ তৈরি করা, চোরাশিকার পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধি করা এবং সম্প্রদায়ের মিথস্ক্রিয়াকে উৎসাহিত করা।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

—ঃ চরিত্র ঃ—

তা'রা হাম্বড়াই-পুষ্ট অহং-এর মালিক, আত্মশ্লাঘী; কুৎসিত চরিত্র দেখতে পাওয়া যায় এটা প্রায়ই। হামবড়ায়ী মূর্খতার আসনে অধিষ্ঠিত। যা'রা অন্যায্য নেওয়ায় অভ্যস্ত, কাজে কসুরই যা'দের স্বার্থ, সহজ চলনাই যা'দের অপচয়ী, তা'দের কৃতজ্ঞ অবদান তো নাই-ই, কুচর্চ্চারত হ'য়ে অকৃতজ্ঞ আচ্ছাদনে দাতাকে কলঙ্কিত করারই ধাত পেয়ে বসে তাদের; নিজের অন্যায্য-গ্রহণকে ঢাকতে ফন্দিবাজির কোন কসুরই করে না; এই সাংঘাতিক চরিত্র থেকে সাবধান হও, নচেৎ অকারণ-বেদনা পাবে পুরস্কার। ধৃষ্ট যা'র স্বভাব, দাম্ভিক যা'র চিন্তা-চলন, স্বার্থপ্রত্যাশারহিত, কুভাবই তার সাধ্য। ইষ্টার্থপূরণী জনমঙ্গল-প্রচেষ্টদিগকে যা'রা শাস্তিতে অভিহত করে- বর্ব্বর তা'রা, সংশোধক নয়; লোকদূষক। যা'দের পেছটানের কৈফিয়ৎ এগিয়ে যাওয়াকে অবজ্ঞা করে।

তাপপ্রবাহে শ্রমজীবীদের জীবন-সংগ্রাম নীতিগত উদাসীনতা কি সহনীয় সীমা ছাড়াচ্ছে?

ভারতের গ্রীষ্মকাল এখন শুধুমাত্র একটি ঋতু নয়, বরং একটি ভয়াবহ বাস্তবতা। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, তীব্র তাপপ্রবাহ ও উষ্ণতায় মৃত্যুর পরিসংখ্যান এই বাস্তবতাকে আরও জটিল করে তুলেছে। অথচ, সবচেয়ে বেশি

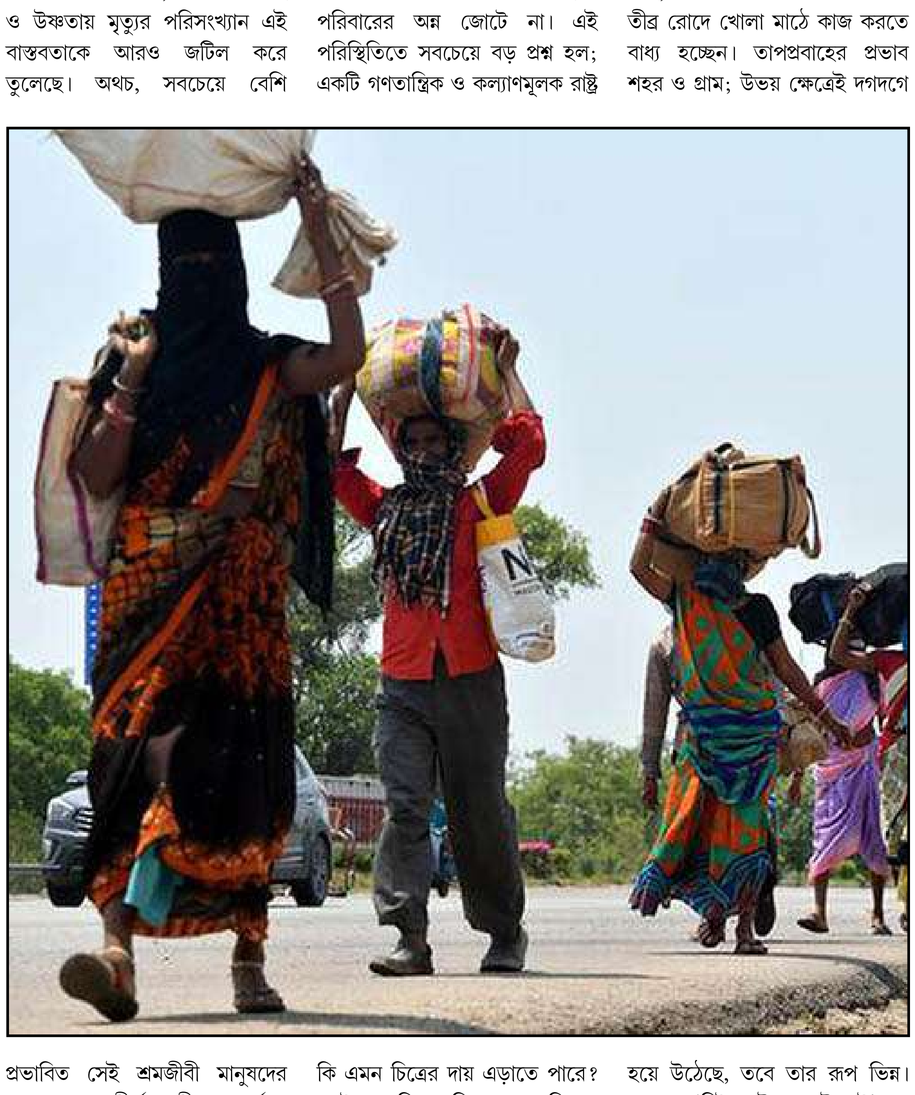

প্রভাবিত সেই শ্রমজীবী মানুষদের জন্য কোনও দীর্ঘমেয়াদী ও কার্যকর রাষ্ট্রীয় নীতি আজও দেখা যাচ্ছে না। নির্মাণ শ্রমিক, কৃষক, রাস্তার হকার, ডেলিভারি কর্মী, নিরাপত্ত ারক্ষী কিংবা পরিচ্ছন্নতাকর্মী; যাঁরা সরাসরি খোলা আকাশের নিচে কাজ করেন, তাপপ্রবাহের সবচেয়ে মারাত্ম ত্মক অভিঘাত তাঁদেরই উপর। এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের নীতিগত ঔদাসীন্য, অব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক অনুশীলনের অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাপপ্রবাহ আজ এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে উঠেছে যা প্রতিনিয়ত প্রাণ নিচ্ছে, অথচ এর জন্য কোনও বিশেষিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দৃশ্যমান নয়। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর বারবার সতর্কতা জারি করলেও অধিকাংশ রাজ্য বা পৌরসভা তাতে সাড়া দিতে ব্যর্থ। বিশেষত অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করা শ্রমিকরা কোনও ধরনের নিরাপত্তা বা সহায়তা পান না। তাঁদের জন্য নেই কোনও ছুটির বিধান, নেই কর্মঘণ্টা পুনর্বিন্যাসের নির্দেশ, এমনকি নেই তাপপ্রতিরোধী সুরক্ষা ব্যবস্থা। তবুও তাঁরা প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজে নামেন, কারণ দিনান্তে উপার্জন না হলে পরিবারের অন্ন জোটে না। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল; একটি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কি এমন চিত্রের দায় এড়াতে পারে? রাষ্ট্রের ভূমিকা কি শুধু পরিসংখ্যান সংগ্রহে সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি বাস্তবিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে? ভারতে এখনো পর্যন্ত কোনও কেন্দ্রীয় 'হিট অ্যাকশন প্ল্যান' আইনত বাধ্যতামূলক নয়। কিছু রাজ্য যেমন গুজরাট বা মহারাষ্ট্র নিজস্বভাবে কিছু পরিকল্পনা চালু করলেও তা সর্বজনীন নয় এবং তার বাস্তবায়নে রয়েছে বিপুল ফাঁকফোকর। যেমন, কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পেরুলে কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ নেই, নেই জলের নিশ্চয়তা, ছায়ার ব্যবস্থা কিংবা প্রাথমিক চিকিৎসার প্রোটোকল। ফলে, প্রতিদিন শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ অসুস্থ হচ্ছেন, অনেকে মারা যাচ্ছেন, অথচ সেই মৃত্যুর কোনও যথার্থ রেকর্ডও রাখা হয় না। ভারতের শ্রম আইনে এখনো পর্যন্ত তাপপ্রবাহ বা জলবায়ু-প্রভাবিত স্বাস্থ্যবিপদ নিয়ে কোনও স্পষ্ট ধারাবিধান নেই। অথচ বাস্তবে এটি একটি শ্রমিকস্বাস্থ্য সংকট। জাতীয় কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পের মতো কর্মসূচিতে কর্মঘণ্টা পরিবর্তনের কোনও নির্দেশিকা নেই, যার ফলে গ্রামীণ শ্রমিকরাও তীব্র রোদে খোলা মাঠে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাপপ্রবাহের প্রভাব শহর ও গ্রাম; উভয় ক্ষেত্রেই দগদগে হয়ে উঠেছে, তবে তার রূপ ভিন্ন। শহরের 'হিট আইল্যান্ড ইফেক্ট'-এর ফলে উচ্চমাত্রার উষ্ণতা সৃষ্টি হয়, যা কংক্রিট, এসফল্ট ও ঘনবসতির ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি গরম করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে শহরের রিকশাচালক, ডেলিভারি বয়, হকার, নির্মাণ শ্রমিকদের জীবন অতিষ্ঠ। শহরগুলিতে কিছু কিছু অফিস ও সংস্থা কর্মীদের 'হোম অফিস' বা বিকল্প সময়ের সুযোগ দিলেও, শ্রমজীবীদের জন্য তেমন কোনো সুযোগ নেই। অন্যদিকে, গ্রামীণ এলাকায় কৃষিকাজে জড়িত মানুষেরা অত্যন্ত সংকটে। সকাল থেকে শুরু করে বিকেল অবধি মাঠে কাজ করতে গিয়ে তাঁরা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন। অধিকন্তু, গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসা সুবিধা এতই সীমিত যে, তাপঘাত বা হিটস্ট্রোকের প্রাথমিক চিকিৎসাও সময়মতো পাওয়া যায় না। তাপপ্রবাহের স্বাস্থ্যঝুঁকি নারী ও শিশুদের জন্য আরও মারাত্ম ত্মক। অনেক নারী শ্রমিক গর্ভবতী অবস্থায়ও নির্মাণক্ষেত্রে কাজ করতে বাধ্য হন, যেখানে তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। শিশু শ্রমিকরাও ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কারে বা ছোটখাটো কাজে নিযুক্ত থেকে তাপপ্রবাহের শিকার হন। এই প্রেক্ষাপটে বিশেষ কোনও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া এক রকম মানবাধিকারের লঙ্ঘন বলেই প্রতীয়মান। সরকারি উদ্যোগ হিসেবে কিছু কিছু জেলায় তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় হেল্পলাইন চালু হয়েছে, ঘোষণা হয়েছে সতর্কতা, কিংবা কিছু কিছু এলাকায় জলের ট্যাংকার পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এইসব পদক্ষেপের পরিধি খুবই সীমিত এবং কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ। প্রশাসনের অগ্রাধিকারের তালিকায় এই ইস্যুগুলিকে স্থান দেওয়া হয় না বলেই বাস্তবমুখী সমাধান এগিয়ে আসে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে জলবায়ু পরিবর্তন বা শ্রমিক সুরক্ষা নিয়ে প্রায় কোনও উল্লেখই থাকে না। এটা এই বাস্তবতাকে তুলে ধরে যে, শ্রমজীবীদের জীবন রাষ্ট্রের কাছে কতটা অগ্রহণযোগ্য ও অদৃশ্য। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কেবল সতর্কবার্তা বা স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন একটি জাতীয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলক কর্মপরিকল্পনা, যা শ্রমিক সুরক্ষার প্রশ্নে আইনত প্রতিষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রার ঊর্ধ্বসীমা পার হলে শ্রম বন্ধ রাখার নিয়মঊকর্মঘণ্টা পরিবর্তন (যেমন, সকাল ও সন্ধ্যা বেলার কাজ) ।বাধ্যতামূলক জলের সরবরাহ ও শীতল ছায়ার ব্যবস্থা। অস্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মেডিকেল কিট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। শ্রমিকদের হিটস্ট্রোক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ। নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা নীতি।সরকারি প্রকল্পগুলিতে পরিবেশগত ঝুঁকি নিরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা তাপপ্রবাহ কোনও আরামপ্রিয় নাগরিকের একটুখানি অস্বস্তি নয়;এটি এখন শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে দেশ 'বিশ্বগুরু' হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, তার ভিত যদি শ্রমজীবী মানুষের ঘামে নির্মিত হয়, তবে সেই ঘাম যেন মৃত্যুর কারণ না হয়। একটি মানবিক, সমবেদনাশীল ও কার্যকর রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল এই মানুষদের জন্য নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা। তাপপ্রবাহের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার প্রশ্ন নয়; এটি সামাজিক ন্যায়বিচারেরও প্রশ্ন। যতদিন পর্যন্ত না শ্রমিকের জীবনকে রাষ্ট্র তার নীতির কেন্দ্রে স্থান দেয়, ততদিন পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলবে। রাষ্ট্র কি এই সংকেত বুঝবে, নাকি আরেকটি দীর্ঘ গ্রীষ্মকালের অপেক্ষায় নিরব থাকবে;এই প্রশ্নই এখন সময়ের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

জয়োৎসবের নামে মৃত্যু মিছিল কী শেখালো আমাদের!

৪ঠা জুন বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক পদদলনের ঘটনা কেবলমাত্র একটি দুর্ঘটনা নয়, এটি এক গভীর অব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। একটি ক্রিকেট দলের জয়কে ঘিরে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, তা শেষপর্যন্ত পরিণত হয় মৃত্যু ও কান্নায়। মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের, আহত অন্তত ৩৩ জন। এই ঘটনাকে কেবল 'হতভাগ্য দুর্ঘটনা' বললে আমাদের দায় শেষ হয় না। বরং প্রশ্ন তুলতেই হবে; এই মৃত্যুর দায় কার? জয়োৎসবের উন্মাদনা নতুন নয়। ভারতবর্ষে ক্রিকেট মানেই এক আবেগ, এক সমষ্টিগত উল্লাস। কিন্তু চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে যা ঘটল, তা উদযাপন নয়, সেটা ছিল নিয়ন্ত্রণহীন এক বিপর্যয়। বেঙ্গালুরুর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর দল এবারের আইপিএলে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করায় সমর্থকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই উৎসবের ঢেউ উঠেছিল। সেই আবেগকে সম্মান জানাতে দল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে এক 'থ্যাঙ্ক ইউ' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কিন্তু সেই আয়োজনে ছিল না যথেষ্ট পরিকল্পনা, ছিল না প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আর ছিল না জনসমাগম সামাল দেওয়ার কার্যকর কোনও কৌশল। এই ধরণের জনসমাগমে প্রশাসনিক প্রস্তুতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, কতজনের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল? মাঠে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট কোনও গেট বা লেন ছিল কি? চিকিৎসা ব্যবস্থা কতটা প্রস্তুত ছিল? এই সব প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট নয়। যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসা সাধারণ সমর্থক। বিনা দোষে প্রাণ হারাতে হল তাঁদের। একটি আনন্দঘন সন্ধ্যা রূপ নিল চরম ট্র্যাজেডিতে। এই ঘটনার অন্যতম কারণ ছিল প্রবেশপথে চরম বিশৃঙ্খলা। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই স্টেডিয়ামের বাইরে প্রচুর জনতা ভিড় জমাতে শুরু করে। একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, ভেতরের আসন প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর সেই আশঙ্কা থেকেই বহু মানুষ একসঙ্গে প্রবেশের চেষ্টা করেন। ফলাফল, প্রবল ধাক্কাধাক্কি এবং পদদলিত হয়ে মৃত্যুর মিছিল। এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য সামনে এসেছে যা আরও উদ্বেগজনক। জানা গিয়েছে, স্টেডিয়ামের বাইরে কোনও প্রকার কিউ-ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ছিল না। প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ বা নিরাপত্তা রক্ষীদের উপস্থিতি অপর্যাপ্ত ছিল। রাষ্ট্রীয় বা বেসরকারি সংস্থার তরফে এমন বড় কোনও আয়োজনে একাধিক স্তরে নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। অথচ, এখানেই ছিল চূড়ান্ত অব্যবস্থা। একটি খেলাধুলা-ভিত্তিক সভ্য দেশে এইরকম একটি বিজয় উদযাপন যেন মৃত্যুর দোসর হয়ে না ওঠে, সেটা নিশ্চিত করা সরকার ও আয়োজকদের যৌথ দায়িত্ব। প্রশ্ন উঠছে, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর দলের ব্যবস্থাপনা কতটা প্রস্তুত ছিল এমন বিপুল সমর্থক সমাগম সামাল দিতে? এমনকি যদি বলা হয় এটি ছিল একটি 'অভ্যন্তরীণ' অনুষ্ঠান, তবুও জনমানসে এর অভিঘাত এবং প্রভাব রীতিমতো জনসমুদ্র তৈরি করবে, সেটি সহজেই অনুমেয়। তখন সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত ছিল। অন্যদিকে, রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কেন আগেই জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? যদি অনুমান করা গিয়েই থাকে যে লক্ষাধিক মানুষ জমায়েত হবেন, তবে তার উপযুক্ত ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা বলয়, জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা দরকার ছিল। কিন্তু কোনও দিক থেকেই সেই প্রস্তুতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। এই দুর্ঘটনা ফের প্রমাণ করল, ভারতের মতো জনবহুল দেশে জনসমাগম বা 'ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট' একটি পৃথক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজ। কিন্তু তা আজও সুনির্দিষ্ট কোনও নীতিমালার আওতায় পরিচালিত হয় না। বছর কয়েক আগে হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময় বিপুল ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষিত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। একই রকম উদ্যোগ এই ধরনের বড় শহরগুলিতেও নেওয়া দরকার। এছাড়াও, সুশৃঙ্খল জনসমাগম তৈরিতে প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। আজকের দিনে 'ই-টিকিটিং' এবং 'ডিজিটাল কন্ট্রোল' থাকা সত্ত্বেও, প্রবেশ গেট ও সুরক্ষা চেকপয়েন্টে নজরদারির ঘাটতি থেকেই যায়। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে যদি আরও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা যেত, তাহলে হয়তো এত বড় বিপর্যয় এড়ানো যেত। এবার আসি সমাজের দৃষ্টিকোণে। কেন এমন উন্মাদনা তৈরি হয়? ক্রিকেট এক রকম ধর্মে পরিণত হয়েছে;বিশেষত যুবসমাজের কাছে। এটি খারাপ নয়, কিন্তু যখন আবেগ বুদ্ধিকে ছাপিয়ে যায়, তখনই বিপদ ঘটে। আমরা এমন এক সমাজ তৈরি করেছি যেখানে খেলোয়াড়দের জয় মানেই 'ভক্তি'র প্রকাশ, কিন্তু পরিকাঠামোর উন্নয়নে সে আগ্রহ নেই। একইভাবে, খে লাধুলাকে ঘিরে তৈরি এই বাণিজ্যিক উদযাপনগুলি কেবল ব্র্যান্ড প্রচারে ব্যবহৃত হচ্ছে, বাস্তবিক অর্থে মানুষের নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং ক্ষতিপূরণও ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু এ সবই ঘটনাপরবর্তী মানসিক শান্তির প্রচেষ্টা। ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণই এখন প্রধান কাজ। জনগণের প্রাণনাশের দায় অমার্জনীয়। এবং সেই দায় এড়ানো যায় না 'দুঃখপ্রকাশ' বা ক্ষতিপূরণের আড়ালে। সবশেষে বলতেই হয়, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ঘটনার মতো দুর্ঘটনা যেন আর না ঘটে;এই হোক শিক্ষা। উদযাপন হোক প্রাণের, প্রাণহানির নয়। রাষ্ট্র, প্রশাসন, সংগঠন এবং নাগরিক;সবাইকে একসঙ্গে ভাবতে হবে, এমন ট্র্যাজেডির প্রতিকার কীভাবে সম্ভব। আনন্দের মুহূর্ত যেন না হয় অশ্রুভেজা শোকাবহ স্মৃতি, সেটাই হোক আম্ মাদের সকলের অঙ্গীকার।

২১.০৬.২০২৫ তারিখে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগা অধিবেশনে যোগদানকারী দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, প্রধান বিভাগীয় প্রধান এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বাবা ধানের টাকা না দেওয়ায় ছেলেকে পণবন্দি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২১ জুন ঃ বাবা ধানের টাকা না দেওয়ায় ছেলেকে প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা ঘর বন্দি করে রাখার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট থানার দাদপুর গ্রামে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। জানা গেছে, রামপুরহাট থানার দাদপুর গ্রামের বাসিন্দা বাগবুল শেখ ধান ব্যবসায়ী। বাগবুল মাস তিনেক আগে গ্রামের আকবর আলমের কাছ থেকে ধান নিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবসায় ধার দেনা থাকায় আকবর সহ বেশ কয়েক জনের টাকা দিতে পারেনি। এরপর বাগবুল গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যান। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাগকুলের ছেলে ইউসুফ পারভেজ ইসলাম কিছু টাকা নিয়ে আকবরে বাড়ি যায়। সঙ্গে ছিলেন নিকট আত্মীয় এলাহী ইসলাম ও গ্রাম সম্পর্কে কাকা মোবারক করিম। অভিযোগ আকবর, বাগবুলের ছেলে ইউসুফ পারবেজকে একটি ঘরে মধ্যে ভরে তালা ঝুলিয়ে দেয়। বাকিদের ঘর থেকে বের করে দেয়। খবর পেয়ে ইউসফের মা জান্নাতুল ফেরদৌসি রাতেই রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। রামপুরহাট থানার পুলিশ রাত্রি দেড়টা নাগাদ ছেলেটিকে উদ্ধার করে। জান্নাতুল ফেরদৌসি বলেন, এই রকমভাবে ভরে রাখা উচিত নয়। আমার ছেলে অসুস্থ। তাকে প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা ঘরে ভরে রাখে। মানসিক নির্যাতন করেছে। আমি চাই ওর শাস্তি হোক। আমার স্বামী তো পালিয়েছে। কিছু টাকা জোগার করে দিয়ে পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু আমার ছেলেকে আটকে রাখার অধিকার কে দিয়েছে আকবরকে। ইউসুফ বলেন, আমি কাকা মোবারক করিমের কথায় বিশ্বাস করে আকবর আলমের বাড়ি গিয়েছিলাম। বাড়ি যাওয়া মাত্র আকবর এবং তাঁর স্ত্রী মাহেদা বিবি আমার মোবাইল কেড়ে ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। আমি অনেক কাকুতি মিনতি করেছি। ভিতর থেকে দরজা ধাক্কা দিয়েছি। কিন্তু তাতেও আমাকে ছাড়েনি। পুলিশ আমাকে উদ্ধার না করলে হয়তো শাসকষ্টে মারা যেতাম। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আকবর আলম। তিনি বলেন, ওকে আটকে রাখা হয়নি। ও টাকা দিতে এসেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ টাকা না দেওয়ায় ওকে ঘরে বসিয়ে রেখেছিলাম। ওরা মিথ্যা কথা বলছে।

ইকো ট্যুরিজম ও ডিয়ার পার্ক-এর জমি পরিদর্শনে এলেন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২১ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বাম আমলে অবহেলাই পড়ে থাকা ৪০ বিঘা জমিতে কয়েক কোটি টাকা খরচে গড়ে উঠবে ইকো ট্যুরিজম ও ডিয়ার পার্ক, এই অবহেলিত জমি খুঁটিয়ে দেখতে হাজির হয়েছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কালনা মহকুমা শাসক, কালনা এক

নম্বর ব্লকের আটঘরিয়া সিমলন পঞ্চায়েতের চাদ বিল এলাকায় পড়ে এই উন্নয়ন হলে বাড়বে কর্ম সংকার, দুইটি জলাশই ও বিপুল বড়ো জায়গা জুড়ে যা প্রায় ৪০ বিঘা জমি, সেই জমিতে বাম আমলে এক সময় গড়ে উঠেছিল একটি বিনোদন পার্ক, যা বন্ধ হয়ে যায়, সংস্তা সাকারের অভাবে মজে পড়া তিনটি বড়ো পুকুর ও গাছে ঘেরা এই জায়গায় এক সময় অসামাজিক কাজ কর্ম হতো দিনে রাতে, সেই জমি এখন স্থানীয় পঞ্চায়েতের হাতে। সেই জমিতে ইকো ট্যুরিজম ও ডিয়ার পার্ক তৈরির জন্য প্রশাসনিক স্তরে ও জেলা স্তরের পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হলো এদিন শনিবার। এলাকায় থাকা তিনটি পুকুরে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মাছ চাষ করে এলাকার যুবকদের কর্মসংস্থান গড়ে তোলায় প্রধান লক্ষ্য। এ দিনের এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কালার মহকুমা শাসক শুভম আগরওয়াল, DFO সঞ্চিতা শর্মা সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী স্বপনবাবু তিনি জানান, এলাকায় থাকা ৪০ বিঘা জমিতে ইকো ট্যুরিজম গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চলছে, আগামী ২৯ জুন থেকে ১০ দিন মহকুমা শাসকের উদ্যোগে এই এলাকায় চলবে সাফাই অভিযান, ড্রোনের মাধ্যমে এলাকার ছবি তুলে সৌন্দর্য্য দেখা হবে। বিকল্প কর্মসংস্থান হবে এই এলাকার মানুষদের।

কৃতিদের সম্মান জানিয়ে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা দিল বাউরী কালচার বোর্ড

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ২১ জুন ঃ সমাজে শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে এক অনন্য উদ্যোগ নিল পশ্চিমবঙ্গ বাউরী কালচার বোর্ড। শনিবার, বাউরী কালচার বোর্ডের উদ্যোগে বাঁকুড়া শহরের রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত হয় এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বাউরী জনজাতির মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে জেলার মোট ৬৫০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে তোরোণ, ফুলের তোড়া ও ডা. ভীমরাও আম্বেদকর প্রতিকৃতি ও শিক্ষা সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। এর মধ্যে মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অধিকার করা ৫৩০জন ও উচ্চমাধ্যমিকে ১৩৩ জন। এই অনুষ্ঠানটি শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং প্রশাসনের সাথে সমাজের ছাত্রী মধ্যে এক সেতুবন্ধনের প্রতীক হয়ে উঠে। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সংবর্ধনার স্মারক ও উপহার সামগ্রী তুলে মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি, বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরী। উপস্থিত ছিলেন বিবেক দত্তারিয়া ভাম্মে অতিরিক্ত জেলাশাসক ভুমি ও ভুমি সংস্কার বাঁকুড়া, মহকুমা শাসক অয়ন দত্তগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ বাউরি কালচার বোর্ডের চেয়ারম্যান দেবদাস দাস সহ বিশিষ্টজনের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে ছিল আনন্দের হাসি, আর চোখেমুখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার আবার কেউ প্রশাসনিক আধিকারিক হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এমন দিনে পাশে থাকার বার্তা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বাউরি কালচার বোর্ডের পক্ষ থেকে আগামী দিনের জন্য সকল ছাত্র-ছাত্রীকে জানানো হয় শুভেচ্ছা ও উৎসাহ। অনুষ্ঠান ঘিরে গোটা এলাকাতেই ছিল উৎসবের পরিবেশ। সমাজে শিক্ষার আলো ছড়াতে বোর্ডের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় উদ্যোগ হয়ে থাকবে। প্রত্যন্ত বাঁকুড়ার বাউরী জনজাতির ধারাবাহিক জনজীবন কাটিয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি এদিন আলাদা মাত্রা বহন করল।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে শাখার উদ্যোগে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে চলবে ৭ জোড়া আপ ডাউন স্পেশাল ট্রেন

কলকাতা, ২১ জুন ঃ আগামী সপ্তাহে রথযাত্রা। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম। এই রথযাত্রায় সকলেরই প্রধান ডেস্টিনেশন থাকে পুরীর জগন্নাথ ধাম। তবে প্রায় দু'মাস আগে থেকেও টিকিট কেটে অনেকেই পান না। তবেই এবার তীর্থযাত্রায় যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তাই তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করল ভারতীয় রেল। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে শাখার উদ্যোগে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে চলবে একাধিক স্পেশাল ট্রেন। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে শাখা। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রায় ৭ জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালাবে ভারতীয় রেল। স্বাভাবিকভাবে এবার রথের দিনে পরিযাত্রা অসুবিধা হবে না সাধারণ তীর্থযাত্রীদের। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন থেকে পুরীর উদ্দেশ্যে ছাড়বে এই স্পেশ্যাল ট্রেনগুলি, থামবে বিশেষ বিশেষ একাধিক স্টেশনে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জানা গেছে, ৭ জোড়া স্পেশ্যাল ট্রেন চালাবে ভারতীয় রেল। সাঁতরাগাছি-পুরী -সাঁতরাগাছি (০৮০৩৭ / ০৮০৩৮) স্পেশ্যাল ট্রেন চলবে। ২৫ জুন এবং ৩ জুলাই সাঁতরাগাছি থেকে বিকেল ৪.৪০ এ ছাড়বে এই ট্রেন। পুরী থেকে ২৮ জুন এবং ৬ জুলাই মধ্যরাত্রি ১২.১৫ তে ছেড়ে আসবে সাঁতরাগাছির উদ্দেশ্যে। খড়গপুর ডিভিশনের অন্তর্গত বাগনান, মেচেদা, পাঁশকুড়া, খড়গপুর, বেলদা, দাঁতন, জলেশ্বর, রুপসা, বালেশ্বর, সোরো, মারকোনা স্টেশনে দাঁড়াবে এই ট্রেন। এছাড়াও একাধিক স্টপেজ রয়েছে। বাংরিপোসি-পুরী-বাংরিপোসি (০৮৩৮১ / ০৮৩৮২) মেমু স্পেশ্যাল। ২৬ জুন এবং ৪ জুলাই বালেশ্বর থেকে এই ট্রেন। ২৬ জুন এবং ৪ জুলাই বালেশ্বর-পুরী-বালেশ্বর মেমু স্পেশ্যাল ট্রেন চালান হবে খড়গপুর ডিভিশনে তরফে। ২৫ জুন এবং ৪ জুলাই রাউরকেল্লা-পুরী-রাউরকেল্লা রথযাত্রা স্পেশ্যাল ট্রেন চালান হবে। শুধু তাই নয় ঘাটশিলা কিংবা ঝাড়গ্রাম থেকেও পুরী যাবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করছে ভারতীয় রেল দক্ষিণ-পূর্ব রেলের শাখার খড়গপুর ডিভিশন। বাদাম পাহাড়-পুরী-বাদাম পাহাড় স্পেশ্যাল ট্রেন চালান হবে ২৫ জুন এবং ৪ জুলাই। এ ছাড়াও বিরামিত্রপুর-পুরী-বিরামিত্রপুর এবং বারবিল পুরী বারবিল রথযাত্রার স্পেশ্যাল ট্রেন চালান হবে ২৫ জুন এবং ৪ জুলাই। সাত জোড়া ট্রেন দু-দফায় যাতায়াত করবে নির্দিষ্ট স্টেশন থেকে। ফলত সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত দক্ষিণ- পূর্ব রেলের শাখার খড়গপুর ডিভিশনের। রেলের এমন সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলের।

সুস্থতা এবং একতার প্রচারের অর্থে ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২১ জুন ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (আইডিওয়াই-২০২৫) ২১ জুন, ২০২৫ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে সুস্থতার বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপন হিসেবে পালন করা হয়। যোগব্যায়ামের গুরুত্ব এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা প্রচার করার জন্য মুখ্য কার্যালয়, সমস্ত ডিভিশন এবং ওয়ার্কশপগুলিতে যোগব্যায়াম অনুশীলন সেশন আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৫-এর বিষয়বস্তু, ''এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ'', যোগের রূপান্তরকারী শক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী কল্যাণের একীভূত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। এটি কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তির জন্যই নয়, বরং মানসিক স্থিতিশীলতা এবং পরিবেশগত যত্নের জন্যও যোগের ব্যাপক উপকারিতা তুলে ধরে। এই বিষয়টি ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক সম্প্রীতির গুরুত্বর ওপর জোর দেয়, এবং স্থাযিত্ব, ঐক্য এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রার দিকে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস-২০২৫ উদ্‌যাপনের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে কারণ এটি বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলনের ১১ তম বার্ষিকী, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক যোগব্যায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যকর, আরও সুষম জীবনধারা প্রচারের জন্য উৎসর্গিত। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানটি রেলওয়ে ইন্ডোর স্টেডিয়াম, মালিগাঁও-এ ''এক

পৃথিবী এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ'' বিষয়বস্তু নিয়ে আয়োজন করা হয়, অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সাথে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে রেলওয়ে আধিকারিক ও কর্মচারী তাদের পরিবারের সাথে ''আসন'' করার জন্য আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ) দ্বারা জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ)-এর কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস-২০২৫ পালন করা হয়। অনুষ্ঠানটির নেতৃত্বে ছিলেন শ্রী অরুণ কুমার চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজার উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস-২০২৫ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সমস্ত পাঁচটি ডিভিশনেও পানল করা হয় যেখানে হাজার হাজার রেল কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। সমন্বিত উদ্‌যাপনগুলি কর্মী কল্যাণ এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গভীর প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। ২১ জুন উত্তর গোলার্ধের দীর্ঘতম দিন। এটি নবীকরণ মুহূর্ত ও স্বয়ং এবং প্রাকৃতিক জগতের সাথে গভীর সংযোগের প্রতিনিধিত্ব করে। এই তারিখে যোগ দিবস উদ্‌যাপন শরীর, মন এবং প্রকৃতিকে সমন্বয়ের চেতনার সাথে প্রতিধ্বনিত হয়। যোগব্যায়ামের বার্তা এবং উপকারিতা আরও বিস্তারিত করার জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সোশিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছে। ডিজিটাল প্রচারের মাধ্যমে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সফলভাবে বৃহত্তর শ্রোতাদের অন্তর্ভুক্ত করেছে, এবং আরও স্বাস্থ্যকর এবং সুষম অস্তিত্বের জন্য দৈনন্দিন জীবনে যোগব্যায়ামকে অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্বকে আরও জোর দিয়েছে।

রাতভোর দুই গোষ্ঠীর বোমাবাজি, সকালে বিস্ফোরণে মৃত দুই! চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, লাভপুর, ২১ জুন ঃ নকল সোনার কয়েন পাচার চক্রের দ্বন্দ্বে বোমাবাজি। বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণের মৃত্যু ২ জনের। সাবের আলী (২৩) ও শেখ আলমগীর (১৮)। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের লাভপুর থানার হাতিয়া গ্রামে। তবে মৃত্যের সংখ্যা বেশি, ঘটনার পরেই দেহ লোপাট করা হয়েছে, এমনটা স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে। মৃতদের মধ্যে একজন ছাত্র। ঘটনার পর থেকেই পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী হাজির ঘটনাস্থলে। বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, বিস্ফোরণের দুজনের মৃত্যুর খবর আছে। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। বীরভূমের লাভপুরের হাতিয়া গ্রাম হল নকল সোনার কয়েন বিক্রি চক্রের অন্যতম। মানুষকে ফোন করে ভুল বুঝিয়ে ডেকে নকল সোনার কয়েন বিক্রি করা হয়। এই নিয়ে বহু অভিযোগ জমা পরেছে পুলিশের কাছে। বীরভূম পুলিশের তরফে এই প্রতারণার ফাঁদে না পরার জন্য বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়। শুক্তবার রাতে এই কয়েন চক্রের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। দুপক্ষের মধ্যে শুরু হয় বোমাবাজি। দফায় দফায় গ্রামের রাস্তায়, মাঠে দুই পক্ষের আশ্রিত দুষ্কৃতিদের মধ্যে বোমাবাজি চলতে থাকে। এর সঙ্গে যোগ আছে শাসক দলেরও, এমনটাই অভিযোগ। হাতিয়া গ্রামের তৃণমূলের বুথ সভাপতি শেখ মইদ্দিন ও তার সহযোগী শেখ মুস্তাফির গোষ্ঠীর সঙ্গে নকল কয়েন বিক্রেতার অন্যতম মাথা শেখ মইনুদ্দিন গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব। পুলিশের খাতায় নাম থাকায় প্রায় ৬ মাস মত এরা ফেরার ছিল। গ্রামে ঢুকতেই শুরু হয় বোমাবাজি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন ভোরে গ্রামের ছাতিম পুকুরের পারে বসে মনিরের দল বোমা বাঁধতে শুরু করে। সেই সময় অসাবধানতা বশতঃ বিস্ফোরণ হয়। ঘটনাস্থলেই বেশ কয়েকজনের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তবে এখনও পর্যন্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। মৃত দুই যুবক হল সাবের আলী (২৩) ও শেখ আলমগীর (১৮)। আলমগীর ছাত্র। আরও ৪ জন গুরুত্বর জখম। তাদের বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে বেশ কয়েকটি দেহ লোপাট করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। এদিন ঘটনার পর থেকেই গ্রামে উত্তেজনা এতটাই ছিল যে সকাল ১১ টা পর্যন্ত পুলিশ গ্রামে ঢুকতে পারেনি। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী, কমব্যাট ফোর্স গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে এই হাতিয়া গ্রামে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করেছিল নকল সোনার কয়েন চক্রের দুষ্কৃতিরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে শূন্যে গুলি পর্যন্ত চালাতে হয়েছিল। এবার নকল সোনার কয়েন পাচার চক্রের দুষ্কৃতিদের মধ্যে মুড়মুড়কির মত বোমাবাজি। গ্রামবাসীদের মধ্যে শেখ নজরুল ইসলাম ও শেখ সেলিম বলেন, গ্রাম কার দখলে থাকবে এই নিয়ে দুই পক্ষের বোমাবাজি। গ্রামের রাস্তায় রাত থেকে বোমা পরছে। এক পক্ষে গ্রাম দখল নিতে ঢুকছিল, অন্য পক্ষ বাধা দিচ্ছে, এই নিয়ে বোমাবাজি। ২ জন মারা গেছে, ৪ জন আহত। আর কে কোথায় জানি না।

বিস্কুট কোম্পানির অ্যাকাউন্টস ম্যানেজারকে অপহরণ করে 'খুনে'র ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জুন ঃ বিস্কুট কোম্পানির অ্যাকাউন্টস ম্যানেজারকে অপহরণ করে 'খুনে'র ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ধৃত ১, তোলা হলো আদালতে। এই ঘটনায় মৃত অনিমেষ মিত্রের পরিচিত এক যুবককে গ্রেফতার করেছে হাওড়া থানার পুলিশ। অভিষেক সোনকার নামের ওই যুবককে শনিবার হাওড়া আদালতে পেশ করা হয়। সাঁতরাগাছি স্টেশনে একটি স্টল রয়েছে অভিষেকের। সেই স্টলের বিস্কুট সে কিনত অনিমেষবাবু যে বিস্কুটের কোম্পানীতে কাজ করতেন সেখান থেকে। পুলিশের অনুমান, অপহরণকারীদের টিপ দিয়েছিল অভিষেক। কারণ সে জানত অনিমেষ মিত্র কখন টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে যেতেন। সিসিটিভিতে দেখা যায় একটি লাল রঙের বাইকে মাঝখানে বসিয়ে অনিমেষ মিত্রকে দু'জন নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ কমিশনার অফিসের কাছে বার্ন স্ট্যান্ডার্ড মোড় থেকে তাঁকে কলার ধরে বাইকে তোলা হয় বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ। এরপর শুক্রবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয় বোলপুর থেকে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া থানা ও সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা। ডিসি (ডিডি) বিশ্বজিত মাহাতো জানান, একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও কয়েকজন জড়িত রয়েছে। তাদের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নেবার জন্য আদালতে আবেদন করা হয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অনিমেষ মিত্রের কাছে এক লাখ সত্তর হাজার টাকা ছিল। তবে এটা শুধুমাত্র টাকা লুঠের জন্য অপহরণ ও খুন নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, হাওড়া থেকে 'অপহৃত' হন ওই বিস্কুট কোম্পানির অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার। বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে যাওয়ার পর থেকেই নিখোঁজ হন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ম্যানেজারের নাম অনিমেষ মিত্র। তিনি নৈহাটির বাসিন্দা। অনিমেষবাবুর খোঁজ না পেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ ডাইরি করা হয়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নৈহাটির বাসিন্দা অনিমেষ বাবু কাজ করতেন হাওড়ার তেলকল ঘাট এলাকার এক বিস্কুট কোম্পানিতে। তিনি ২০১৯ সাল থেকে ওই কোম্পানিতে অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার তিনি শিবপুরের এক বেসরকারি ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার জন্য বেরিয়েছেন। তারপর থেকেই তিনি নিখোঁজ। সিসিটিভিতে দেখা যায় একটি বাইকে করে তিনি অন্য কোনও জায়গায় যাচ্ছেন। তাঁকে জোর করে বাইকে তোলা হয়। এরপর নিখোঁজ ম্যানেজারের পরিবারের পক্ষ থেকে হাওড়া থানায় অভিযোগ করা হয়।

২১ জুলাই কে সামনে রেখে বোলপুরে কোর কমিটির বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২১ জুন ঃ ২১ জুলাই কে সামনে রেখে আগামী ২৯ জুন বোলপুরে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটির বৈঠক এবং ১২ ই জুলাই সিউড়িতে পুনরায় কোর কমিটির বৈঠক বসবে, বলে জানান বীরভূম জেলা কোর কমিটি চেয়ারম্যান ডক্টর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটির বৈঠকে বিধায়ক, সাংসদ, অঞ্চল প্রধান, পৌরসভা চেয়ারম্যান, বুথ সভাপতি অঞ্চল সভাপতি সবাই উপস্থিত থাকবেন। মূলতঃ ২১ জুলাই কলকাতায় আমাদের সভাকে কেন্দ্র করে আলোচনা হবে। ১২ জুলাই সিউড়ি কোর কমিটির বৈঠকে সকলের কাছ থেকে তার রিপোর্ট বা ফিডব্যাক নেওয়া হবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো জেলা থেকে ঠিক কতজন লোক একুশে জুলাই সবাই যাবে। বলে রাখি, কয়েকজন সদস্যের অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই, ২৫ জুনের বৈঠককে পরিবর্তন করে ২৯ জুন করা হয়েছে। বৈঠক খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে হয়েছে। জেলা সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ বলেন, নানুরের শহীদ বেদীর সংস্কার নিয়ে আমার বক্তব্য আমি কোর কমিটির কাছে তুলে ধরেছিলাম। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে নানুরে এগারো জন ক্ষেতমজুর শহীদের পাশাপাশি আরো অন্যান্য শহীদদের নাম সংযুক্ত করা হবে। সাঁইথিয়া ব্লক সভাপতির বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কাজল শেখ বলেন, দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় আমি মিডিয়ার সামনে বলবো না তবে এটুকু বলব যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা সর্ব সম্মতিক্রমেই হয়েছে। সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, নির্বাচনের সময় সবাই একজোট হয়ে কাজ করে। বড় সংসারে একটু-আধটু মতবিরোধ থাকতেই পারে। কিন্তু সবার মাথার উপরে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাই তৃণমূলটাই করেন। হতে পারে কারো কোন নেতার প্রতি একটু বেশি ভালোবাসা আবার অন্য কোন নেতার প্রতি একটু কম ভালবাসা। কিন্তু সবাই দলটা তৃণমূলই করেন। এদিনের কোর কমিটির বৈঠকে চেয়ারম্যান ডক্টর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও কাজল শেখ, শতাব্দী রায়, অভিজিত সিনহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়া ব্রিজে অবরোধ কর্মসূচি বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জুন ঃ সুকান্ত-শুভেন্দু সহ রাজ্য নেতাদের পুলিশি হয়রানি গ্রেফতারির প্রতিবাদে হাওড়া ব্রিজে অবরোধ কর্মসূচি বিজেপির। ভবানীপুরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের গ্রেফতারির প্রতিবাদে হাওড়া সদর জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে শনিবার

দুপুরে হাওড়া ব্রিজ অবরোধ করা হয়। হাওড়া থেকে কলকাতাগামী ব্রিজের রাস্তা অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ চলে। এরপরে পুলিশ এসে অবরোধকারীদের তুলে দেয়। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ বিশপ সরকার জানান, হাওড়ার ব্রিজ আটকে রাখা যায় না। সেই কারণে হাওড়া ব্রিজের আগেই ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। এই অবরোধে প্রায় পাঁচ মিনিট ব্রিজে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পুলিশ এরপরই অবরোধ তুলে দেয়। বিজেপির হাওড়া জেলা সদরের সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য্য বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কর্মী এবং পুলিশ যেভাবে বিজেপি কর্মীদের, বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে শুভেন্দু অধিকারীর উপর অত্যাচার হয়রানি করেছে তারই প্রতিবাদে হাওড়া ব্রিজ অবরোধ করা হয়েছে। এই অবরোধের মাধ্যমে হাওড়া জেলা পুলিশ প্রশাসনের কাছে বার্তা দিতে চাই যদি বিজেপি নেতা বা এবং কর্মীদের উপর এরকম হেনস্থা করা হয় তাহলে শুধু হাওড়া ব্রিজ নয়, বিজেপি হাওড়ার প্রতিটি রাস্তা অবরোধ করবে ও হাওড়া জেলাকে স্তব্ধ করে দেবে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন দীঘার জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মহাপ্রসাদ বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে। রেশন ডিলারদের মাধ্যমে এই মহাপ্রসাদ সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন তিনি। রেশন ডিলারদের তাদের নিজেদের দোকান থেকে নয় দুয়ারে রেশন কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে এই মহাপ্রসাদ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দীঘার জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিতরণ কর্মসূচি শুরু হয়ে গেছে। জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ পৌঁছে গেছে মানুষের ঘরে ঘরে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মতো শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের মধ্য শ্রীরামপুর ভক্তি ভান্ডার থেকে দীঘার জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। আজকের এই মহা প্রসাদ বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। আজ এখানে এসে তিনি নিজে হাতে সকলের হাতে এই মহাপ্রসাদ তুলে দেন। আজ প্রায় ৭০০ জনের হাতে এই মহাপ্রসাদ তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রাক বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জামালপুরে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার, স্থানীয় মানুষের মুখোমুখি প্রশাসন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ জুন ঃ দামোদর নদীর জলস্তর বাড়তে থাকায় প্রাক বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আজ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে এলেন জেলা শাসক আয়েশা রাণী এ (আই এ এস) ও পুলিশ সুপার সায়ক দাস (আই পি এস)। তাদের সঙ্গে ছিলেন এসডিও বুদ্ধদেব পান, এসডিপিও অভিষেক মন্ডল, বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, সিআই বিশ্বজি মন্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, ইরিগেশন দপ্তরের এসডিও নিলাদ্রী দে, বিডিও পার্থ সারথী দে, জামালপুর থানার ওসি কৃপাসিন্ধু ঘোষ সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। জেলা প্রশাসনের এই উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল এদিন জারোগ্রাম ও জোতশ্রীরাম অঞ্চলের পাইকপাড়া, অমরপুর ঘাট ও সাজামানতলা সহ দামোদর নদী তীরবর্তী একাধিক এলাকা পরিদর্শন

করেন। নদীর জলস্তর বাড়ায় পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না যায় সেই লক্ষ্যে আগেভাগেই খতিয়ে দেখলেন জেলা শাসক। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন, তুলে নেন তাদের অভাব-অভিযোগ। এর পাশাপাশি, আয়েশা রাণী এ সাজামানতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে পড়ুয়াদের সঙ্গে সময় কাটান এবং তাদের হাতে চকলেট তুলে দেন। স্থানীয়দের পক্ষ থেকে পাইকপাড়ায় একটি ফ্লাড শেল্টার নির্মাণ ও দুটি স্কুলে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ (ACR) নির্মাণের দাবি জানানো হলে, জেলা শাসক আশ্বাস দেন বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জেলা শাসক জানান, নদীতে জল বাড়ছে। হঠাৎই বৃষ্টি বা ডিভিসির জল ছাড়ার ফলে পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, সেই কারণেই আজ আমরা এলাকা ঘুরে দেখছি। একইসঙ্গে তিনি বলেন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর ও ব্লক প্রশাসন - সকলেই বন্যা মোকাবিলায় পুরোপুরি প্রস্তুত। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে এই এলাকার বহু মানুষ সিমেন্টের পাকা ঘর পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। এতে বন্যার সময় মাটির বাড়ির ধসের আশঙ্কা অনেকটাই কমবে। বিধায়ক অলোক মাঝি জানান, কেন্দ্রের বঞ্চনার মধ্যেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে এই এলাকায় বহু মানুষ ঘর পেয়েছেন। আজ ডিএম ও এসপি সাহেবদের নিজে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান বলেন, আজ এলাকার মানুষ কিছু দাবি জানিয়েছেন। আমি তাদের কথা তুলে ধরেছি। রাজ্যের মা-মাটি-মানুষ সরকারের উন্নয়নের ছোঁয়া এখানেও পৌঁছেছে। প্রাক বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনের শেষে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার ঘুরে দেখেন জামালপুর ব্লকে চলা জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ প্যাকেটিংয়ের কাজ।

হোটেলে মধুচক্র, গ্রেপ্তার ২০ জন

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ২১ জুন ঃ ডায়মন্ড হারবারের হোটেলে মধুচক্র। পুলিশি হানায় গ্রেপ্তার ২০ জন। বেশ কিছুদিন আগে ডায়মন্ড হারবারের হোটেলে মধুচক্রের আসর বন্ধ করা হয়েছিল। ভর দুপুরে হোটেলের অন্দরে মধুচক্র! জড়ো হয়েছিল বেশ কিছু পুরুষ মহিলা। গোপনে খবর পেয়ে হানা দেয় পুলিশ। ডায়মন্ড হারবারের হোটেল থেকে প্রায় ২০ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষ রয়েছে ডায়মন্ড হারবার। অল্প সময়ের জন্য বেরিয়ে আসা যায়। পর্যটকদের জন্য আনাচেকানাচে গড়ে উঠেছে একাধিক হোটেল। আর সেখানেই চলছে মধুচক্রের আসর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, শনিবার দুপুরে ডাযমন্ড হারবার থানা ও মহিলা থানার ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিকদের নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশবাহিনী ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে থাকা একটি বেসরকারি হোটেলে হানা দেয়। অভিযানে পর্দা ফাঁস হয় মধুচক্রের। বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বেশ কিছুদিন আগে ডায়মন্ড হারবারের হোটেলে মধুচক্রের আসর বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এদিন দুপুরে ফের খবর আসে শহরের একটি হোটেলে মধুচক্র চলছে। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ মধুচক্রের আসর থেকে ২০ জন মহিলা-পুরুষকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতদের রবিবার ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে তোলা হবে। মধুচক্রের আসর বন্ধ করতেই হোটেলগুলিতে যখন তখন পুলিশি অভিযান চালানো হবে বলেও আধিকারিকরা জানান।

বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুন ঃ ব্যক্তি এক। পরিচয় দুই। কখনও ভারতীয়, কখনও বাংলাদেশি। ভারতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে এদেশে প্রবেশ করতে গিয়ে এমনই এক বাংলাদেশিকে ধরেছে মহদিপুর ইমিগ্রেশন পয়েন্ট অথরিটি। নির্দিষ্ট অভিযোগ জানিয়ে ধৃতকে ইংরেজবাজার থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃত বাংলাদেশিকে আজ সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদনে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ছয় দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর করেন। ধৃত তরুণের ভারতীয় নাম সেলিম শেখ (৩১)। বাড়ি মুর্শিদাবাদের কালুখালি এলাকায়। ওই তরুণই আবার বাংলাদেশের রাজশাহী এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ দিলওয়ার (৩০) নামে সেখানে পরিচিত। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সেলিম শেখ নাম ব্যবহার করে ওই তরুণ ভারতবর্ষে প্রবেশের চেষ্টা করেন। ইমিগ্রেশনের চেকিংয়ে তার হেপাজত থেকে একটি বাংলাদেশি আইডেন্টিটি কার্ড বাজেয়াপ্ত হয়। এরপরেই অ্যান্বাসি থেকে ওই ব্যক্তির পরিচয় যাচাই করা হয়। সামনে আসে মহম্মদ দিওয়ারের পরিচয়। ইংরেজবাজার থানায় নির্দিষ্ট অভিযোগ করে ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেয় মহদিপুর ইমিগ্রেশন পয়েন্ট অথরিটি। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, ধৃতের হেপাজত থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট, ভিসা সহ কিছু ভারতীয় টাকা। উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশি পরিচয়পত্রও।

OFFICE OF THE
AHIRAN GRAM PANCHAYAT
Vill- Ahiran, P.S- SUTI, Dist-Murshidabad, PIN-742223
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 04/E-Tender/2025-26
Online percentage rate Two cover system tenders for the total **10(Ten)Nos.** works are hereby invited by the undersigned from the resourceful, bonafide, experienced Contractors, Registered Societies. Date & Time of submission of Bids up to **28.06.2025 at 16.00 Hrs**. Date & Time for opening Technical Bid **30.06.2025 at 16.00 Hrs**. For Details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Prodhan
Ahiran Gram Panchayat

খাওয়া-দাওয়া

চিনির বদলে খাবারে গুড় , নিয়ম মেনে না খেলে বিপদ বাড়বে

জেন জেড দারুণ স্বাস্থ্যসচেতন। একদম ক্যালোরি মেপে খাওয়াদাওয়া, নিয়মিত ঘড়ি ধরে

ওয়ার্কআউট। ঝকঝকে লুক বজায় রাখতে কোনও উপায়ই হাতছাড়া করে না। ডায়েটে নিত্যদিন কোনও না কোনও বদল আসে তরুণ-তরুণীদের। তেমনই একটি পরিবর্তন হয়েছে খাবারের একটি উপকরণে। রান্না বা অন্য কোনও খাবার তৈরিতে চিনির বদলে ইদানীং গুড় ব্যবহার করছেন কেউ কেউ। তাতে শরীরে ক্যালোরির পরিমাণও কমে, আবার খাবার নাকি আরও সুস্বাদু হয়। এখন তাই বহু গেরস্থের রান্নাঘরেই সাদা দানা বাদ দিয়ে খয়েরি গুঁড়োর মিষ্টি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু জানেন কি এই বিকল্প উপকরণটিও বুঝেশুনে না খেলে চিনি খাওয়ার মতোই বিপদ হতে পারে? গুড়ের সঠিক ব্যবহার তাই জেনে নিন। কথায় আছে, যত গুড় তত মিষ্টি। আপনি কিন্তু সে কথায় মোটেই ভুলবেন না। খাবারের স্বাদ বাড়াতে ইচ্ছেমতো গুড় ঢাললে বিপদ। পুষ্টিবিদরা চিনি আর গুড়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে জানাচ্ছেন, যতই গুড় প্রাকৃতিক মিষ্টত্বে ভরা আর নির্ভেজাল হোক, পরিমিত ব্যবহারই স্বাস্থ্যকর। বলা হচ্ছে, গুড় 'মেডিসিনাল সুগার'। চিনির চেয়ে গুড়ে ক্ষতি ঢের কম। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ করণ সারিন বিশ্লেষণ করে বলছেন, চিনি হল খাঁটি সুক্রোজ (গ্লুকোজের আরেক রূপ)। কিন্তু গুড়ের মধ্যে খনিজ পদার্থ রয়েছে। মিষ্টির পাশাপাশি আয়রন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়ামও শরীরে প্রবেশ করে। সেইসঙ্গে গুড় অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে। তাতে শরীরের ক্যালোরি বার্ন ভালো হয়। কখনও কখনও শুধুমাত্র মিষ্টত্বের উপাদান বাদেও তা ব্যবহার করা হয় পুষ্টিকর উপাদান হিসেবে। এদিকে আবার তাই বলে গুড়ের যথেচ্ছ ব্যবহার মোটেও ঠিক নয়। পুষ্টিবিদ করণের ব্যাখ্যা, যাঁদের ডায়বেটিস রয়েছে, নিয়মিত ইনসুলিন নিতে হয় তাঁদের জন্য কিন্তু চিনির মতোই গুড়ও বিপজ্জনক হতে পারে। মনে রাখতে হবে, দিনশেষে আসলে আপনার শরীরে কিন্তু মিষ্টিই ঢুকছে। ক্যালোরির হিসেব করলে ৬৫ থেকে ৯০ শতাংশ সুক্রোজ থাকে গুড়ে, যা প্রায় চিনির সমান। তবে এই উপকরণটি হজম করা সহজ। আর সেখানেই চিনির চেয়ে গুড় এগিয়ে। সুতরাং, ডায়েটের জন্য গুড় খাচ্ছেন, ঠিক আছে। তবে সবদিক দেখেশুনেই কিন্তু তা খান। নইলে চিনি এড়িয়েও বিশেষ সুবিধা হবে না।

ইউনেস্কোর বিশেষ স্বীকৃতির জন্য মনোনীত লখনউ-র খাবার

প্রায় সবারই সব দিক থেকেই লখনউ বড় পছন্দের শহর। বিশেষ করে যারা আমুদে তাদের জন্য এই শহর তো একপ্রকার আমোদপ্রমোদের বিশেষ স্থান বলা যায়। বিভিন্ন স্থাপত্যের নানা স্মৃতিবিজড়িত ইতিহাস, অন্যদিকে নবাবি খানাপিনা সব মিলিয়েই কিন্তু নবাবের শহর পর্যটকদের কাছে বড় আপন। সম্প্রতি ইউনেস্কোর 'সিটি অফ গ্যাস্ট্রোনমি'র তালিকায় মনোনীত হয়েছে নবাবের শহর লখনউ। স্বীকৃতি মিললে লখনউয়ের মুকুটে যোগ হবে আরও এক পালক। তবে নিজের ঐতিহ্য ধরে রাখতে এ শহরের কোনও ভাটা পড়েনি। তাই এই শহরে গেলে উদরপূর্তি কিন্তু অবশ্যই করতে হবে। অবশ্যই চেখে দেখবেন জেনে নিন কি কি- টুন্ডে কাবাবিঃ লখনউ বেড়াতে গেলে কাবাব ট্রাই করা কিন্তু মাস্ট। আর তাই অবশ্যই টুন্ডে কাবাব ট্রাই করতে হবে। এই কাবাব না খেলে কিন্তু জানবেন আপনার লখনউ বেড়ানো সম্পূর্ণ হল না। মাংসের কিমা, বিভিন্ন মশলা ও পেঁপে দিয়ে তৈরি এই টুন্ডে কাবাব মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে।

গলৌটি কাবাবঃ লখনউয়ের গলৌটি কাবাব লখনউয়ের বিভিন্ন রকমের কাবাবের মধ্যে জনপ্রিয়। নবাবদের পছন্দের এই কাবাব না খেলে বড় মিস করবেন। তাই লখনউয়ে ফুড ওয়াকে গেলে এই কাবাব থাকা দরকার।

লখনউয়ি বিরিয়ানিঃ স্বাদে, গন্ধে ও ঐতিহ্যে ভরপুর লখনউয়ি বিরিয়ানি নবাবের শহরের সিগনেচার ডিশ। যার সঙ্গে রয়েছে নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের নিবি। যোগ রয়েছে। তাঁর হাত ধরেই লখনউয়ি বিরিয়ানির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল কলকাতা। তাই লখনউয়ের এই সিগনেচার ডিশ নবাবের শহরে গেলে কিন্তু চেখে দেখতেই হবে।

নিহারিঃ লখনউয়ের আরও এক বিশেষ খাবার নিহারি। যা চাখতে আপনাকে চলে যেতে হবে চক এলাকার গলিতে। সেখানে রহিম হোটেলের বিখ্যাত নিহারি এখানকার কাবাব ও বিরিয়ানির মতোই ঐতিহ্যবাহী খাবার। যা রাজদরবারে ফজরের নামাজের পর পরিবেশন করা হত। এই স্বাদু খাবারও কিন্তু লখনউ গেলে অবশ্যই চাখতে হবে।

ফিরনিঃ তবে শুধুই যে বিরিয়ানি বা মাংসের নানা সুস্বাদু পদ রয়েছে, এমন নয়। লখনউয়ে কিন্তু গেলে আপনি পাবেন বিভিন্ন স্বাদের মিষ্টিও। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিস্টি হল ফিরনি। বিভিন্ন স্বাদের খাবার খাওয়ার পর মুখমিষ্টি করেই শেষ করুন নবাবের শহরে আপনার ফুড ওয়াক। চেখে দেখুন স্বাদে ভরপুর ফিরনি। যা এখানকার ঐতিহ্যবাহী এক মিষ্টান্ন।

কাজেই বুঝতে পারছেন লখনউ গেলে কিন্তু এই খাবারগুলি একেবারেই মিস করা উচিত হবে না। তবে এগুলি ছাড়াও লখনউয়ের বহু স্বাদের খাবার পাবেন নবাবের শহরে। তাই দেরি না করে বেড়িয়ে পড়ুন।

রথযাত্রায় বাড়িতেই চটজলদি বানিয়ে ফেলুন স্পেশাল মিষ্টি

রথের রশিতে টান প।তে হাতে আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। জগন্নাথদেবের আরাধনা করেই এদিন ভক্তরা উৎসবের সূচনা করে। এই বিশেষ তিথিতে জগন্নাথদেবের প্রসাদের থালা সাজে বিভিন্ন রকমের মিষ্টিতে। এর মধ্যে প্রথমে যা থাকে তা হল জিলিপি। এই রথে দোকান থেকে না কিনে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন সুস্বাদু জিলিপি এবং উখুদা। জেনে নিন এর রেসিপি।

উপকরণঃ জিলিপি বানানোর জন্য লাগবে- ২-৩ কাপ ময়দা, ইস্ট-২ চামচ, টক দই- ৫ টেবিল চামচ, চিনি- ১- ২ চা চামচ, নিন-স্বাদমতো, তেল- প্রয়োজনমতো, কর্নফ্লাওয়ার- ৪ টেবিল চামচ, জল (ঈষদুষ্ণ)- প্রয়োজন মতো,জিলিপি সুন্দর রঙের করতে তাতে ফুডকালারের বদলে ব্যবহার করতে পারেন এক চিমটে হলুদ।

চিনির রস বানানোর জন্য লাগবে- জল ৩-৪ কাপ, গুড়- ২ কাপ, চিনি-১ কাপ, ঘি- ১-২ টেবিলচামচ, গোলাপজল ১চা চামচ, এলাচ-৩টি, লেবুর রস- ১চা চামচ।

প্রণালীঃ প্রথমে ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, ইস্ট, চিনি, তেল নুন ও দই একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ৩-৪ ন্টা রেখে দিন। মিশ্রণটি মজে গেলে তা জিলিপি বানানোর জন্য ব্যবহার করুন। প্রথমে জিলিপির জন্যও বানিয়ে নিন চিনির রস। প্রথমে একটি পাত্রে জল, গুড়, চিনি ও অন্যান্য উপকরণগুলি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে তা

ফুটিয়ে নিন। ভালোভাবে ফুটে চিনির রস গাঢ় হয়ে এলে সরিয়ে রেখে দিন। এরপর কড়াইতে তেল গরম করে নিয়ে একটি পাইপিং ব্যাগে জিলিপির মিশ্রণ ভরে জিলিপির আকারে গরম তেলে ওই মিশ্রণ দিয়ে ভেজে নিন। জিলিপি ভাজা হয়ে গেলে তা চিনির রসে ডুবিয়ে কিছুক্ষণ রেখে পরিবেশন করুন আপনার পছন্দের রথযাত্রা স্পেশাল জিলিপি। জিলিপি ছাড়াও যদি রথে জগন্নাথ দেবের পছন্দর ভোগ বাড়িতে বানিয়ে নিতে চান তাহলে বানাতে পারেন চটজলদি উপায়ে 'উখুদা বা 'গোপাল বল্লভভোগ'। এই প্রসাদ জগন্নাথদেবের সকালের খাবার। যা পুরীর মন্দিরে সকাল ৮.৩০ নাগাদ নিবেদন করা হয়। জেনে নিন কীভাবে বাড়িতে তৈরি করবেন এই ভোগ।

উপকরণঃ উখুদা বানানোর জন্য লাগবে- ভাজা ধান ৩-৪ কাপ, গু।- ১ কাপ, জল- প্রয়োজনমতো, ঘি- ১ চা চামচ, শুকনো নারকেল।

প্রনালীঃ প্রথমে একটি পাত্রে ১ কাপ গুড় ও ৩-৪ টেবিল চামচ জল দিয়ে কম আঁচে গরম করে নিন। ফুটে এলে তা নামিয়ে তাতে কিছুটা জল দিন। এরপর এতে ভাজা ধান, ঘি, শুকনো নারকেল দিয়ে কম আঁচে ভাল করে মিশিয়ে নিন। হয়ে গেলে তা এবার একটি পাত্রে ঢেলে ঠান্ডা করে একটি পাত্রে ঢেলে রাখুন। ব্যস তৈরি হয়ে যাবে 'উখুদা বা 'গোপাল বল্লভভোগ'।

দক্ষিণী স্টাইলে খিচুড়ি বানিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে রথে

যে কোনও একটা মাছের পদ সঙ্গে ভাত হল বাঙালির কমফর্ট ফুড। একটু বৃষ্টি পড়লেই সেই কমফর্ট ফুড ভাত, ডাল, মাছের বদলে হয়ে যায় খিচুড়ি। বৃষ্টির দিনে চালে-ডালে দুটো বসিয়ে দুপুরে সেটাই পছন্দের যেকোনও ভাজা দিয়ে খেয়ে উদরপূর্তি করতে বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। অনেক তো বাঙালি স্বাদের খিচুড়ি খাওয়া হয়েছে। রান্না নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালোবাসলে এই বর্ষায় বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারেন দক্ষিণী স্বাদের খিচুড়ি। কর্নাটকের শতাব্দীপ্রাচীন জনপ্রিয় পদ যার নাম 'বিসি বেলে বাথ'। কর্নাটকের খাবারকে আপন করে নিতে চান, রইল রেসিপি।

উপকরণঃ এই খিচুড়ির মশলা তৈরির জন্য লাগবে আধ কাপ ছোলার ডাল, ২ টেবিল চামচ বিউলির ডাল, ২ টেবিল চামচ জিরে, ২ টেবিল চামচ পোস্ত দানা, সাদা তিল, আধ চা চমচ গোটা গোলোমরিচ, মেথি দানা, আধ কাপ গোটা ধনে, ৬টি ছোট এলাচ, ১ চা চামচ তেল, হলুদ গুঁড়ো, ১০-১২টি শুকনো লঙ্কা, লবঙ্গ ৩-৪টি, হিং প্রয়োজনমতো, আধ কাপ শুকনো নারকেলের টুকরো।

খিচুড়ি রান্নার জন্য লাগবে- ৪ কাপ অড়হর ডাল, এ কাপ চাল, ২-৩টে গাজর (টুকরো করে কেটে নেওয়া) বিনস, ২টি মাঝারি মাপের আলু, প্রয়োজনমতো জল, তেল, হলুদ গুঁড়ো, ৩-৪ টেবিল চামচ ঘি, পেঁয়াজ ১টি, রসুন ২-৩ কোয়া, তেঁতুল ২-৩ চা চামচ।

প্রণালীঃ প্রথমে এই খিচুড়ির জন্য বানিয়ে নিতে হবে মশলা। একটি পাত্রে শুকনো খোলায় ভেজে নিন মশলা তৈরির সব কটি উপকরণ। ভাজা হয়ে গেলে তাতে একে একে এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, গোটা গোলমরিচ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে সমস্ত উপকরণগুলি আলাদা একটি পাত্রে রাখুন। এবার তেল গরম করে নিয়ে তাতে শুকনো লঙ্কা ও শুকনো নারকেল দিয়ে ভাল ভাবে ভেজে নিয়ে সরিয়ে রেখে দিন। ঠান্ডা হলে সব মশলা একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। তৈরি হয়ে যাবে আপনার বিসি বেলে বাথের মশলা। এটি রাখুন ঢাকা বন্ধ কৌটোয়।

এরপর খিচুড়ি তৈরির জন্য চাল, ডাল ও সমস্ত সবজি, ৫-৬ কাপ জল, তেল, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। সিদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ তা রেখে দিয়ে কুকার থেকে বের করুন। এরপর কড়াইতে ঘি ও কাজু বাদাম সামান্য ভেজে নিয়ে তাতে সরষে, কারিপাতা, শুকনো লঙ্কা ও হিং দিয়ে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে তাতে দিন টমেটো, ক্যাপসিকাম, কড়াইশুঁটি, নুন। এরপর তাতে যোগ করুন তেঁতুল ও গুড়। অল্প জল দিয়ে ফুটে উঠলে সিদ্ধ করে রাখা চাল, ডাল ও সবজি তৈরি করা মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এরপর এতে প্রয়োজন মতো জল দিয়ে উপর থেকে বাদাম, ধনেপাতা দিয়ে সাজিয়ে সামান্য ঘি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন ভিন্ন স্বাদের এই খিচুড়ি 'বিসি বেলে বাথ'। তার পরে পরিবেশন করতে পারেন। দেখবেন সকলেরই বালো লাগবে।

ইরানের আকাশে চিনা বিমান কেন, এবার কি তেহেরানের পাশে দাঁড়াচ্ছে বেজিংও?

ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধ না থামলে সেটা যে বিশ্বযুদ্ধের আকার নিতে পারে, সেটা কারও অজানা নয়। সেই

আশঙ্কা আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিল কয়েকটি রহস্যময় চিনা বিমান। আমেরিকার সংবাদমাধ্যম দাবি করছে, চিনের অন্তত পাঁচটি বোয়িং ৭৪৭ বিমান বেজিং থেকে উড়ে গিয়েছে ইরানের দিকে। ওই বিমানগুলিতে যাত্রী বা পণ্য দুইই পরিবহণ করা যায়। আদৌ ওই বিমানগুলি ইরানে গিয়েছে নাকি অন্য কোথাও? তাই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

বিমান চলাচলের উপর নজরদারি চালানো সংস্থা 'ফ্লাইটরেডার২৪' দাবি করছে, বিমানগুলি উত্তর চিন থেকে উড়ে কাজাকিস্তানের দিকে যায়। তার পর দক্ষিণে বাঁক নিয়ে উজবেকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান পৌঁছোয়। সেগুলির অভিমুখ ছিল ইরানের দিকে। বিমানগুলিকে ইরানের আকাশসীমায় দেখা গিয়েছে। তবে সেগুলি ইরানেই রয়েছে, নাকি অবতরণের পর অন্য কোথাও গিয়েছে স্পষ্ট নয়। ওই প্রতিবেদনেই দাবি করা হয়েছে, বিমানগুলি নাকি লুক্সেমবার্গ যাচ্ছিল। কিন্তু সেটা হলে ওই বিমানগুলিকে ইউরোপের আকাশে দেখা যাওয়ার কথা। কোনওভাবেই ইরানের আশেপাশে নয়। এখানেই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। তাহলে কি বোয়িং ৭৪৭ বিমানগুলি পাঠিয়ে চিন তেহেরানের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিল নাকি। ভূরাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের তেমনই ধারণা। সংবাদ মাধ্যমের দাবি, ওই বিমানগুলিতে যাত্রী পরিবহণ কিংবা পণ্য পরিবহণ দুইই ব্যবহার করা হয়। এগুলি যুদ্ধবিমান নয়। তবে চিন ওই বিমানে খাদ্য, অস্ত্র কিংবা অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী চিন ইরানে পাঠাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ওই রিপোর্ট সত্যি হলে, ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের নিরিখে সেটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে। ইতিমধ্যেই রাশিয়া খোলাখুলিভাবে ইরানের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছে। এবার যদি চিনও তেহেরানের পাশে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে ইজরায়েল বা আমেরিকাকে চাপে পড়তে পারে। বিশ্বযুদ্ধের যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেটাও প্রবল হতে পারে।

ইরানে হামলা করতে প্রস্তুত আমেরিকা! কতদিনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

২১ জুন ঃ ইরানে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত আমেরিকা! এমনকী তেহেরানকে নিশানা করার পরিকল্পনায় গোপনে নাকি সায়ও দিয়ে ফেলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু হামলার চূড়ান্ত ছাড়পত্র তিনি দেননি। এমন কথা আগেই শোনা যাচ্ছিল। এবার হোয়াইট হাউসের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে তেহরানে হামলার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তি চলেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের এক বার্তার উদ্ধৃতি দিয়ে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লিভিট সাংবাদিকদের বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে ইরানের সঙ্গে আলোচনা হতে পারে বা নাও পারে। দুই দিকেই যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকায়, আগামী দুই সপ্তাহের ভিতরে আমি সিদ্ধান্ত নেব যে আমি এটা করব কিনা। সেই সঙ্গেই লিভিট জানিয়েছেন, ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক পথে সমাধানের জন্য হাঁটতে প্রস্তুত। তবে তাঁর আসল লক্ষ্যই হল যেনতেন প্রকারেণ তেহরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে আটকানো। তাঁর কথায়, প্রেসিডেন্ট সব সময়ই কূটনৈতিক সমাধানে আগ্রহী। তিনি শান্তিরক্ষার মূল কাণ্ডারী। যদি এক্ষেত্রে কূটনৈতিক পথে সমস্যা মাধানের সুযোগ থাকে উনি সেটা নিতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রয়োজন পড়লে বলপ্রয়োগ করতেও উনি ভীত নন। ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধে সরাসরি নিজেদের যুক্ত করা থেকে বিরত রেখেছে আমেরিকা। কিন্তু গত কয়েক দিনে ট্রাম্পের একের পর এক মন্তব্যে জল্পনা বেড়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এবার কি সেই অবস্থান থেকে সরে আসতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প? ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইরানে হামলার পরিকল্পনায় সায় দিয়ে দিয়েছেন।

নোবেল দেওয়া নিয়ে পাক প্রস্তাব, আক্ষেপের সুর ট্রাম্পের গলায়

ওয়াশিংটন, ২১ জুন ঃ শান্তিতে নোবেল পাওয়ার সুপ্ত বাসনা যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের, সেটা কমবেশি সকলেই জেনে গেলেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আশাবাদী নন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ' পাকিস্তান নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম মনোনীত করলেও তাঁকে ওই সম্মান দেওয়া হবে না বলেই মনে করছেন তিনি। কটাক্ষের সুরে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, ওরা আমাকে নোবেল দেবে না। ওটা শুধু উদারবাদীদের দেওয়া হয়।

এর আগে ২০২০ সালে একবার নোবেল পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করা হয়েছিল। সেবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নোবেল পাননি। ট্রাম্প মনে করছেন, যোগ্য হলেও এবারও তাঁকে বঞ্চিত করা হবে। ওই পুরস্কার পাওয়া নিয়ে আক্ষেপের কথা শুনিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলে গিয়েছেন, ইতিমধ্যেই অন্তত চার-পাঁচটা নোবেল তাঁর ইতিমধ্যেই পাওয়া উচিত ছিল। তিনি ভারত পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেছেন। কঙ্গো, রোয়ান্ডার মধ্যে শান্তি স্থাপন করেছেন। সার্বিয়া-কসোভোর যুদ্ধ থামিয়েছেন। মিশর-ইথিয়োপিয়ার মধ্যে শান্তি বজায় রেখেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলছেন, ওদের উচিত কঙ্গ ও রোয়ান্ডার ঝামেলা মেটানোর জন্য আমাকে নোবেল দেওয়া। কিংবা সার্বিয়া-কসোভোর সমস্যা মেটানো, এরকম অনেক কিছুর জন্যই আমার নোবেল পাওয়া উচিত। ট্রাম্পের কথায়, সবচেয়ে বড় যে যুদ্ধটা থামিয়েছি সেটা হল ভারত ও পাকিস্তানের। আমার মনে হয় আমার ৪-৫ বার নোবেল পাওয়া উচিত ছিল। এরপরই তাঁর আক্ষেপ, কিন্তু ওরা আমাকে নোবেলটা দেবে না। ওটা ওরা শুধু উদারপন্থীদের দেয়।

উল্লেখ্য, শনিবারই নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম সুপারিশ করে বিবৃতি দিয়েছে পাকিস্তান। পাক সরকারের তরফে সোশাল মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে, কৌশলী কূটনীতিতে ভারত ও পাকিস্তান, দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে সমঝোতায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর হস্তক্ষেপেই সংঘর্ষবিরতি সম্ভব হয়েছে। তাই ২০২৬ সালের নোবেল পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য দাবিদার মার্কিন ট্রাম্পই।

২১.০৬.২০২৫ তারিখে এসইআর সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগ অধিবেশনে যোগদানকারী দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, প্রধান বিভাগীয় প্রধান এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে, ২১ জুন, ২০২৫ তারিখে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের কর্মী বিভাগের তত্ত্বাবধানে গোরখপুর সদর দপ্তর, তিনটি বিভাগ, প্রধান স্টেশন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিজেল লবি এবং রেলওয়ে স্টেডিয়ামে যোগব্যায়াম কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। গোরখপুর সদর দপ্তরে অবস্থিত রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী ডি.কে. সিং-এর নেতৃত্বে, প্রধান বিভাগীয় প্রধান এবং ঊর্ধ্বতন রেল কর্মকর্তারা যোগব্যায়াম অনুশীলন করেন। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী ডি.কে. সিং প্রদীপ জ্বালিয়ে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। যোগ প্রশিক্ষক ড. জয়ন্ত নাথ এবং ববিতা এবং অনুপমা যোগব্যায়াম প্রদর্শন করেন এবং জনগণকে তা অনুসরণ করতে বাধ্য করেন।

আজ ২১.০৬.২০২৫ তারিখে মেট্রো রেলওয়েতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়েছে। এই বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হল এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, সকল প্রধান বিভাগীয় প্রধান, অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরা আজ সকালে মেট্রো রেল ভবনে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীও বিশাখাপত্তনমে এই যোগাভ্যাসে উপস্থিত ছিলেন। শ্রী রেড্ডি সকলকে সুস্থ ও সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিন যোগব্যায়াম অনুশীলন করার পরামর্শ দেন।

দাতারাম বাজারে কংগ্রেসের সভায় হামলা, আহত কয়েকজন

উদয়পুর, ২১ জুন ঃ দাতারাম বাজারে কংগ্রেসের সভায় দুষ্কৃতকারীদের হামল। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রচুর সংখ্যায় পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। শনিবার বিকালে গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমাযর দাতারাম বাজারে কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, কংগ্রেস নেতা মিলন কর, গোমতী জেলার কংগ্রেস সভাপতি টিটন পাল সহ ছাত্র- যুব নেতৃত্বরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, আর কয়েক মাস পর দলে দলে কংগ্রেসে এসে রাজ্যের মানুষ সামিল হবে। কংগ্রেস মানুষকে নিয়ে চলতে চায়। কংগ্রেস মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে না। জাত বা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না। কংগ্রেস মানুষকে ভালবাসতে জানে। মানুষকে পাশে নিয়ে কাজ করতে চায়। এই বক্তব্য রাখার পর হঠাৎ শাসক দল বিজেপি আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতি সংঘবদ্ধ ভাবে এসে সভাকে বানচাল করার জন্য কংগ্রেস নেতাদের গাড়ি ভাঙচুরেরর চেষ্টা চালানো হয়। এতে বেশ কয়েক জন কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকরা আহত হয়েছে বলে খবর। ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকা সত্ত্বেও হয়েছে গন্ডগোল।

শিবপুরী,বজ্রপাতে মৃত ২, জখম ২

শিবপুরী, ২১ জুন ঃ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আর দুজন গুরুতর আহত হন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে শিবপুরী জেলার খানিয়াধান থানা এলাকার দেওরি সিনাওয়াল গ্রামে। বৃহস্পতিবার গ্রামে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়। মাঠে কাজ করার সময় কৃষক মেওয়ালাল লোধি (৬২), কৈলাস লোধি (৫০), রামনিবাস কুশওয়াহা (৫০) এবং রঘুবর লোধি (৬০)-র ওপর বজ্রপাত হয়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মেওয়ালাল এবং কৈলাস ঘটনাস্থলেই মারা যান, আর রামনিবাস এবং রঘুবর গুরুতর আহত হন। আহতদের তড়িঘড়ি খানিয়াধানের কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। একসাথে দুই কৃষকের মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার খবর পেয়ে খানিয়াধানা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

বাবারা শক্তি, স্থিতিশীলতা ও অটল প্রতিশ্রুতির প্রতীক

২১ জুন ঃ বাবারা প্রায়শই শক্তি, স্থিতিশীলতা ও অটল প্রতিশ্রুতির প্রতীক হয়ে পরিবারের নীরব ভরসা হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকেন । তারা ব্যক্তিগত ও পেশাগত দায়িত্বের ভারসাম্য নিখুঁতভাবে রক্ষা করেন তিনি , নিঃশব্দে পরিবারের কল্যাণ ও ভবিষ্যকে অগ্রাধিকার দেন।এই ফাদার্স ডে-তে, এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স নিয়ে আসলো পাপা ভুলতে নেহি , তাদের পাপাহ্যানা ডিজিটাল ক্যাম্পেনের অন্তর্গত একটি মন ছুঁয়ে যাওয়া ডিজিটাল ভিডিও কনটেন্ট। এই ফ্লিমে ফুটে উঠেছে পিতৃত্বের নীরব শক্তি ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতি। স্নেহ, শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার প্রতিদিনের মুহূর্তগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি এই ভিডিওটি সেই সব বাবাদের প্রতি এক আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য, যারা অগণিত ভূমিকা পালন করেও কখনোই প্রিয়জনদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যান না। গল্পটি শুরু হয় তিনজন বাবার পেশাগত জগৎ থেকে - একজন হকি কোচ, একজন বনবিভাগের কর্মকর্তা এবং একজন আর্কিটেক্ট - প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করছেন। একজন স্ট্রাইকারকে নির্দেশ দিচ্ছেন, রেঞ্জারদের ব্রিফ করছেন বা রাস্তার নির্মাণকাজ তদারকি করছেন - প্রতিটি দৃশ্যে তাদের কাজই কেন্দ্রে থাকে, যা নির্দেশনা, শৃঙ্খলা এবং সংকল্পের প্রতীক হয়ে ওঠে।একটি নিখুঁত ম্যাচ কাট দৃশ্যে, সেই একই হাতগুলো কাজের জায়গা থেকে ঘরের আদর-যত্নে মসৃণভাবে রূপান্তরিত হয় - কখনও শিশুকে কোলে তুলে নিচ্ছে, কখনও খেলনার জাদুদণ্ড নাড়ছে, কখনও বা ব্লকের তৈরি টাওয়ার দেখে মুগ্ধ হচ্ছে। এই পার্থক্য সূক্ষ্ম হলেও গভীরঃ যারা কর্তৃত্বের সঙ্গে নেতৃত্ব দেন, তারাই ভালোবাসা দিয়ে স্নেহও করেন।

ভারতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে সর্বাধিক টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙলেন ঋষভ পন্ত

কলকাতা, ২১জুন ঃ শনিবার লিডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজের প্রথম ম্যাচে ঋষভ পন্থ তার সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরি করে ভারতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে দীর্ঘতম ফর্ম্যাটে সর্বাধিক সেঞ্চুরির এমএস ধোনির রেকর্ড ভেঙে দিলেন। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ধোনি টেস্ট ক্রিকেটে ছয়টি সেঞ্চুরি করেছিলেন। ২০১৮ এবং ২০২২ সালে সেঞ্চুরির পর ইংল্যান্ডে এটি ছিল পন্থের তৃতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি। টেস্টে সর্বাধিক সেঞ্চুরি করা ভারতীয় উইকেটরক্ষক-ঋষভ পন্থ-৭, এমএস ধোনি-৬,ঋদ্ধিমান সাহা-৩, টেস্টে সর্বাধিক সেঞ্চুরি করা উইকেটরক্ষকঃ অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (অস্ট্রেলিয়া)-১৭,অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার (জিম)-১২,লেস আমেস (ইংল্যান্ড) -৮।

Name Change

I,Gobind Das mohta son of Narayan Das Mohta,residing at DC-2/5,Deshbandhu nagar,Baguiati,North 24Parganas,Pin-700059, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Govind Das Mohta declared before the Ld.1st class judicial magistrate at Kolkata,dated 18.06.2025.affidavit no 4210.Gobind Das mohta and Govind Das Mohta both are same and one identical person.

Name Change

I,Gobinda Das mohta son of Narayan Das Mohta,residing at DC-2/5,Deshbandhu nagar,Baguiati,North 24Parganas,Pin-700059, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Govind Das Mohta declared before the Ld.1st class judicial magistrate at Kolkata,dated 18.06.2025.affidavit no 4211.Gobinda Das mohta and Govind Das Mohta both are same and one identical person.

তৈরি মাস্টার প্ল্যান! উত্তরবঙ্গে পেতে চলেছে নতুন চিড়িয়াখানা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২১ জুন ঃ শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কের ন্যায় দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলার

পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে চিড়িয়াখানা তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রের অনুমোদন মিললেই পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে বন দফতর সূত্রে জানা গেছে। এই নতুন জু তৈরি হলে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা, মাদারিহাট সহ ডুয়ার্সে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে করছে এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। বাম আমলে ২০০৫ সালে খুলেছিল দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রটি। তৎকালীন রাজ্যের বনমন্ত্রী ও ফালাকাটা বিধায়ক যোগেশ বর্মণের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রটি। এই সময় বিভিন্ন সার্কাস থেকে উদ্ধার হওয়া কয়েকটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এই দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এছাড়া লোকালয় থেকে উদ্ধার হওয়া বেশকয়েকটি লেপার্ড নিয়ে আসা হয় এই দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে। সেই সময় ব্যাটারি চালিত গাড়িতে এই দক্ষিণ খয়েরবাড়ি পর্যটকদের ঘোরানো ব্যবস্থা করা হত। এছাড়া এই দক্ষিণ খয়েরবাড়ি জঙ্গলে ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়ি তোর্ষা নদীতে বোটিং-এর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ধীরে ধীরে নিজের গড়িমা হারিয়ে ফেলতে থাকে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র। এক এক করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মৃত্যুর ফলে কমতে থাকে এই কেন্দ্রে বাঘের সংখ্যা। শেষ পর্যন্ত এখানে ছিল সুন্দরবন থেকে আনা কুমিরের হানায় আহত বাঘ রাজা। দীর্ঘদিন এই দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে ছিল রাজা। পরবর্তীতে রাজার মৃত্যুর পর এই দক্ষিণ খয়েরবাড়ি কেন্দ্রে আর কোনও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নেই। বর্তমানে বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া কয়েকটি লেপার্ড আছে এই কেন্দ্রে। দক্ষিণ খয়েরবাড়ি কেন্দ্রটি উন্নয়ন হোক দীর্ঘ দিনের দাবি এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীদের ও স্থানীয়দের। এই দক্ষিণ খয়েরবাড়ি কেন্দ্রকে চিড়িয়াখানা করা হবে। তার মাস্টারপ্ল্যান ইতিমধ্যেই কেন্দ্রে কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানান জলদাপাড়া ডিএফও প্রবীণ কাশোয়ান।

ঝা চকচকে বিল্ডিং, ডাক্তার - নার্স থাকলেও কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না মানুষ ! অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুন ঃ গাজোল গ্রামীন হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। স্বাভাবিক ভাবেই বহু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যোগ দিয়েছেন এই হাসপাতালে। তাই শুধু গাজোল ব্লক নয়, গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার জন্য ছুটে আসেন উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বহু মানুষ। কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকলেও বহু বিভাগে এখনো পরিকাঠামোর অভাবের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা মিলছে না। হাসপাতাল প্রচুর জায়গা রয়েছে। আমজনতা চাইছেন হাসপাতাল পরিসরে নতুন করে গড়ে তোলা হোক মাতৃমা বিভাগ। এছাড়াও ট্রমা কেয়ার সেন্টার এবং বন্ধ হয়ে থাকা ব্লাড স্টোরেজ ইউনিটটি দ্রুত চালু করার দাবি জানিয়েছেন তারা। রোগীর আত্মীয়রা জানান- এখন হাসপাতাল অনেক বড় হয়েছে। প্রচুর ডাক্তারবাবু এসেছেন। প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুও রয়েছেন। কিন্তু দুঃখের কথা এখানে সিজার হয় না। নরমাল ডেলিভারি এখানে হয়। সিজার করতে গেলে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছে। গাজোল থেকে মালদার দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার সময় লাগেও ৪০ মিনিট থেকে এক ঘন্টা যদি এখানে মাতৃমা বিভাগ চালু করা হয় তাহলে আমাদের এলাকা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর লাগোয়া এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হবেন। বর্তমানে হাসপাতালে শল্য চিকিৎসক, স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ, অ্যানস্থেসিস্ট সহ বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাব থাকার জন্য এখানে সিজার বা অপারেশন কিছুই হচ্ছে না। এই বিষয়ে গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানান, গাজোলের স্টেট জেনারেল হসপিটাল কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ টাকায় তৈরি যেটি ১০০ ফিটের কোভিড হসপিটাল বর্তমানে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কাজকে সামনে আনতে চান না তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গাজোল সফরে এসে হসপিটাল ভবন তৈরি হওয়ার পর সেটা স্টেট জেনারেল হসপিটাল বলে ঘোষণা করেন কিন্তু পরবর্তী দেখা গেল যে সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছেনা। আসলে তৃণমূলের সরকার ও তাদের নেতারা প্রচারের আলোই সবকিছু করতে চায় পরিষেবা দিতে তারা ব্যর্থ । গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন বলেন, বিজেপির কাজ অভিযোগ করা। আমাদের সরকার রাস্তা থেকে পানীয় জল, শিক্ষা থেকে এমন কি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছে। কিছু সমস্যা রয়েছে সেই বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই সিএমও এইচ, ডিএম সাহেব কে জানাবো । আজকের বিরোধীরা আমাদেরই সরকারের সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করছেন তাদের মুখে এই সমস্ত কথা মানায় না । মালদা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুরী জানান, গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সিজার হচ্ছে না এটা সত্য তবে আমাদের ওখানে নরমাল ডেলিভারি হচ্ছে আমাদের হাসপাতালে চার জন স্ত্রীরোগ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছে, আমরা খুব শীঘ্রই অপারেশন থিয়েটার, ব্লাড ব্যাংক আমরা করব, ইতিমধ্যেই তার জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করে দিয়েছে খুব শীঘ্রই কয়েক মাসের মধ্যেই সিজার পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।

এবার বন্ধ হয়ে যাবে ৬২৯ বছরের সেই রথযাত্রা? বড় অভিযোগ কালিয়াচকে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুন ঃ তখনও বাবর আসেনি ভারতে। মুঘল আমলেরও আগে শুরু হয়েছিল এই রথ। ৬২৯ বছরের ইতিহাসের সাক্ষী এই রথের মেলা। ঐতিহ্যবাহী সেই রথের দড়িতে টান দেওয়ার অপেক্ষা করে থাকেন এলাকার মানুষজন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ প্রত্যেকবার হাজির হন ওই মেলায়। সেই প্রাচীন মেলাতেও এবার বাধা! ৬২৯ বছরের পুরনো সেই রথযাত্রায় এবার অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ-প্রশাসন। আর মাত্র কয়েকদিন পরই রথযাত্রা। তার আগে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে তুমুল সমালোচনার ঝড়। প্রশাসনের এমন নির্দেশে ক্ষুব্ধ মানুষজন। অভিযোগ জানানো হয়েছে জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও। এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া মেলেনি। মালদা জেলার কালিয়াচকের ৬২৯ বছর ধরে চলে আসছে ঐতিহ্যবাহী জালালপুর রথযাত্রা। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলে মেলা। অন্যান্য জেলা থেকে মানুষ যায় সেই মেলায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। জানা যায়, বেনীমাধবের পঞ্জিকাতেও উল্লেখ রয়েছে এই জালালপুর রথ যাত্রার। এই উৎসব নিজস্ব দেবোত্তর জমিতে হয়। কিন্তু এই বছর সেই উৎসব পালনের অনুমতি দিতে নারাজ পুলিশ। রথযাত্রা উৎসব কমিটির সম্পাদক গৌতম মণ্ডল জানান, রথযাত্রা উৎসব ৯ দিন ধরে চলে। বহু মানুষের সমাগম হয়। কিন্তু এবার পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না। তাই বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। এখনও অনুমতি মেলেনি। তাঁর অভিযোগ এই উৎসব বন্ধ হয়ে গেলে দেবোত্তর জমি দখল করে জমি মাফিয়ারা প্লট তৈরি করবে। পরবর্তীতে বিক্রী করবে। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পুলিশের অনুমতি না পেলে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ

হবে তারা। পাশাপাশি আন্দোলনও করবেন। পুলিশের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে বিজেপি। মালদা দক্ষিণ বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, পুলিশ শাসকদলের তাঁবেদারি করছে। তাঁর দাবি, দেবত্তর জমির উপর এই রথযাত্রা উৎসব হয়, তা দখল করতে জমি মাফিয়াদের সাহায্য করছে পুলিশ। অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী দাবী করেছেন এই উৎসব হলে এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে। এমনই মনে করছে পুলিশ। তাই অনুমতি দেয়নি।

টুপটাপ জল পড়ছে, ভেসে যাচ্ছে ক্লাসরুম, ছাতা মাথায় বসে পড়ুয়া থেকে স্যার

দুরন্ত বার্তা, পাণ্ডুয়া, ২১ জুনঃ ছাতা মাথায় ক্লাসরুমে পড়াচ্ছেন শিক্ষক। পড়ুয়ারা ক্লাসে বসে আছে, তাদের মাথাতেও ছাতা। ঝমঝম করে বৃষ্টির জল পড়ছে ক্লাসরুমে। হুগলির পান্ডুয়ার খন্যান্নের বেলুন ধামাসিন

পঞ্চায়েতের পাঁচপাড়া প্রাথমিক স্কুলের সেই ছবি ভাইরাল। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। স্কুলের ছাদ নেই। টপটপ করে জল পড়ে। তার মধ্যেই ক্লাস করতে হচ্ছে! উপায় নেই। হুগলির পাঁচপাড়া প্রাথমিক স্কুলের মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ৬৮ জন। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত মোট চারটি ক্লাসরুম আছে, যার মধ্যে দুটি টিনের চালের ঘর। সেই ঘরের চালই নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। চালভেদ করে জল পড়ছে। ভেসে যাচ্ছে ক্লাসরুম। সেই ছবি নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তার পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য, লকেট চট্টোপাধ্যায়রা। যা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত গুপ্ত বলেন, ''২০২৩ সালে আমি স্কুলে যোগ দিই। তার আগে থেকেই টিনের ঘর দুটির অবস্থা খারাপ ছিল। আমি প্রশাসনের সব জায়গায় জানিয়েছি। গতকাল (বৃহস্পতিবার) দুটি ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। গত বছর ঘর সংস্কারের জন্য এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে। তবে এখনও কিছুই হয়নি।'' এদিকে, গ্রামবাসীরাও জানাচ্ছেন, স্কুলে ক্লাস করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন পাল বলেন, ''রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার হাল কী, তা পান্ডুয়ার ওই স্কুল দেখে অনুমান করা যায়। শিক্ষা পরিকাঠামো খাতে যা কেন্দ্র দেয়, সব লুঠপাট হয়ে যাচ্ছে।'' অন্যদিকে, পান্ডুয়ার তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ বলেন, ''বিজেপির মুখে এসব কথা মানায় না। ওরা যে রাজ্যে আছে আগে সেদিকে তাকাক, তারপর বাংলার কথা বলবে।'' স্কুলের বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে কাজ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। পান্ডুয়ার সিপিআইএম প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক আমজাদ হোসেনও ওই প্রাথমিক স্কুল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য,কোনও পরিকাঠামো উন্নয়ন হয়নি। ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। পান্ডুয়ার বিডিও শেবন্তী বিশ্বাস ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে না চাইলেও, তিনি জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে পাঁচপাড়া স্কুলের জন্য মোট ১১ লক্ষ টাকার এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে। স্কুলে দুটি ত্রিপল পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বিডিও-র দাবি, পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছে ব্লক প্রশাসন।

বহু ব্যস্ততা মিটিং মিছিল বিভিন্ন সভা সমিতি লেগেই আছে তাতেও মানুষের ভোটে জিতে মন্ত্রী হয়েছে তাই মানুষের সুবিধা ও অসুবিধার কথা শুনতেই হবে। শনিবার প্রতি সপ্তাহের মতোই হেমতপুর বিধায়ক কার্যালয়ে মানুষের সুবিধা অসুবিধার কথা শুনে সমাধান করলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সরকারি যেসব প্রকল্প আছে সেইসব প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা ঠিক মতন পাচ্ছে কিনা এবং মানুষের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে সেই সমস্যার সমাধানও করছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক স্বপন দেবনাথ। পাশাপাশি আগামী দিনের পার্টির কর্মসূচির কথাও তুলে ধরলেন স্বপনবাবু। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন আর সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই ময়দানে নেমে পড়েছেন স্বপনবাবু ছাড়াও তার এলাকার সমস্ত পার্টির সদস্য ও পার্টির কর্মীরা।

অসমের বিখ্যাত মেখলা তৈরি হচ্ছে বাংলায়, হাসি ফুটেছে তাঁতশিল্পীদের মুখে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ জুন ঃ অসমের বিখ্যাত মেখলা তৈরি হচ্ছে কোচবিহার জেলায়। এই মেখলা তৈরি করে তাঁতশিল্পীদের মুখে ফুটেছে হাসি। বাংলার তাঁতশিল্প আবারও প্রমাণ করল তার ঐতিহ্য ও সম্ভাবনার কথা। কোচবিহারের তাঁতশিল্পীরা এখন আয়ের নতুন দিগন্ত খুঁজে পেয়েছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম রাজ্য অসমে। কারণ, এখানকার হাতেবোনা মেখলা শাড়ি অসমে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অসম এবং কোচবিহার দুই প্রতিবেশী রাজ্য হওয়ায় যাতায়াত সহজ, সেই সঙ্গে সংস্কৃতিগত মিল থাকায় অসমের মহিলারা এই ধরনের শাড়ি পরতে ভালবাসেন। ফলে কোচবিহারের তাঁতশিল্পীরা যেসব মেখলা তৈরি করছেন, সেগুলোর অসমে রয়েছে প্রবল চাহিদা। এক তাঁতশিল্পী জানান, অসমে এই মেখলা শাড়ির খুব চাহিদা। প্রতিটি শাড়িতে আমরা গড়ে ৫০০ টাকা করে লাভ করতে পারি। আর ওই শাড়িই অসমে বিক্রি হয় ২ থেকে ৩ হাজার টাকায়। তিনি আরও জানান, এই ব্যবসায় খুব একটা অসুবিধা হয় না, কারণ অসমের ব্যবসায়ী বা মহাজনেরা নিজেরাই কোচবিহারে এসে শাড়িগুলি কিনে নিয়ে যান। এর ফলে তাঁতশিল্পীদের কোথাও আলাদা করে বিপণন করতে হয় না এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রি নিয়েও তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। এই পরিস্থিতিতে কোচবিহারের তাঁতশিল্পীরা নতুন করে সাহস পাচ্ছেন তাঁদের পুরনো ঐতিহ্যকে আরও বড় আকারে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

মাটির পাত্র তৈরির ঐতিহ্যবাহী শিল্পের সংকট

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ জুন ঃ আগে যখন ব্যাংক ছিল না, তখন মানুষ সিন্ধুকে বা ভান্ডার ব্যবহার করত। সেই সময় এখন বদলে গেছে, কিন্তু মাটির পাত্রের ঐতিহ্য আজও টিকে আছে। তবে, এখন মাটির পাত্রের চাহিদা কিছুটা কমেছে, কারণ আধুনিকতার সাথে সাথে বাজারে প্লাস্টিক এবং ধাতব পাত্র এসেছে। এছাড়াও, রাজ্য সরকারের লক্ষ্মী ভান্ডার প্রকল্পের কারণে, এখন মানুষ তাদের টাকা সম্পূর্ণরূপে ব্যাংকে জমা করে, যার ফলে মাটির পাত্রের ব্যবহার কমে গেছে। মাটির পাত্র তৈরির কারিগরদের জন্য এখন অসুবিধা বেড়েছে। মাটি, কাঁচামাল, রঙ এবং জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে সংকটে ফেলেছে। যদিও কিছু কারিগর এখনও মাটির পাত্র তৈরি চালিয়ে যাচ্ছেন, তবুও বহন খরচ এবং খরচ বৃদ্ধির কারণে তাদের লাভ কমছে। এছাড়াও, এই কারিগররা এই পেশার সাথে যুক্ত হওয়ায় অন্য ব্যবসায় যেতে পারছেন না। রানাঘাট, কায়েতপাড়া, নদীয়া, ফুলিয়া এবং কৃষ্ণনগর সহ এই অঞ্চলগুলিতে মাটির পাত্র তৈরি করা হয়। শীত ও গ্রীষ্মকালে এদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বর্ষাকালে এদের উৎপাদন কমে যায় এবং কিছু কারিগর এই সময়ে কাজ বন্ধ করে দেন। গড়ে প্রতিদিন ৫০ থেকে ৬০ টি মাটির পাত্র তৈরি করা হয়, যা শুকানোর পর সপ্তাহে একবার আগুনে পুড়িয়ে রঙ করা হয়। এখন প্রশ্ন হলো মাটির পাত্র তৈরির এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প কতদিন চলবে, কারণ একদিকে লাভ কমছে, অন্যদিকে জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়ছে।

সোনালি বাঁদর পাচার করতে গিয়ে ধৃত ৬

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২১ জুন ঃ রাতের অন্ধকারে গাড়িতে করে পাচার হচ্ছিল গোল্ডেন মাঙ্কি বা সোনালি বাঁদর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। আর তাতেই মিলল সাফল্য। উদ্ধার করা হল চারটি গোল্ডেন মাঙ্কি। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৬ জনকে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বেলডাঙার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। গোপন সূত্রে খবর আসার পরেই বিভিন্ন এলাকায় নাকাচেকিং শুরু হয়। ১২ নম্বর জাতীয় স াকের উপরও নজরদারি চলছিল। গভীর রাতে দুটি চারচাকার গাড়িকে জাতীয় সড়কে দাঁড় করানো হয়। শুরু হয় জেরা করা। এরপরই পুলিশ গাড়ি দু'টিতে তল্লাশি চালানো হয়। ভিতরে মুখবন্দি বস্তা দেখে সন্দেহ হয়। সেগুলি খুললেই চক্ষুচড়কগাছ হয় পুলিশ কর্মীদের। বস্তাগুলির মধ্যে বন্দি অবস্থায় ছিল চারটি বাঁদর। দ্রুত সেগুলিকে উদ্ধার করা হয়। পরে জানা যায়, সেগুলি গোল্ডেন মাঙ্কি বা সোনালি বাঁদর। আন্তর্জাতিক বাজারে সেগুলির দাম আনুমানিক কোটি টাকার উপর। এরপরই গাড়িতে থাকা ছ'জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম মিঠু দাস, টিটু দাস, শামিল হোসেন, রফিকুল মণ্ডল, হাসিবুল মণ্ডল এবং বিশ্বজিত বাগ।

প্রতি বছর ২১ জুন দিনটি বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এর লক্ষ্য হলো আমাদের মন ও শরীরের জন্য যোগব্যায়ামের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং অন্যদেরও যোগব্যায়ামে জড়িত হতে উৎসাহিত করা। এই দিনটি আমাদের দেশের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এই দিনেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালনের জন্য খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। সর্বজনীন আবেদনকে স্বীকৃতি দিয়ে, জাতিসংঘে ১৭৫ টি সদস্য রাষ্ট্র ২১ জুনকে বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়ে প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট কালেক্টিভ ২১.০৬.২০২৫ তারিখে সকালে ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসও পালন করে। স্টিল ক্লাব, এ-জোনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা ভোরে যোগ অনুশীলন করেন। দুর্গাপুরের মিশন হাসপাতালের একজন যোগ বিশেষজ্ঞের নির্দেশনায় স্টিল ক্লাবে যোগ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ কে রামকৃষ্ণ, ইডি (ওয়ার্কস) শ্রী মোহিত মালপানি, ইডি (এফএন্ডএ) সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পর্যবেক্ষণে অংশ নেন এবং বিশেষজ্ঞের নির্দেশনায় যোগব্যাযাম অনুশীলন করেন।

অনুষ্ঠান বাড়ির প্রসাদ খেয়ে গ্রামের একাধিক মানুষ অসুস্থ, বিশেষ শিবিরের আয়োজন করলো স্বাস্থ্য বিভাগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুন ঃ অনুষ্ঠান বাড়ির প্রসাদ খেয়ে গ্রামের একাধিক মহিলা পুরুষ শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। চিকিৎসা করাতে ছুটতে হয়েছিল হাসপাতালে। এবারের স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে সেই গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে বিশেষ শিবির করা হলো। মালদার মানিকচক ব্লকের কামালপুর গ্রামে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করলো মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য বিভাগ। কামালপুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রাঙ্গণে মহিলা-পুরুষ- শিশুদের স্বাস্থ্যপরিসেবার দেওয়ার সাথে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র প্রদান করা হলো। স্বাস্থ্য দপ্তরের এমন প্রচেষ্টায় খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ। এই কামালপুর গ্রামে গত বৃহস্পতিবার রাতে একটি বাড়ির পূজার অনুষ্ঠানে প্রসাদ গ্রহণ গ্রামের বহু মানুষ। পরের দিন থেকেই পেট ব্যথা, বমি, পায়খানা সহ বিভিন্ন উপগর্স নিয়ে রীতিমতো হৈ চৈ পড়ে যায় গ্রামে। শিশু থেকে মহিলা পুরুষ কেউই এই অসুস্থতা থেকে রেহাই পায়নি। তড়িঘড়ি একের পর এক গ্রামবাসীকে ছুটে যেতে হয়েছিল মানিকচক গ্রামীন হাসপাতালে। চিকিৎসার পর কিছুটা হলেও সুস্থ হয়েছে অসুস্থ

মানুষজন। তবে গ্রামের যাতে কোনভাবেই এই রোগ না থাকে সকলের যাতে চিকিৎসা করিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করে। শনিবার মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্তর অভিক শংকর কুমারের নেতৃত্বে গ্রামে বসলো একটি বিশেষ ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবার শিবির। শিশু থেকে মহিলা পুরুষ সকলকে চিকিৎসা দেওয়া হল এই শিবির থেকে। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র প্রদান করা হয়। গ্রামের ২০ থেকে ২৫ জন এই প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এমনটাই বলছেন গ্রামবাসীরা। তবে গ্রামবাসীদের জন্য যেভাবে স্বাস্থ্য দপ্তর এগিয়ে এসে শিবির করে পরিষেবা দিচ্ছে তাতে খুশি গ্রামবাসীরা।

ডুবল ঘাটাল, লক্ষাধিক জলবন্দিকে উদ্ধারে তৎপর প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২১ জুন ঃ বর্ষার শুরুতেই ভাসল একের পর এক গ্রাম। জলবন্দি প্রায় লক্ষাধিক মানুষ। তাঁদের উদ্ধার করতে তৎপর প্রশাসন। শনিবার সকাল থেকে এলাকায় কমেছে বৃষ্টি। তার ফলে জলবন্দি দশা থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়া যাবে বলেই আশা গ্রামবাসীদের। জানা গেছে, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা ১ ও ২ নম্বর ব্লকের ৭০-৭৫ মৌজা প্লাবিত। শিলাবতী ও কেথিয়া নদীর ৫ টি বাঁধ ভেঙে গেছে। তার ফলে চন্দ্রকোণা ১ ও ২ নম্বরে মোট ৫০-৫৫ মৌজা প্লাবিত। ঘাটাল ব্লকের ৪-৫ টি গ্রামপঞ্চায়েত জলমগ্ন। ৩টি ব্লকের ১৫টির মতো কাঠ, বাঁশের সাঁকো ভেসে গিয়েছে। গড়বেতার পরিস্থিতিও বেশ ভয়াবহ। সবমিলিয়ে প্লাবিত কমপক্ষে লক্ষাধিক। ইতিমধ্যে মোট ৫০টি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। প্লাবিতদের উদ্ধার করে ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। পর্যাপ্ত খাবার এবং জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এদিকে, চন্দ্রকোণা ২ নম্বর ব্লকের বারাসত গ্রামে একজন তলিয়ে গিয়েছেন। তাঁর এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ঘাটাল মূলত শীলাবতী, কংসাবতী এবং দ্বারকেশ্বর নদের শাখা নদী ঝুমির লীলাভূমি হিসাবে পরিচিত। তখনকার আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ স্থানীয় ভূস্বামীরা এই নদীগুলির বন্যা ঠেকাতে সার্কিট বাঁধ দিয়ে নিজেদের জমিদারিতে নিচু এলাকাগুলিকে বন্যা থেকে বাঁচিয়ে আবাদি জমি বা।ানোর উদ্যোগ নেন। সেই জমিদারি জমানা আর নেই। কিন্তু জমিদারি বাঁধগুলি আজও রয়ে গেছে। এই জমিদারি বাঁধগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। তার ফলে বাঁধগুলি ভেঙেই মূলতঃ ঘাটাল এলাকায় বন্যা দেখা দেয় ফি বছর। উলটোদিকে জোয়ারের সঙ্গে আসা পলি নদী বাঁধ উপচে ছড়িয়ে পড়তে না পেরে নদীতেই জমতে থাকে পলি মাটি। ফলে নদীর জলধারণ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আর ফি বছর বন্যা প্রবণতাও বাড়তে থাকে। এই সমস্যা মেটাতে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের ভাবনা। কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনায় ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত হয়নি বলেই অভিযোগ। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ভোটের আগে রাজ্যের তরফে ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা জানানো হয়। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আর বানভাসি হতে হবে না ঘাটালবাসীকে। সাংসদ দেব অবশ্য আগেই জানান, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান পুরোপুরি সম্পূর্ণ হতে ৫ বছর লাগবে।

দ্য ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারনাল অডিটরস ক্যালকাটা চ্যাপ্টার জয়েন্টট অডিট কনক্লেভ ২০২৫-এর আয়োজন

কলকাতা, ২১ জুন ঃ এই বছর, দ্য ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারনাল অডিটরস (আইআইএ) - এর ক্যালকাটা চ্যাপ্টার গর্বের সঙ্গে তাদের প্রধান বার্ষিক অনুষ্ঠান জয়েন্ট অডিট কনক্লেভ ২০২৫ আয়োজন করেছে। এই বছরের থিম ছিল ইন্টারনাল অডিট পরিবর্তনকে গ্রহণ করে স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তোলা, যার নেতৃত্ব দেন চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট শ্রী কল্লোল মিত্র। কনক্লেভটি শনিবার, ২১ জুন ২০২৫ তারিখে, সকাল ১০টা থেকে তাজবেঙ্গল, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীমতি যশোধরা রায়চৌধুরী, অতিরিক্ত ডেপুটি কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, তিনি উপস্থিত থেকে সভাকে অনুগ্রহ করে ভাষণ দেন। উদ্বোধনী পর্বে ডেপুটি ডিরেক্টর, সিএজি অফ ইন্ডিয়া, মি. এস. শিবকুমার উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মারক প্রকাশনা প্রকাশিত হয়, যেখানে দেশের খ্যাতনামা পেশাদার বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধ স্থান পায়। এটি সম্পাদনা করেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও বিওজি সদস্য মি. সুমন চৌধুরী। এই কনক্লেভে ভারতের তিনটি শীর্ষস্থানীয় পেশাদার সংস্থার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন, দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই), দ্য ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএমএআই), এবং দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই)। আইসিএআই, আইসিএমএআই এবং আইসিএসআই-র আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারপার্সনরা, এবং আইসিএআই ও আইসিএমএআই-র ইন্টারনাল অডিট স্ট্যান্ডার্ড বোর্ডের চেয়ারম্যানরা ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কর্পোরেট ও কনসাল্টিং সেক্টরের অভিজ্ঞ পেশাদারগণ সমসাময়িক ও উদীয়মান পেশাগত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। সম্মেলনে ২০০-র বেশি সরাসরি অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন, এছাড়াও ভারত ও বিদেশ থেকে অনেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন। পুরো অনুষ্ঠানটি ছয়টি সেশনে বিভক্ত ছিল, একটি উদ্বোধনী সেশন, চারটি টেকনিক্যাল সেশন এবং একটি সমাপনী রাউন্ড টেবিল আলোচনা, যেখানে ইন্টারনাল অডিট সম্প্রদায়ের জন্য প্রাসঙ্গিক একটি আধুনিক বিষয়ে মতবিনিময় হয়। মি. আনন্দ পি. জানগিড়, মি. সুভাসিস নাথ, মি. চন্দ্রশেখর চিতালে, মি. নিখেল কোচার এবং মি. জয়দীপ মুখার্জি ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রমুখ বিশিষ্ট বক্তা ও প্যানেলিস্ট। দ্য ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারনাল অডিটরস (আইআইএ),

যার সদর দপ্তর ফ্লোরিডার লেক ম্যারিতে অবস্থিত, বিশ্বের ১৯০ টিরও বেশি দেশে ২,০০,০০০ সদস্য কে সেবা প্রদানকারী ইন্টারনাল অডিটিং-এর আন্তর্জাতিক শীর্ষ সংস্থা। ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফাইড ইন্টারনাল অডিটর (সিআইএ) সহ আইএপি, সিআরএমএ, কিউআইএএল, সিপিইএ এবং সিপিএসএ প্রভৃতি সার্টিফিকেশন প্রদান করে। সিআইএ সার্টিফিকেশন বর্তমানে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (আরবি আই) ও কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) কর্তৃক স্বীকৃত প্রাপ্ত। ভারতে, আইআইএ-র কার্যক্রম পরিচালিত হয় আইআইএ ইন্ডিয়া (iiaindia.co) এর মাধ্যমে, যা একটি অলাভজনক সংস্থা। ভারতের বিভিন্ন প্রধান শহরে আইআইএ-এর মোট ছয়টি চ্যাপ্টার রয়েছে। আইআইএ ইন্ডিয়া, ক্যালকাটা চ্যাপ্টার, ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি কলকাতার এলগিন রোডে অবস্থিত। এই চ্যাপ্টারের ৪০০ সদস্য রয়েছে এবং এটি নিয়মিত সেমিনার, কনক্লেভ, প্রশিক্ষণ ও নেটওয়ার্কিং প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকে। ক্যালকাটা চ্যাপ্টার গুয়াহাটি, ভুবনেশ্বর ও জামশেদপুর অডিট ক্লাবগুলোকে ও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু অ্যাম্বুলেন্সের তিন আরোহীর, জখম আরও চার

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২১ জুন ঃ জাতীয় সড়কে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে এক অ্যাম্বুলেন্স। মৃত্যু হয় অ্যাম্বুলেন্সে সওয়ার তিন আরোহীর। জখম হন আরও চার। শনিবার ভোরে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের মুসুন্ডা এলাকায় ১৯নম্বর জাতীয় সড়কে। ইতিমধ্যে পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করে। আটক করা হয় ঘাতক অ্যাম্বুলেন্সটিকে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অ্যাম্বুলেন্স চালক ঘুমিয়ে পড়াতেই ঘটে গেছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতরা হলেন গৌতম দাস(৫৫), বিশ্বজিত চৌধুরী (৫২) বিধান রুইদাস (৩৫)। অপর মৃত অ্যাম্বুলেন্স চালক বিধান রুইদাসের বাড়ি বীরভূমে। দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে এক রোগীকে কলকাতার দমদমে পৌঁছে অ্যাম্বুলেন্সটি দুর্গাপুর ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতদের ভর্তি করা হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বর্ধমান দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিষেক মণ্ডল জানান, শনিবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ জামালপুরের মুসুণ্ডা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তিন জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জখম ৪ জনকে চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat
Raninagar – 1 Dev. Block
P.O. – Tenkaraipur P.S. – Islampur
Dist. – Murshidabad
Telephone No. : 03481-236101
e-mail Id. : tenkaraipurbalumatigp@gmail.com
e-Tender No. 07/TBGP/15TH CFC/ 2025-26, 08/TBGP/15TH CFC/2025-26 and 09/TBGP/15TH CFC/2025-26
e-Tender No. 07/TBGP/15TH CFC/ 2025-26, 08/TBGP/15TH CFC/2025-26 and 09/TBGP/15TH CFC/2025-26 are invited through on-line by the Prodhan, Tenkaraipur Balumati GP, Islampur Murshidabad, for 05 (Five) no. work under Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat from **21/06/2025 to 05/07/2025**. N.B : Details may be obtained from **https://wbtenders.gov.in** & from this office during office hours.
Prodhan
Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) অভিজিত ঘোষ, ও ২) মৌসুমী ঘোষ, সাং. ও পোঃ- ডোমজুড় থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, লক্ষ্মীকান্ত পুরকাইত, অষ্ট পরকাইত ও রবীন পুরকাইত নিযুক্ত আমমোক্তার সোমনাথ মুখার্জী মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডিঃ সাবঃ রেজিঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৪৫৫ / ২০২৫ ও ১৬৫৫ / ২০২৫ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা- উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল. আর. খতিয়ান ৪৮৬৫, ৪৮৬৬, ৪৮৬৮ নম্বর হাল দাগ ২২৩৪ নং দাগে ১০.৯৭ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৮৫৫ / ২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট **B.L.&. L.R.O. DOMJUR** অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

চলতি বছরে প্রথম সাফল্য, প্যারিস ডায়মন্ড লিগে সেরা নীরজ

২১ জুন ঃ গত মাসেই দোহা ডায়মন্ড লিগে প্রথমবার ৯০ মিটারের গণ্ডি পেরিয়েছিলেন ভারতের সোনার ছেলে। কিন্তু সেবার সেরার শিরোপা অধরাই থেকে যায়। অবশেষে চলতি বছরে সেই স্থান দখল করলেন নীরজ চোপড়া। প্যারিস ডায়মন্ড লিগে সেরার শিরোপা জিতে নিলেন ভারতীয় জ্যাভলিন তারকা। তিনি সর্বোচ্চ জ্যাভলিন ছো।নে ৮৮.১৬ মিটার।

প্রথম থ্রোয়ে নীরজ ছোড়েন ৮৮.১৬ মিটার। আর সেটাই সাফল্য এনে দেয়। এই রাউন্ডে জুলিয়ান ওয়েবার ছোড়েন ৮৭.৮৮ মিটার। দ্বিতীয় থ্রোয়ে নীরজ ছোড়েন ৮৫.১০ মিটার। পরের দুটি থ্রো অবশ্য ফাউল হয়। শেষ থ্রোয়ে ছোড়েন ৮২.৬৯ মিটার। তবে আর কেউ নীরজের ৮৮.১৬ মিটার অতিক্রম করতে পারেননি। ৮৬.৬২ মিটার ছুড়ে তৃতীয় হন ব্রাজিলের মরিসিও লুইস দা সিলভা। শুক্রবার প্যারিস ডায়মন্ড লিগে নীরজের প্রতিপক্ষদের মধ্যেও ছিল তারকার ছড়াছড়ি। দোহা ডায়মন্ড লিগে যিনি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন, সেই জুলিয়ান ওয়েবেরও ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন অ্যান্ডারসন পিটার্স, লুইজ মরিসিও দা সিলভা, আন্দ্রিয়ান মারদারে, কেশোরন ওয়ালকট, জুলিয়াস ইয়েগোরা নেমেছিলেন এবারের ডায়মন্ড লিগে। আর তাঁদের সবাইকে টেক্কা দিলেন নীরজ।

উল্লেখ্য, মে মাসে দোহায় ডায়মন্ড লিগে বহুদিনের স্বপ্নের ৯০ মিটার ছোড়েন নীরজ। সেখানে তিনি তৃতীয় চেষ্টায় ৯০.২৩ মিটার থ্রো করেন। আর সেই সঙ্গে প্রথম ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে ঢুকে পড়েন ইতিহাসে। তবে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থান দখল করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় নীরজকে। জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবের তাঁকে পিছনে ফেলে সেরা হয়ে যান। সেই ইভেন্টের দিনকয়েক পরে জানুসজ কুসোসিনকি মেমোরিয়াল ইভেন্টেও দ্বিতীয় হন নীরজ। ৯০ মিটারও ছুঁতে পারেননি ভারতের সোনার ছেলে। অবশেষে সেই যন্ত্রণা ঘুচল প্যারিসে।

ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সেঞ্চুরি করা সপ্তম ভারতীয় ওপেনার জয়সওয়াল

হেডিংলি, ২১ জুন ঃ শুক্রবার হেডিংলিতে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় সেঞ্চুরি করা সপ্তম ভারতীয় ওপেনার হলেন যশস্বী জয়সওয়াল । এই ভারতীয়, উদ্বোধনী ব্যাটসম্যানদের একটি বিশেষ তালিকায় যোগ দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছেন বিনু মানকড়, সুনীল গাভাস্কার, রবি শাস্ত্রী, বীরেন্দ্র শেহবাগ, এম. বিজয় এবং কেএল রাহুল। ইংল্যান্ডের মাটিতে তার প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে, জয়সওয়াল রাহুলের সঙ্গে প্রথম উইকেটে ৯১ রান যোগ করেন এবং প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নামার পর ভারতকে নিয়ন্ত্রণ নিতে সাহায্য করেন। গত বছর পার্থে বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছিলেন এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান।

ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় শতরান করা ভারতীয় ওপেনাররাঃ

বিনু মানকড়- লর্ডস (ইংল্যান্ড) মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়া), সুনীল গাভাস্কার - ম্যানচেস্টার, ওভাল (ইংল্যান্ড) ব্রিসবেন, পার্থ, মেলবোর্ন, অ্যাডিলেড, সিডনি (অস্ট্রেলিয়া), রবি শাস্ত্রী-লর্ডস,ওভাল(ইংল্যান্ড) সিডনি (অস্ট্রেলিয়া) বীরেন্দ্র শেহবাগ - নটিংহ্যাম (ইংল্যান্ড) মেলবোর্ন, অ্যাডিলেড (অস্ট্রেলিয়া) মুরলি বিজয়-নটিংহ্যাম (ইংল্যান্ড) ব্রিসবেন (অস্ট্রেলিয়া) কেএল রাহুল - লর্ডস, ওভাল (ইংল্যান্ড) সিডনি (অস্ট্রেলিয়া),যশস্বী জয়সওয়াল-লিডস (ইংল্যান্ড) পার্থ (অস্ট্রেলিয়া)

বার্লিন ওপেন,সাবালেঙ্কা রাইবাকিনাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করলেন

বার্লিন, ২১ জুন ঃ শুক্রবার বার্লিন ওপেন টেনিস টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে এলেনা রাইবাকিনাকে ৭-৬, ৩-৬, ৭-৬ গেমে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠলেন সাবালেঙ্কা। শেষ সেটের টাইব্রেকারে সাবালেঙ্কা ৬-২ গোলে পিছিয়ে ছিলেন, কিন্তু ঝোড়ো গতিতে ফিরে আসেন, টানা ৬ পয়েন্ট জিতে মরসুমের অষ্টম সেমিফাইনালে পৌঁছান।এলেনা একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড় এবং আমাদের অনেক কঠিন লড়াই হয়েছে, সাবালেঙ্কা বলেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, আমি জানি না আমি কীভাবে শেষ পয়েন্ট গুলো জিততে পেরেছি। আমার মনে হয় আমি ভাগ্যবান। সেমিফাইনালে সাবালেঙ্কার পরবর্তী প্রতিপক্ষ মার্কেটা ভন্দ্রোসোভা, যিনি ওন্স জাবেউরকে ৬-৪, ৬-১ গেমে পরাজিত করেছেন।

ধোনিকে টেক্কা পন্থের

লিডসে ৫৭ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন ক্যাপ্টেন গিল

২১ জুন ঃ ব্যাট হাতে তেণ্ডুলকর-অ্যান্ডারসন ট্রফির প্রথম টেস্টটা দুর্দান্ত শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া। যশস্বী জয়সওয়াল এবং ক্যাপ্টেন রানে পৌঁছে যায় দল। আর সেই সঙ্গে বেশ কিছু ব্যক্তিগত রেকর্ডও গড়লেন গিল। ভারতের টেস্টের ৯৩ বছরের ইতিহাসে গিলই পঞ্চম তরুণ গাভাসকর এবং বিরাট কোহলির পর পঞ্চম ভারতীয় ক্যাপ্টেন হিসেবে অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরির মালিকও হয়ে গেলে তিনি। এবার দেখার

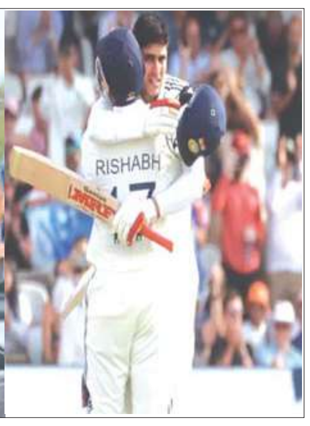

শুভমান গিলের অনবদ্য সেঞ্চুরিতে প্রথম দিনেই রানের পাহাড়ে দল। অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে অভিষেক ঘটিয়েই একাধিক রেকর্ড ভাঙলেন গিল। তবে তিনি একা নন, হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নজির গড়ে ফেললেন ঋষভ পন্থ। সবমিলিয়ে ' ভারতীয় দলের মন ভালো করা ইনিংসের সাক্ষী রইলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

শুক্রবার হেডিংলিতে ১৫৯ বলে ১০১ রান ঝুলিতে ভরেন যশস্বী। এর পর ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে অধিয়ানোকিত ইনিংস খেলেন গিল। দিনের শেষে ১২৭ রানে অপরাজিত থাকেন। গিল-পন্থ জুটির হাত ধরেই ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথমদিন রেকর্ড (২৫ বছর ২৮৫ দিন) অধিনায়ক। এর আগে এত অল্প বয়সে নেতৃত্ব সামলেছেন মনসুর আলি খান পতৌদী, শচীন তেণ্ডুলকর, কপিল দেব এবং রবি শাস্ত্রী। এর পাশাপাশি একবিংশ শতাব্দীর নিরিখে অধিনায়কত্বে বিরাট কোহলিকেও পিছনে ফেললেন ২৫ বছর বয়সি গিল। ২০০০ সালের পর প্রথমবার এত কম বয়সি অধিনায়ক পেল ভারত। এখানেই শেষ নয়, পতৌদীর ৫৭ বছরের রেকর্ড ভেঙে ইংল্যান্ডের মাটিতে কনিষ্ঠতম ভারতীয় হিসেবে নেতৃত্বের ভার সামলানোর নজিরও গিলের ঝুলিতে। আবার বিজয় হাজারে, দিলীপ ভেঙ্কসরকার, সুনীল টেস্ট জার্সিতে ৩৭তম অধিনায়ক হিসেবে বিলেতে সিরিজ জয়ের রেকর্ড গড়তে পারেন কিনা। গিলের পাশাপাশি শুক্রবার অনন্য রেকর্ডের মালিক হয়ে গেলেন পন্থও। দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে মহেন্দ্র সিং ধোনির সাফল্যকে পিছনে ফেলে দিলেন তিনি। এই চার দেশের ২২ গজে মোট ২৭টি ম্যাচে পন্থের ঝুলিতে এখন ১৭৪৬ রান। গড় ৩৮.৮০। তাঁর নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে চারটি সেঞ্চুরি এবং ছ'টি হাফ সেঞ্চুরিও। তাঁর ব্যাট থেকে আজ শতরান আসে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা।

এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে হংকংয়ের কাছে হার যেন বিরাট নাড়া দিয়েছে দেশের ফুটবলমহলকে

২১ জুন ঃ ভারতীয় ফুটবলে ডামাডোল। এ থামবে বলে মনে হয় না। এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে হংকংয়ের কাছে হার যেন বিরাট নাড়া দিয়েছে দেশের ফুটবলমহলকে। প্রাক্তন ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া যেমন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার। পাল্টা তোপ দেগেছেন কল্যাণও। এবার কলকাতার সাংবাদিক সম্মেলন করে ফেডারেশন সভাপতির সমস্ত বক্তব্যের পয়েন্ট ধরে ধরে উত্তর দিয়েছেন কিংবদন্তি ফুটবলার। শুধু কল্যাণের সভাপতি পদে থাকা নিয়ে প্রশ্নই তুললেন না, কল্যাণ আদৌ কোনও দিন জাতীয় দলে খেলেছেন কি না, সেই কথাও বললেন। এককথায় কল্যাণের সমস্ত যুক্তি উড়িয়ে তাঁকে কার্যত 'মিথ্যাবাদী' বলে তদন্তের দাবি করলেন বাইচুং। সাংবাদিক সম্মেলনে বাইচুং বলেন, আমাদের সময়ে মাত্র ১৬টা দল এশিয়া কাপ খেলত। এখন সেটা ২৪টা হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের আসা উচিত। ভারতীয় ফুটবলের র‍্যাঙ্কিং কোথায় নেমেছে দেখুন। এখন রয়েছে ১৩৩ নম্বরে। তার মূল কারণ ফেডারেশনের ব্যর্থতা। কল্যাণ চৌবে তো বলেছিলেন, ২০২৬ সালের মধ্যে এশিয়ার শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে চলে আসবে ভারত। এখন তিনি বলছেন আমরা তো ১০ বছর আগের কথা ভাবছি। আর এই যে এশিয়ার প্রথম দশে আসার কথা বলছে, এটা তো প্রফুল্ল প্যাটেলের পরিকল্পনা। কিন্তু গত তিন বছরে মাঠে হোক বা ম্যানেজমেন্টে আমরা চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছি। বাইচুং আরও বলেন, আমি ১৯৯৯ সাল থেকে ভারতের অধিনায়ক ছিলাম। অবসর নিয়েছি ২০১১ সালে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার নেতৃত্বে কোনওদিন কল্যাণ চৌবে খেলেনি। হ্যাঁ, হয়তো দুয়েকটা সফরে গিয়েছিল। কিন্তু

সেখানে তৃতীয় পছন্দ ছিল। আর এখন সব জায়গায় ও মিথ্যা বলে যাচ্ছে যে, জাতীয় দলে খেলেছে। ও খেলার সময়ও খেলার থেকে বেশি রাজনীতিই করত।

শোনা যাচ্ছিল, হংকং ম্যাচ জিতলে ফেডারেশন থেকে জাতীয় দলকে ৪২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। বাইচুং প্রশ্ন তুলছেন, যদি পুরস্কারই দিতে হয়, তাহলে বলো এশিয়া কাপে যোগ্যতা অর্জন করলে টাকা দেওয়া হবে। নাহলে কি আবার সিঙ্গাপুর ম্যাচেও টাকা দিত? অথচ বলছে তৃণমূল স্তরে কাজ করার মতো টাকা নেই। কর্মচারীরা টাকা পাচ্ছে না। এই হল ফেডারেশনের অবস্থা। তার মধ্যে আবার বলছে, সেরা স্ট্রাইকারদের নিয়ে এসে ফুটবলারদের ট্রেনিং দেব। তাহলে তো রোনাল্ডোর ছেলের থেকে সেরা প্লেয়ার আর কে হবে? এ তো রীতিমতো জুমলাবাজি। এর আগে কল্যাণ চৌবে বলেছিলেন, ২০৩১-এ এশিয়া কাপ আয়োজন করতে চান। কিন্তু বাইচুংয়ের পাল্টা, আমরা তো ২০২৭-এই এশিয়া কাপ করতে চেয়েছিলাম। সৌদিও লড়াইয়ে ছিল। তারপর কল্যাণ সৌদিতে গিয়ে গোপনে কী চুক্তি করে এল জানি না। দেখা গেল, আমরা একবছর সৌদিতে সন্তোষ ট্রফি খেলতে গেলাম। আমি তো বলব, সৌদি আরবে গিয়ে ও কী করেছে, সেটা নিয়ে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা উচিত। কল্যাণের নামে প্রচুর দুর্নীতির অভিযোগ আছে। ওর জন্য ফেডারেশনের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। তাহলে কি কল্যাণের সরে যাওয়াই সমাধান? বাইচুং সেটার পাশাপাশি তৃণমূল স্তর থেকে ফুটবল নিয়ে আসার কথা বলছেন কিংবা অ্যাকাডেমি গড়ার কথাও বলছেন। আর সব শেষে তাঁর বিস্ফোরণ, ও তো স্বৈরাচারী। কল্যাণকে সরালে আর যাই হোক, এর চেয়ে খারাপ হবে না।

ক্লাব বিশ্বকাপে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবগুলোর জয়জয়কার চলছে

২১ জুন ঃ ক্লাব বিশ্বকাপে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবগুলোর জয়জয়কার চলছে। ব্রাজিলের দলগুলোর কাছেই একের পর এক ধরাশায়ী হচ্ছে ইউরোপিয়ান পরাশক্তিগুলো। পরশু রাতে ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন পিএসজিকে হারিয়ে চমক উপহার দিয়েছিল বোতাফোগো। আর এক দিনের ব্যবধানে ফ্ল্যামেঙ্গো হারিয়ে দিল প্রাক্তন ইউরোপসেরা চেলসিকে। এ জয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয়ও উঠেছে ফ্ল্যামেঙ্গো।

ফিলাডেলফিয়ায় শুরুতে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ফ্ল্যামেঙ্গো জিতেছে ৩-১ গোলে। এর ফলে ৩৩ বছর পর প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান কোনো দলের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত জয় পেল দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দল। ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে শেষবার এই কীর্তি গড়েছিল সাও পাওলো। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে বার্সেলোনার বিপক্ষে ফাইনালে শুরুতে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জিতেছিল সাও পাওলো। এর পাশাপাশি ফ্ল্যামেঙ্গোর এই জয়ে ২৫ বছর পর উয়েফার কোনো দলকে নন-ইউরোপিয়ান কোনো দল দুই বা ততোধিক গোলের ব্যবধানে হারানোর স্বাদ পেল। এর আগে সর্বশেষ ২০০০ সালের জানুয়ারিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল ভাস্কো দা গামা।

লিংকন ফিনানশিয়াল ফিল্ডে ৫৪ হাজার দর্শকের সামনে ম্যাচের ১৩ মিনিটেই গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে ফ্ল্যামেঙ্গো। ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটির ডিফেন্সিভ ভুল কাজে লাগিয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে চেলসিকে এগিয়ে দেন উইঙ্গার পেদ্রো নেতো। আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণের এই ম্যাচে চেলসি লিড ধরে রাখে ম্যাচের ৬১ মিনিট পর্যন্ত। ৬২ মিনিটের মাথায় উইঙ্গার ব্রুনো হেনরিকের গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় ফ্ল্যামেঙ্গো। এই গোলের রেশ

কাটার ৩ মিনিট পর আবারও গোল করে ফ্ল্যামেঙ্গো। কর্নার থেকে বলটি পান হেনরিখ, হেডে বল বা।ান দানিলোকে। কোনো ভুল না করে দারুণ এক ভলিতে লক্ষ্যভেদ করে ফ্ল্যামেঙ্গোকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন এই সেন্টারব্যাক। চেলসির বিপদ আরও বাড়ে ৬৮ মিনিটে নিকোলাস জেকসন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে। ১০ জনের চেলসি আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি। উল্টো ৮৩ মিনিটে আরও একটি গোল হজম করে বসে। এই গোলটি করেন ফ্ল্যামেঙ্গোর ফরোয়ার্ড ওয়ালাসে ইয়ান। ম্যাচের বাকি সময়ে আর কোনো গোল না হলেও ঐতিহাসিক এক জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ফ্ল্যামেঙ্গো। এ জয়ের পর শেষ ষোলো নিশ্চিত করা ফ্ল্যামেঙ্গোর পয়েন্ট ২ ম্যাচে ৬। সমান ম্যাচে চেলসি ও ইএস তিউনিসের পয়েন্ট ৩। গ্রুপের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে চেলসি ও তিউনিস। এই ম্যাচে যারা জিতবে, তারাই শেষ ষোলোয় ফ্ল্যামেঙ্গোর সঙ্গী হবে।

ম্যাচ শেষে ফ্ল্যামেঙ্গো কোচ ফিলিপে লুইস বলেছেন, 'এটা আমার ও ক্লাবের জন্য বিশেষ একটি দিন। আমি খেলাটি নিয়ে খুব খুশি। ম্যাচের শুরু থেকেই আমরা বিশ্বাস করছিলাম যে আমাদের সুযোগ আছে। আমি খুব গর্বিত কারণ, ওয়েসলির ভুলের পরও দল থেমে যায়নি। আমরা আগের মতোই খেলা চালিয়ে গেছি। আমার খুবই ভালো লাগছে।'

মোহনবাগান রত্ন টুটু বোস, আগামী বছর পাবেন অঞ্জন মিত্র, বিরাট ঘোষণা কর্মসমিতির বৈঠকে

২০ জুন ঃ চলতি বছরের মোহনবাগান রত্ন পাচ্ছেন টুটু বোস। পরের বছর মোহনবাগান রত্ন পাবেন প্রয়াত অঞ্জন মিত্র। শনিবার কর্মসমিতির বৈঠকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকের পর সচিব সৃঞ্জয় বোস ও সভাপতি দেবাশিস দত্ত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ঘোষণা করেন। এর আগে ২০০৭ সালে কর্মকর্তা হিসেবে মোহনবাগান রত্ন পেয়েছিলেন ধীরেন দে। এবার সেই সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন স্বপনসাধন বোস। ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসে টুটু বোসকে এই সম্মানে ভূষিত করা হবে। মোহনবাগান রত্ন হিসেবে টুটু বোসের নাম প্রস্তাব করেন সভাপতি দেবাশিস দত্ত। পরের বছর দেওয়া হবে প্রয়াত অঞ্জন মিত্রকে। কমিটি এই প্রস্তাবে সমর্থন করে। পরে ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বোস জানান, মোহনবাগান দিবস নিয়ে বাকি সিদ্ধান্তগুলো এখনও নেওয়া হয়নি। ১১ জুলাইয়ের পরবর্তী সভায় এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এবারের অনুষ্ঠান হবে নেতাজি ইন্ডোর অনুষ্ঠানে। এছাড়া প্রাক্তনদের মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচ হবে। তিনি আরও বলেন, মোহনবাগানের জন্য তাঁর (টুটু বোসের) যা অবদান, তাতে এই সম্মান সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। আমি ব্যক্তিগতভাবে কর্মসমিতির কাছে কৃতজ্ঞ।মোহনবাগান ক্লাবে টুটু বোসের

অবদান নতুন করে বলার নয়। ১৯৯১ সালে প্রথমবার তিনি মোহনবাগান ক্লাবের সচিব হন। কাজটা সহজ ছিল না। ধীরেন দে'র মতো প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তির আসনে বসেছিলেন তিনি। টুটু বোসের আমলে মোহনবাগান ক্লাবে কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিদেশি প্লেয়ার সই করানো, ব্যালট পেপারে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি থেকে ২০২০ সালে আরপিএসজি গ্রুপের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। সবেতেই পথ প্রদর্শক তিনি। একইভাবে দীর্ঘদিন মোহনবাগানের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন অঞ্জন মিত্র। ২০১৯ সালে প্রয়াত হন তিনি। ১৯৯৫ সালে মোহনবাগান ক্লাবের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। পরে ক্লাবের সচিবও হন। টুটু বোসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের গল্প কার্যত মিথে পরিণত হয়েছিল। সবুজ-মেরুনের বহু উত্থানপতনের সাক্ষী ছিলেন তিনি। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত ছিলেন ক্লাবের সচিব ছিলেন টুটু বোস। সচিবের দায়িত্ব তখন বন্ধু অঞ্জন মিত্রর কাঁধে। তারপর ১৯৯৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ছিলেন সভাপতি। পরে ২০১৮ থেকে ২০২০-র জানুয়ারি পর্যন্ত ফের সচিব হন। আর ২০২০-২২ ও ২০২২-২০২৫, দুই দফায় ফের ক্লাব সভাপতি হন। তবে এবার মোহনবাগান নির্বাচনের আগে সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি কোনও পদে নেই। যদিও পদে না থাকলেও টুটু বোসকেই মোহনবাগানের প্রাণপুরুষ বলে ধরেন সমর্থকরা। এবার মোহনবাগান রত্নে ভূষিত হচ্ছেন তিনি।

সবকিছু জিততেই রেকর্ডভাঙা দামে লিভারপুলে যোগ দিলেন জার্মান তরুণ ভির্টস

২১ জুন ঃ চলতি মাসের মাঝামাঝিতে খবরটি জানিয়েছিল ব্রিটেনের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম। তখন থেকে সবাই মোটামুটি নিশ্চিত ছিলেন ২২ বছর বয়সী ফ্লোরিয়ান ভির্টস লিভারপুলে যোগ দিচ্ছেন। জার্মান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারকে সই করানোর খবরটি গতকাল জানিয়েছে লিভারপুল। গতকাল ক্লাবটির অনুশীলন গ্রাউন্ডে তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে।

লেভারকুসেনকে থেকে ভির্টসকে আনতে নিজেদের ক্লাব রেকর্ড ভেঙেছে লিভারপুল। আগেই জানা গিয়েছে, মোট ১১ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ড খরচ করে তাঁকে কিনছে তারা। এর মধ্যে শুরুতে ১০ কোটি পাউন্ড দেবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। বাকি ১ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ড দেওয়া হবে ' হিসেবে। অর্থা কিছু শর্ত পূরণের ভিত্তিতে।

লিভারপুলের ইতিহাসে এত দিন সবচেয়ে দামি খেলোয়া। ছিলেন ডাচ ডিফেন্ডার ভার্জিল ফন ডাইক। ২০১৮ সালে সাউদাম্পটন থেকে তাঁকে ৭ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ডে কিনেছিল অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। এই রেকর্ডটি তারা ভাঙল ভির্টসকে এনে। তাঁকে কিনতে শুরুতে ১০ কোটি পাউন্ড দেওয়ার মধ্য দিয়েই নিজেদের ক্লাব রেকর্ড ভেঙেছে

লিভারপুল। পরে ' শর্তগুলো পূরণ করতে পারলে ব্রিটিশ দলবদলের নতুন রেকর্ড গ।বেন ভির্টস। রেকর্ডটি আপাতত আর্জেঃটাইন মিডফিল্ডার এনজো ফার্নাঃদজের দখলে। ২০২৩ সালে বেনফিকা থেকে তাঁকে ১০ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ডে কেনে চেলসি।

লেভারকুসেনের হয়ে ১৯৭ ম্যাচে ৫৭ গোল করার পাশাপাশি ৬৫ গোল বানানো ভির্টস এবারের গ্রীষ্মকালীন দলবদলে লিভারপুলের দ্বিতীয় ব। সাইনিং। লেভারকুসেন থেকেই গত মাসে ভির্টসের বন্ধু ও জাতীয় দল সতীর্থ ডাচ রাইটব্যাক জেরেমি ফ্রিমপংকে কিনেছে লিভারপুল। দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, ভির্টসের আগে আক্রমণভাগে সর্বশেষ ২০০৭ সালে ফার্নাঃদো তোরেসকে কেনা নিয়ে এমন উত্তেজনায় ছিলেন সমর্থকেরা। পরে লুইস সুয়ারেজ, মোহাম্মদ সালাহরা এলেও তাঁরা লিভারপুলে এসে আলো ছ।য়িয়েছেন, কেউ ভির্টসের মতো আগেই এতটা আলোচনায় আসেননি।

লিভারপুলের ওয়েবসাইটে ভির্টসের সইয়ের খবরটি নিশ্চিত করা হলেও কত দিনের চুক্তি, তা জানানো হয়নি। বিবিসি ও ইএসপিএন জানিয়েছে, প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি পাঁচ বছরের। তাঁর জার্সি নম্বর পরে জানানো হবে।

সইয়ের পর ভির্টস বলেছেন, ' আমি সবকিছু জিততে চাই। সবার আগে আমাদের নিজেদের কাজটা করতে হবে। গত মৌসুমে তারা প্রিমিয়ার লিগ জিতেছে, তাই এটা আবারও জেতা আমার লক্ষ্য এবং চ্যাম্পিয়নস লিগে যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে চাই। আমি সত্যিই উচ্চাভিলাষী।'

২০২০ সালের মে মাসে লেভারকুসেনের হয়ে ১৭ বছর বয়সে শীর্ষ লিগে অভিষেক ভির্টসের। এর ১৯ দিন পর বুঃদসলিগার ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতার রেকর্ড গ।নে, যেটা অবশ্য পরে ভেঙেছে। বুঃদেসলিগায় অভিষেকের পর থেকে এ পর্যন্ত ৪৪টি গোল বানিয়েছেন। তাঁর অভিষেকের সময় থেকে হিসাব করলে জার্মানির শীর্ষ লিগে গোল বানানোর ভির্টস তৃতীয়। পার্থক্য হলো, শীর্ষ পাঁচে অন্যদের বয়স ২৯ কিংবা তার বেশি। বিবিসি জানিয়েছে, গত মৌসুমে বুঃদসলিগায় সবচেয়ে কার্যকর ড্রিবলারও ছিলেন ভির্টস। ২০২৩-২৪ মৌসুমে বুঃদেসলিগার মৌসুমসেরাও হন তিনি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com